গীতা-কাব্য ।

উৎসর্গপত্র।

যাঁহারা স্বর্গধামে ভগবানের সারূপ্য লাভ করিয়াছেন,
যাঁহাদের স্নেহ হইতে শৈশবে বঞ্চিত হইয়া সমস্ত জীবন
দুঃখময় হইয়াছে, যাঁহারা আমার পরমারাধ্য
দেবতাস্বরূপ, সেই পূজ্যপাদ

৺ পিতৃ ঠাকুর

ও পূজ্যপাদ

৺ শ্বশুর ঠাকুরের

প্রীতির জন্য

তাঁহাদের জ্ঞানহীনা কন্যা কর্ত্তৃক

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

শৈবলিনী।

ওঁ

গীতা-কাব্য।

শ্রীশৈবলিনী দেবী অনুবাদিত।

কলিকাতা।

২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, জয়ন্তী-প্রেসে

কে, পি, চক্রবর্ত্তীর দ্বারা

মুদ্রিত।

১৯০১।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

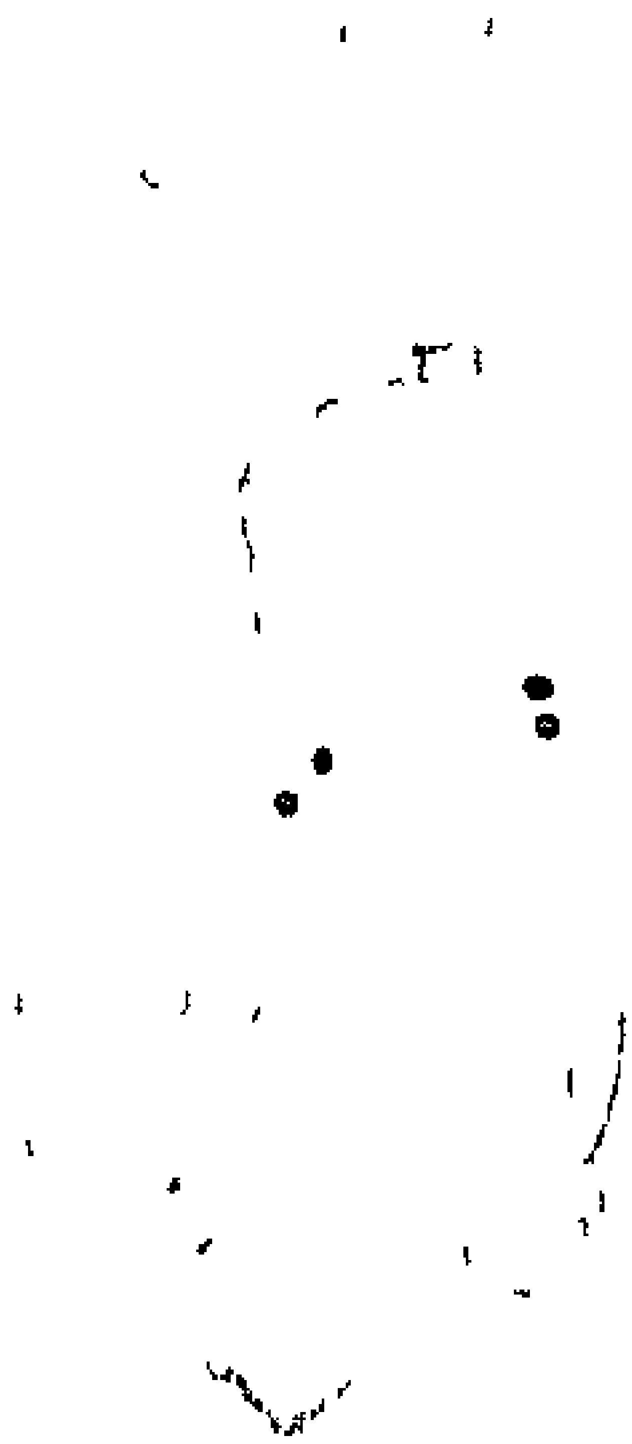

বিজ্ঞাপন।

নিগূঢ় গীতাতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা সামান্য সাধনার কার্য্য নহে। ভগবানের অভিন্নহৃদয় অর্জ্জুন উপযুক্ত স্থানে ও উপযুক্ত সময়ে স্বয়ং ভগবানের মুখে শ্রবণ করিয়াও যাহা অধিক ক্ষণ ধারণ করিতে পারেন নাই, তাহা যে প্রাকৃত-মানব-বুদ্ধির অতীত, ইহা বলা বাহুল্য। গীতার নিগূঢ় তত্ত্ব ছাড়িয়া দিলেও, ইহাতে প্রাকৃত-জন-বোধ্য যে সাধারণ নীতিটুকু আছে, তাহা গ্রহণ ও ধারণ করিলে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট লাভ। যাঁহারা মূল গীতা পড়িয়া সে নীতিটুকু গ্রহণ করিতে অক্ষম, তাঁহারা এই অনুবাদ পড়িয়া মহোপকার লাভ করিবেন। কোমল অবলা-হৃদয়ে গীতার ভক্তিযোগ ও কবিত্ব কি মধুরভাবে প্রতিফলিত হয়, এতৎপাঠে তাহাও বুঝিতে পারিবেন।

ভক্তি, পবিত্রতা ও সরলতার আধার—একটী হিন্দু-মহিলার নিজের যত্নে যতটুকু আশা করা যায়, এই অনুবাদ তাহা হইয়াছে। এ মেয়েটী সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য এরূপ সুসংযত, নিঃস্বার্থ ও নির্ম্মলরূপে সম্পন্ন করেন যে, ইঁহার গুণে সকলেই মুগ্ধ। সুতরাং গৃহীর গীতা-পাঠের কাঙ্ক্ষিত ফল ইনি লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ

নাই। আশা করি, ইঁহার এই সুন্দর পদ্যানুবাদ-পাঠে ও ইঁহার চরিত্রের অনুসরণে অন্যেও সাধু-জীবন লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

শ্বেতাশ্বে কপিকেতনে রথবরে সেনাসমুদ্রান্তরে
সীদন্তং পরিমুক্তশস্ত্রনিচয়ং সংশিক্ষয়ন্নর্জ্জুনম্।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিযোগমতুলং জীবৈকনিস্তারণং
ধ্যেয়োঽসৌ ভবভীমবারিধিতরিঃ পার্থেন সার্দ্ধং হরিঃ॥

কুরুক্ষেত্রে দুই সেনা-সমুদ্রের মাঝে,
শ্বেত অশ্বে দিব্য রথ কপিধ্বজ সাজে;
তদুপরি পরিহরি শস্ত্র সমুদয়,
উপবিষ্ট ধনঞ্জয় বিষণ্ণ-হৃদয়;
তাঁরে কহিছেন যিনি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সার—
জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি-যোগ জীবের নিস্তার;
সেই ভবসিন্ধু-তরি হরি ভগবান্—
অর্জ্জুনের সনে সদা হৃদে কর ধ্যান।

কলিকাতা।
২৫, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

প্রকাশকের নিবেদন।

নানা কারণে আমাদের দেশে সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। সংস্কৃতের আলোচনা কতিপয় শিক্ষিত অধ্যাপকের মধ্যে আবদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার ফলে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থাদির আদর ও অধ্যাপনা দেশ হইতে একরূপ উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হওয়া দূরে থাকুক, কোন্ গ্রন্থে কি লিখিত আছে তাহাও আমাদের অনেকেরই জানা নাই। হিন্দুর উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ ভগবদ্গীতায় ভগবানের যে সকল অমৃতময় উপদেশাবলী নিহিত আছে তৎসমুদয়ের কিঞ্চিন্মাত্র আভাস সাধারণের বিশেষতঃ রমণীগণের সম্মুখে উপস্থিত করাই এই পুস্তকের একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহাতে তাঁহাদের চিত্ত সহজে আকৃষ্ট হয় সেইজন্য কাব্যের ছায়ায় পুস্তকখানি সাধ্যানুসারে যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পাঠকপাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ার আশঙ্কায় যোগ-বিষয়ক জটিল অংশগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করা হয় নাই। সংক্ষেপতঃ গীতায় কি আছে, তাহাই তাঁহারা এই পুস্তকের সাহায্যে অবগত হইলে, লেখিকা তাঁহার অনেকদিনের শ্রম সার্থক হইল মনে করিবেন।

পুস্তকখানি যখন প্রথম লিখিতে আরম্ভ করা হয় তখন অত্রস্থ সিভিল মেডিক্যাল আফিসার শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় বিশেষ উৎসাহ দান করেন। সেই সময়ে তাঁহার

উৎসাহ না পাইলে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইতে পারিত কি না সন্দেহ। অপর আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অত্রস্থ জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু শশধর সেন বি, এ, মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার না করিলে পুস্তকখানির মুদ্রণকার্য্য এরূপ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইবার কোন আশাই ছিল না। খুলনা জেলা স্কুলের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বেদান্তরত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ও কলিকাতাস্থ সেণ্ট্রাল কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত বিশেষ যত্নসহকারে দেখিয়া দিয়াছেন, এজন্য উপরোক্ত মহোদয়গণের নিকট আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ রহিলাম।

খুলনা।
৪ঠা ভাদ্র, ১৩০৮। } শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত।

সূচিপত্র।

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় (অর্জ্জুনবিষাদ যোগ) ... ... ১—১২
দ্বিতীয় অধ্যায় (সাঙ্খ্য যোগ) ... ... ১৩—৩৪
তৃতীয় অধ্যায় (কর্ম্ম যোগ) ... ... ৩৫—৪৬
চতুর্থ অধ্যায় (জ্ঞানকর্ম্ম-বিভাগ যোগ) .. ৪৭—৫৮
পঞ্চম অধ্যায় (কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ) ... ... ৫৯—৬৬
ষষ্ঠ অধ্যায় (অভ্যাস যোগ) ... ... ৬৭—৭৮
সপ্তম অধ্যায় (বিজ্ঞান যোগ) ... ... ৭৯—৮৬
অষ্টম অধ্যায় (ব্রহ্ম যোগ) ... ... ৮৭—৯৩
নবম অধ্যায় (রাজগুহ্য যোগ) ... ... ৯৪—১০২
দশম অধ্যায় (বিভূতি যোগ) ... ... ১০৩—১১২
একাদশ অধ্যায় (বিশ্বরূপ দর্শন) ... ... ১১৩—১২৬
দ্বাদশ অধ্যায় (ভক্তি যোগ) ... ... ১২৭—১৩১
ত্রয়োদশ অধ্যায় (ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ) ... ১৩২—১৩৯
চতুর্দ্দশ অধ্যায় (গুণত্রয়-বিভাগ যোগ) ... ১৪০—১৪৬
পঞ্চদশ অধ্যায় (পুরুষোত্তম যোগ) ... ... ১৪৭—১৫২
ষোড়শ অধ্যায় (দৈবাসুরসম্পত্তি-বিভাগ যোগ) ... ১৫৩—১৫৮
সপ্তদশ অধ্যায় (শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ) ... ১৫৯—১৬৫
অষ্টাদশ অধ্যায় (মোক্ষ যোগ) ... ... ১৬৬—১৮৫

৫৭। ১৩৬ DEC 1897 Hume 190

গীতা-কাব্য।

প্রথম অধ্যায়।

...CAL LIBRARY DEC. 19 ...TERS BUILDINGS

সৈন্যদর্শন।

ধৃতরাষ্ট্র। হে সঞ্জয়!

কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মভূমে হইয়াছে সমাগত
আমার ও পাণ্ডবের যত সৈন্যগণ,
কি ইচ্ছা করেছে তারা? পরশিয়া ধর্ম্মভূমি
ছেড়েছে কি প্রতিহিংসা তাহাদের মন?—

অথবা তাহারা সেই প্রজ্বলিত হিংসানলে
এসেছে আহুতি দিতে অমূল্য জীবন?
দারুণ দৈবের দোষে অন্ধ এ যুগল আঁখি,
তাই ব্যাকুলিত হিয়া থাকে উচাটন। (১)

সঞ্জয়। শুন ওহে মহারাজ ! তব পুত্র দুর্য্যোধন
হেরি পাণ্ডবের সৈন্য-ব্যূহ সুসজ্জিত,
দ্রোণাচার্য্য সন্নিধানে কহিতে লাগিলা রাজা :—(২)
হের গুরু ! পাণ্ডবের সেনা অপ্রমিত ;

তব প্রিয়তম শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর
জ্ঞানবান্ সুকুশল জানে সর্ব্বজন,
রাখিবারে আপনার বীরকীর্ত্তি ধরাতলে
করেছে দুর্ভেদ্য ওই ব্যূহের সৃজন। (৩)

এ সমরে পাণ্ডবের যত বীর সমবেত
হইয়াছে, সে সবার কহি বিবরণ :—
যুযুধান, উত্তমৌজা, বিরাট, দ্রুপদ, শৈব্য,
ভীমার্জ্জুন সম সবে যোদ্ধা অতুলন, (৪)

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ,
পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, যুধামন্যু বীর,
সুভদ্রাকুমার আর দ্রুপদকুমার সবে
বিচক্ষণ বীর্য্যবান্ রণক্ষেত্রে ধীর, (৫।৬)

এহেন পাণ্ডব-সৈন্য আছে বহু সুসজ্জিত।
আমার বাহিনী যত শ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠতর,
দ্বিজোত্তম। সে সকল করিয়া বর্ণন আমি
তব অবগতি তরে করিব গোচর। (৭)

স্বয়ং আপনি, দেব! আচার্য্য সহায় যার
কি ভয় তাহার আর এ ভব-ভবনে?
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ কুরুকুল-সূর্য্যসম
অমিত বিক্রমশালী জানে সর্ব্বজনে;

সমরবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ,
সোমদত্ত-সুত, কর্ণ, বিকর্ণ সুজন,
নানা শস্ত্রে সুনিপুণ যুদ্ধে বিশারদ, দেব!
আসিয়াছে কত শত মহারথিগণ। (৮)

হে আচার্য্য! চেয়ে দেখ অক্ষয় সেনানী মম,
ভারতের প্রিয়তম বীরপুত্রগণ,
স্বেচ্ছায় এসেছে তারা প্রফুল্ল অন্তরে ওই
করিতে আমার তরে জীবন অর্পণ। (৯)

নিশ্চয় পাণ্ডবসেনা হইবেক পরাজিত ;
একে ত অসীম মম বাহিনীনিচয়,
বীরশ্রেষ্ঠ পিতামহ রক্ষিবেন সেনাদল,
তাঁহারি বলেতে বলী বীর সমুদয়।

অল্পবল পাণ্ডবের ক্ষুদ্রতম সেনাগণ
রহিয়াছে শিশুমতি ভীমের রক্ষিত ;
প্রবল সিন্ধুর কাছে ক্ষুদ্রতর তৃণশ্রেণী
স্থির হয়ে থাকিতে কি পারিবে নিশ্চিত ? (১০)

সমগ্র ব্যূহের দ্বার যথাভাগ করি দেব।
অধিকার কর সবে যে যাহার স্থান,
পিতামহ-সুরক্ষিত আমার যতেক সেনা,
সাধহ তোমরা সবে ভীষ্মের কল্যাণ। (১১)

ব্যাকুলিত দুর্য্যোধন করি যুদ্ধ আয়োজন,
বুঝিয়া অন্তর তার ভীষ্ম বীরমণি
করিতে তাহার মনে প্রীতি-প্রফুল্লতা দান
করিলেন সিংহনাদ সহ শঙ্খধ্বনি। (১২)

হেরি ভীষ্ম মহাবীরে সমরে উৎসাহী হেন
কৌরবপক্ষীয় বীরবাহিনীনিচয়
অসংখ্য পণব, ভেরী, আনক, গোমুখ আদি
বাজাইলা, মহাশব্দ হ'ল বিশ্বময়। (১৩)

কৌরবসেনার মধ্যে শুনি এই বীরধ্বনি
অর্জ্জুন ও হৃষীকেশ দিলা দরশন ;
শ্বেত অশ্বে যুক্ত রথ কি সুন্দর সুশোভন !
তদুপরি দিব্যকান্তি নর-নারায়ণ। (১৪)

হৃষীকেশ 'পাঞ্চজন্য' করিলেন নিনাদিত,
ধনঞ্জয় 'দেবদত্ত' শঙ্খ করে ধ্বনি,
ভীমকর্ম্মা ভীমসেন বাজাইলা 'পৌণ্ড্র' শঙ্খ,
'অনন্ত-বিজয়' ধ্বনি করে ধর্ম্মমণি। (১৫)

'মণিপুষ্প' মহাশঙ্খ বাজাইলা সহদেব,
'সুঘোষে' নকুল বীর ধ্বনিলা অম্বর,
দ্রুপদ, দ্রৌপদী-পুত্র, অভিমন্যু, কাশীরাজ,
সবে বাজাইলা শঙ্খ, প্রফুল্ল অন্তর। (১৬)

শিখণ্ডী, বিরাটরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন মহারথ,
সাত্যকি অপরাজিত বীর দলবলে,
শুনহে পৃথিবীপতি! মিলি যত বীরগণে
নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি করিলা সকলে। (১৭-১৮)

উঠিল তুমুল শব্দ গগন-হৃদয় ভেদি,
সসাগরা বসুন্ধরা হইলা কম্পিত,
চমকি উঠিলা, রাজা! তোমার কুমার শত
অযুত কুলিশ যেন হৃদে নিপতিত। (১৯)

অযুত কৌরব-সেনা যুদ্ধপ্রার্থী দেখি পার্থ
লইলেন করে তুলি তীক্ষ্ণ শরাসন;
একবার স্থিরদৃষ্টি করি মাধবের পানে
বলিতে লাগিলা বীর মধুর বচন :—(২০)

উভয় সেনার মধ্যে লহ রথ, নারায়ণ!
যেখানে হেরিব আমি যুদ্ধার্থী সকল,
কাহার সহিত আজি করিব সমর, দেব!
লক্ষ লক্ষ দেখিতেছি কুরুসেনাদল। (২১-২২)

ক্রূরমতি দুর্য্যোধনে করিয়া সুপ্রিয় জ্ঞান
আসিয়াছে যত বীর এই রণস্থলে,
সেই স্থানে মম রথ রাখহ, অচ্যুত। তুমি,
যাবত নেহারি সেই নৃপতিমণ্ডলে। (২৩)

সঞ্জয়। হে ভারত। বাসুদেব শুনি অর্জ্জুনের বাণী
উভয় সেনার মধ্যে রাখিলা স্যন্দন
ভীষ্ম দ্রোণ আদি বীর আছেন যথায়; হরি
কহিলা নেহার, পার্থ! কুরুসেনাগণ। (২৪-২৫)

চাহি কুরুসৈন্য পানে বিষাদিত ধনঞ্জয়
দেখিলা তাহারি সব আত্মীয় বান্ধব;
যাহারা এ জীবনের অচ্ছেদ্য বন্ধন, হায়!
সম্মুখে সে প্রিয়তম পরিজন সব।

অশ্রু-উছলিত নেত্রে নেহারিলা ধনঞ্জয়
মরণের ক্রীড়াভূমি ঘোর রণস্থলে
পিতৃব্য, আচার্য্য, ভ্রাতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র,
শ্বশুর, মাতুল, মিত্র, সুহৃদ্ সকলে। (২৬)

তুলিয়া করুণ আঁখি চাহি বাসুদেব পানে
কহিলেন, একি দেব! দেখিতেছি হায়!
প্রাণের অধিক প্রিয় যাহারা স্বজন মম,
তাহারাই আসিয়াছে যুদ্ধকামনায়! (২৭-২৮)

হেরি ইহাদের মুখ কম্পিত শরীর মম,
জিহ্বা তালু শুকাইয়া যায় বারবার,
রোমাঞ্চি' উঠিল দেহ, গাণ্ডীব পড়িছে খসি,
যেন শত মৃত্যু-দাহ শরীরে আমার! (২৯)

নাহি আর সাধ্য মম প্রকৃতিস্থ রাখি চিত্ত,
ভ্রমে শত ভ্রান্তি যেন হইতেছে মনে,
অতিশয় দুঃখপূর্ণ, কেশব! অদৃষ্ট মম,
জন্ম হইয়াছে মম বড় কুলক্ষণে। (৩০)

নাহি দেখি শ্রেয়ঃ আমি বধিয়ে দুরন্ত রণে
প্রাণাধিক প্রিয়তম অন্তরঙ্গগণ;
না চাহি বিজয়, কৃষ্ণ! নাহি চাহি রাজ্য-সুখ,
কুশলে থাকুক মম প্রিয় পরিজন। (৩১)

হে গোবিন্দ ! কার তরে আকাঙ্ক্ষিত রাজ্যভোগ,
কার তরে করি এই সুখের পিয়াস ?
যাহাদের তরে চাহি রাজ্যভোগ সমুদয়,
এসেছি তা'দেরি আজ করিতে বিনাশ ! (৩২)

শিশুকালে পিতৃহীন অনাথ আমরা, দেব !
যেই পিতামহ স্নেহে করিলা পালন,
তাঁহারে বধিয়া হরি ! সে কি রাজ্য, সে কি সুখ ?
—নরক যাতনা এ যে জীবনে মরণ !

যে আচার্য্য—হায় দেব ! যাঁহার কৃপায় আজ
ধরিয়াছে শরাসন তুচ্ছ এই কর,
—জন্মদাতা শিক্ষাদাতা সমতুল্য জানি হায় ;—
এসেছি তাঁহার সনে করিতে সমর। (৩৩)

মাতুল, শ্বশুর, পিতা, পুত্র, পৌত্র, প্রিয়জন
যদিও আমার আজি সংহারে জীবন,
সেও শ্রেয়ঃ, সেও সুখ, তবু তাহাদের প্রতি
কখনও ধরিব না শর শরাসন।

কি সুখ স্বজন বধি, তুচ্ছ এই ধরারাজ্য,
যদি সে ত্রৈলোক্য-রাজ্য পাই করতলে,
তথাপি হে জনার্দ্দন! বিন্দুমাত্র রক্তপাত
করিব না আমি এই কুরুসেনাদলে। (৩৪)

নিহত করিয়া রণে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণে
কোন্ প্রীতিকর কার্য্য হইবে সাধন?
শুধু আততায়িগণে বিনাশকরিয়া দেব!
সমগ্র জীবন হবে পাপে নিমগন। (৩৫)

হিংসিয়া স্বজনগণ কি সুখ লভিব, হরি!
যদিও সে দুর্য্যোধন লোভে আত্মহারা,
কুলক্ষয়-কৃত-পাপ, মিত্রদ্রোহে যে পাতক
দেখিতে পায় না তার অন্ধ আঁখি-তারা। (৩৬-৩৭)

লোভে তার মুগ্ধ চিত; অজ্ঞানের অপরাধ
ক্ষমিবেন নারায়ণ; কিন্তু জনার্দ্দন!
জ্ঞানকৃত অপরাধে নাহিক নিষ্কৃতি মম
কুলক্ষয় কত পাপ বুঝেছি যখন। (৩৮)

নমস্য উপাস্য মম কুলধর্ম্ম সনাতন,
কুলক্ষয়ে সেই ধর্ম্ম হইবে বিনাশ ;
বিনাশিলে কুলধর্ম্ম, সমগ্র পবিত্র কুল
অধর্ম্ম-দানব আসি করিবেক গ্রাস। (৩৯)

অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে কুলস্ত্রী দূষিত হবে,
স্ত্রী-দোষে জন্মিবে বর্ণসঙ্কর-সন্ততি ;
কুলনাশ-দোষে হায়! অধর্ম্ম প্রবল হবে,
লুপ্ত হবে পিণ্ডক্রিয়া, ঘটিবে দুর্গতি। (৪০-৪১)

অনন্ত অনন্ত কাল অনন্ত পুরুষ তার
বসতি করিবে, দেব! ভীষণ নিরয়ে,
না রবে সম্মান মান, লুপ্ত হবে জাতিধর্ম্ম,
ধরিয়া মনুষ্য-দেহ র'বে পশু হ'য়ে। (৪২-৪৩)

হায় দেব! আমরা এ তুচ্ছ রাজ্যসুখ-লোভে
করিতে বসেছি আজি কি অসীম ক্ষতি,
কি পাপে উদ্যোগী, দেব! হইয়াছি এতদিন,
কি অধর্ম্মে সঞ্চালিত করিয়াছি মতি! (৪৪)

এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবন-নাশ ;
ত্যজি অস্ত্র বসি আমি এই রণস্থলে,
আসি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়া
আমার জীবন নাশ করুক সকলে।

পরাঙ্মুখ দেখি মোরে, হেরি অস্ত্রহীন রণে
শস্ত্রপাণি রাজ্যলোভী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ
বিনাশে যদিও মোরে, সেও শ্রেয়স্কর মম,
জাতিদ্রোহ-পাপ-মুক্ত হইবে জীবন। (৪৫)

এত বলি ধনঞ্জয় শোকদগ্ধ হৃদয়েতে
বসিলা সমরভূমে ত্যজি শরাসন ;
গাণ্ডীব ধরিতে আর নাহিক শকতি ভুজে,
ক্ষুব্ধ-বক্ষ, বাষ্পাকুল শোকে দুনয়ন। (৪৬)

অর্জ্জুনবিষাদ-যোগ নামক
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

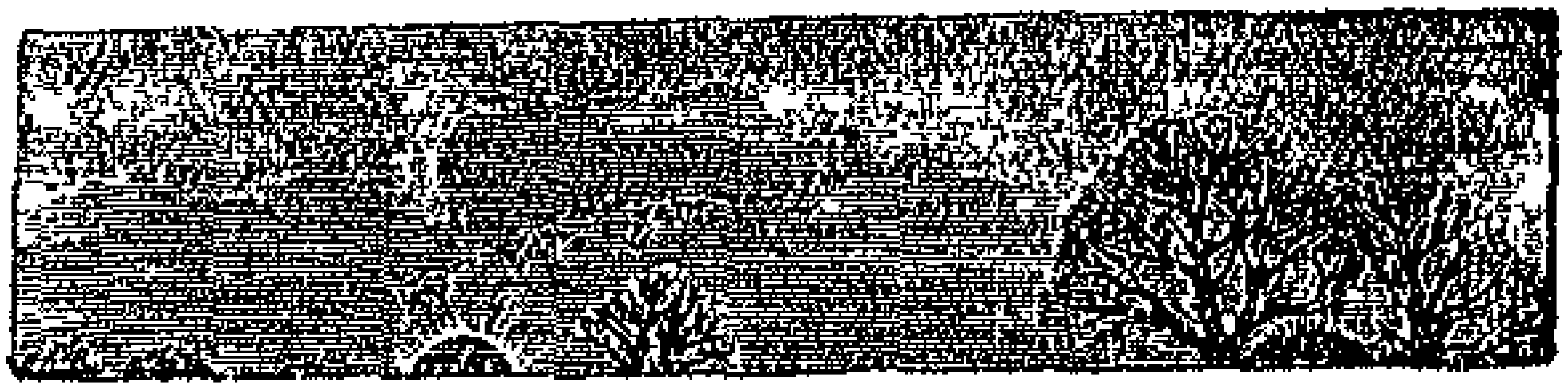

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাঙ্খ্যযোগ।

সঞ্জয়। অশ্রুপূর্ণ দুনয়ন ব্যথিত-হৃদয় পার্থে
কহিলেন বাসুদেব চাহি মুখ পানে ;
বর্ণে বর্ণে ঝরি যেন অনন্ত অমৃতরাশি
নূতন জীবনী-শক্তি সঞ্চারিল প্রাণে :—(১)

হে অর্জ্জুন। রণস্থলে সঙ্কট সময়ে তব,
অনার্য্য-সুলভ এই মোহ নিদারুণ
কেনবা উদিল মনে ? এ অকীর্ত্তিকর মোহ
সতত যতনে ত্যজে স্বর্গাকাঙ্ক্ষিজন। (২)

ত্যজ পার্থ। তুচ্ছ এই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা,
গমন উচিত পথ এ নহে তোমার,
অধৈর্য্যের এই পথ, যায় সদা ভীরুজন ;
হে বীর। সম্মুখে তব কার্য্য দুর্নিবার। (৩)

শুনি গোবিন্দের বাণী কহিতে লাগিলা পার্থ,
করুণায় দুই আঁখি করে ছল ছল ;
কঠিন স্নেহের ডোর ছিঁড়িতে চাহিলে যেন
হৃদয়ের শিরাগুলি ছিঁড়িবে সকল।

কহিলা কম্পিত কণ্ঠে, কি বলিব জনার্দ্দন!
পূজ্যতম পিতামহ, আচার্য্য আমার,
কোন্ প্রাণে রণ ইচ্ছা করি ইঁহাদের সনে,
কেমনে মারিব শর অঙ্গে দোঁহাকার! (৪)

স্নেহময় গুরুজনে বিনাশ করিয়া দেব!
পরলোকে মহাতাপ আছে নিঃসংশয়,
ইহলোকে তাঁহাদের রুধির-রঞ্জিত ভোগ ;
তার চেয়ে ভিক্ষা অন্ন শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চয়। (৫)

হিংসা-দ্বেষ-পাপ-শূন্য ভিক্ষান্নে জীবনযাত্রা,
সেই শ্রেয়ঃ ?—কিম্বা আমি ক্ষত্রিয়সন্তান,
রণক্ষেত্র মহাতীর্থ নাহি অন্য ধর্ম্ম আর,
সম্মুখ সংগ্রাম মম স্বর্গের সোপান,

বুঝিতে পারিনা, দেব ! কোন্ পথ শ্রেয়ঃ মম ;
যে জয়ের তরে সাধি বংশের নিধন,
(রণক্ষেত্র অদৃষ্টের ভীষণ পরীক্ষাস্থল)
যদি পরাজিত করে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ?

কিম্বা যদি আমরাই জয়লাভ করি রণে,
ন্যায়ের বিচারে তবু হব পরাজিত ;
যে সকল বন্ধুগণে প্রাণের অধিক দেখি
তাহাদের বধি কোথা সুখী হবে চিত ?

এমন হৃদয়ভেদী জয়লাভ হ'তে, কৃষ্ণ !
ভিক্ষান্ন সহস্রবার শ্রেষ্ঠ বোধ হয় ;
কুলক্ষয়, মিত্রক্ষয় ভবিষ্যতে দেখি হায় !
শোকে দুঃখে বিচলিত হয়েছে হৃদয়। (৬)

কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম বুঝিতে নাহিক শক্তি,
বাসুদেব ! শিষ্য আমি চরণে তোমার,
বুঝাইয়া দাও তুমি কি আমার শ্রেয়স্কর
ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়ান্যায় করিয়া বিচার। (৭)

করিয়া স্বজন-নাশ নিষ্কণ্টক ধরারাজ্য,
কিম্বা যদি স্বর্গরাজ্য হয় করগত,
তথাপি বুঝিতে নারি কেমনে হৃদয় হ'তে
বান্ধব-বিরহ-শোক হবে অপগত ! (৮)

বলিলা সঞ্জয়,—দেব ! বিষাদিত ধনঞ্জয়
ত্যজি শরাসন কহে গোবিন্দের প্রতি—
ছাড়িলাম যুদ্ধ-বাঞ্ছা, মম নিয়তির, হরি !
দেখিতেছি অনির্দ্দেশ্য বিপরীত গতি। (৯)

হে ভারত। হৃষীকেশ শুনিয়া পার্থের বাণী,
নেহারিয়া অর্জ্জুনের বিষণ্ণ বদন,
বীরক্ষেত্রে নেহারিয়া হৃদয়ের দুর্ব্বলতা,
উপহাস করি যেন কহিলা বচন :—(১০)

ধনঞ্জয় ! জ্ঞানি-সম বচন বলিয়া কেন
কার্য্য করিতেছ পুনঃ অজ্ঞানের মত ?
মরণ জীবন লাগি পণ্ডিত কাতর নয়,
সমান নয়নে হেরে জীবিত বা মৃত। (১১)

তুমি আমি আর এই নৃপতি-সমাজ সবে
অতীতে ছিলাম, র'ব ভবিষ্যেও তাই ;
যাদের লাগিয়া বীর ! কাতর হই'ছ তুমি
ধনঞ্জয় ! নিত্য তারা—অনিত্যতা নাই। (১২)

এ দেহ-ধারণে যথা কৌমার, যৌবন, জরা,
এক আত্মা নিয়তিতে করেন গ্রহণ,
তেমনি জানিও পার্থ ! এই দেহান্তর-প্রাপ্তি,
ধীরজন মুগ্ধ ইথে না হয় কখন। (১৩)

এ মৃত্যু আত্মার শুধু একবার রূপান্তর ;
দেহের বিচ্ছেদে তুমি শোকী বীরবর,
তাহাও অলীক পার্থ ; ইন্দ্রিয়-বিয়োগী আত্মা
সুখে দুখে কভু নহে সুখী বা কাতর।

সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্ম সকলি ইন্দ্রিয়-ভোগ ;
ইন্দ্রিয় জাগায় মনে বিষয়-বাসনা,
অবস্থায় আনে দুখ, অবস্থায় হয় সুখ ;
ইন্দ্রিয় বিষয়-যোগে জনমে কামনা।

আজি যারে সুখ ভাবি হইতেছ হরষিত,
কালি সে অসীম দুঃখে হবে পরিণত;
হে কৌন্তেয়! ক্ষণস্থায়ী এই মনবৃত্তি তরে
কেন তুমি হইতেছ এত আকুলিত? (১৪)

আত্মা যে অনন্ত সত্য, নাহি তার সুখ দুঃখ,
নাহি তার জন্ম, মৃত্যু, বিষয়-বাসনা;
ক্ষুদ্র এই রূপান্তর জল-বুদ্বুদের মত;
আত্মা অনন্তের সাধে অনন্ত সাধনা।

জগতের সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু তরে যেই
নহে সুখী, নহে দুঃখী, নহে বিচলিত,
অনন্ত অমর পদ লভিবার যোগ্য সেই,
তার লাগি মোক্ষদ্বার সদা অবারিত। (১৫)

সত্যের স্থায়িত্ব আর চঞ্চলতা অসত্যের,
সকলি স্বরূপ হেরে তত্ত্বদর্শিগণ;
ভূতময় এ জগতে সত্য সে অনন্ত আত্মা,
নাহি তার জন্ম কভু নাহিক মরণ। (১৬)

অনিত্য জগত-মাঝে সত্যময় এই আত্মা
পরিব্যাপ্ত আছে সদা সর্ব্ববিশ্বময় ;
কভু নাহি ক্ষয় তার, চির অবিনাশী আত্মা,
সাধিতে বিনাশ তার কা'রো সাধ্য নয়। (১৭)

নিত্য অবিনাশী আত্মা, নশ্বর এ দেহ তার,
বর্ণিয়াছে এই তত্ত্ব তত্ত্বদর্শিগণ ;
অতএব হে ভারত ! কর যুদ্ধ-আয়োজন,
ত্যজি মোহ বিষণ্ণতা ধর শরাসন। (১৮)

আত্মা অন্যে হানে কিম্বা অন্য দ্বারা হয় হত
যেই ভাবে, বুদ্ধি তার অতি ভ্রমাত্মক ;
সুখ-দুঃখ-শোকাতীত নির্গুণ নির্লিপ্ত আত্মা
নহেক বিনাশ্য সেই নহে বিঘাতক। (১৯)

আত্মার নাহিক জন্ম, নাহিক মরণ তার,
নহে গত, ভবিষ্যৎ, নহে বর্ত্তমান ;
অজ, নিত্য, শাশ্বত এ অক্ষয় পুরাণতম,
দেহান্তর নহে তার মৃত্যু অভিজ্ঞান। (২০)

হে পার্থ! এ হেন আত্মা চির-অবিনাশী নিত্য,
বধে না সে, কিংবা কারো বধ্য সে ত নয়,
তুচ্ছ এ জনম মৃত্যু পশেনা তাহার কাছে,
দূরে থাকে তাহা হ'তে উদ্ভব বিলয়।

যে জন আত্মারে জানে নিত্য অবিনাশী বলি'
সে কেন করিবে পার্থ! জীবের নিধন,
কেন বা সেরূপ কার্য্যে অন্যে উত্তেজিত করি
করাইবে ক্ষুদ্রতম কর্ম্মের সাধন? (২১)

ছিন্ন বস্ত্র ত্যজি নর যেমতি নবীন বস্ত্রে
পুনঃ আবরিত করে দেহ আপনার,
তেমনি জানিও বীর! ত্যজি পুরাতন দেহ
আত্মাই নূতন দেহ ল'ভে বার বার। (২২)

শস্ত্রে না ছেদিতে পারে, অনলে দহিতে নারে,
মৃত্যুঞ্জয় সত্যময় আত্মা নিত্যধন,
বারি নাহি দ্রবে কভু, মারুত শোষিতে নারে,
অচ্ছেদ্য অদাহ্য সর্ব্বগত সনাতন। (২৩-২৪)

জানি ধনঞ্জয় তব হৃদয় চিন্তিছে এই—
'আত্মা যদি নির্ব্বিকার চিদানন্দময়,
কেন নাহি সেইরূপে অনুভব করি তাঁরে,
ভ্রমাতীত হয়ে ভুলি কামনা নিচয়'।

কিন্তু সে সহজসাধ্য নহে পার্থ, আত্মা যেই
ইন্দ্রিয়, মানস, বুদ্ধি সর্ব্ব-অগোচরে,
প্রত্যক্ষ বা অনুমানে কেহ নাহি জানে তাঁরে ;
তবে কেন বৃথা শোকে দহি'ছ অন্তরে ? (২৫)

অথবা দুর্ব্বোধ-তত্ত্ব ভ্রান্তি বশে নাহি বুঝি
'দেহ আত্মা এক' যদি কর এ ধারণা ;
তবে কেন মহাবাহু ! ক্ষুদ্র জীবনের লাগি
বৃথা করিতেছ এই পাপানুশোচনা ?

আত্মা যদি দেহ সম সৃষ্টির ছায়ার মত,
কোথা তবে দুঃখভোগ কোথায় নিরয় ?
পূর্ব্বজন্ম পরকাল কিছু নাহি থাকে আর,
কোথা তবে থাকে তব নরকের ভয় ? (২৬)

কিম্বা যদি এই আত্মা নিয়তির দুঃখভাগী
বারম্বার জন্ম মৃত্যু করয়ে গ্রহণ;
তথাপি হে মহাবাহু নিশ্চিত নিয়তি তরে
বৃথা তুমি শোকে ক্ষুব্ধ করিতেছ মন। (২৭)

যদি মাত্র দেহ তরে শোকাকুল বীরবর;
কিন্তু সে অযোগ্য শোক, ভূতময় দেহ
কেবল এ বর্ত্তমানে দুইদিন দেখাইবে,
ছিল না অতীতে, পরে রহিবে না কেহ। (২৮)

তার লাগি কেন হেন বিলাপ করিছ বীর!
তোমায় কি বলি? ভ্রান্ত জগৎ সংসার;
এ আত্মা আশ্চর্য্যবৎ কেহ বা দেখিছে পার্থ,
কেহবা শুনিছে কথা আশ্চর্য্য ইহার।

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রব উঠিছে জগত মাঝে
কেহ বা কথায় করে মীমাংসা ইহার,
কিন্তু সে প্রকৃত তত্ত্ব কেহ নাহি জানে হায়,
ভ্রান্তিতে চলিছে নিত্য সমগ্র সংসার। (২৯)

হে ভারত! নিত্য আত্মা অবধ্য সকল দেহে,
শরীর বিনাশে নাই আত্মার নিধন,
সর্ব্বময় আত্মা সেই, তুচ্ছ এ দেহের তরে
করিতেছ ধনঞ্জয়, শোক অকারণ। (৩০)

স্বধর্ম্মে অর্জ্জুন! তুমি কর এবে নিরীক্ষণ
ধর্ম্মযুদ্ধ বিনা তব ধর্ম্ম নাহি আঁর,
ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বর্গদ্বার করে মুক্ত,
সুখী সে ক্ষত্রিয়, ইহা ভাগ্যে ঘটে যার। (৩১-৩২)

অতএব ধনঞ্জয়! মোহাবৃত হ'য়ে তুমি
যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধ কর পরিহার,
স্বধর্ম্মে বঞ্চিত হবে, লোকে কীর্ত্তিহীন কবে,
পাপাশ্রিত হইবেক জীবন তোমার। (৩৩)

দুর্য্যোধন জয়দ্রথ কর্ণ আদি বীরগণ
ভাবিবে দুর্ব্বল তুমি, হইয়াছ ভীত,
সবে মিলি অপযশ ঘোষিবে তোমার বীর!
অকীর্ত্তি হইতে শ্রেয়ঃ মরণ নিশ্চিত। (৩৪)

উপেক্ষি সামর্থ্য তব বলি অনুচিত ভাষা
নিন্দিবে তোমায় যবে শত্রুপক্ষগণ,
কেমনে ধরিবে পার্থ! সে শেল হৃদয়ে তুমি,
তদপেক্ষা দুঃখকর কি আছে এমন? (৩৫-৩৬)

হে কৌন্তেয়! এই রণে যায় যদি তব প্রাণ,
লভিবে অক্ষয় স্বর্গ অনন্ত জীবন;
কিম্বা যদি জয়ী হও ভুঞ্জিবে ধরণীরাজ্য,
সমতুল্য ভাবি দোঁহে কর আসি রণ। (৩৭)

সুখে দুঃখে লাভালাভে সমজ্ঞান করি যারা
হিংসা-বিবর্জ্জিত হয়ে যুদ্ধে হয় রত,
ধর্ম্মযুদ্ধ সেই বীর। নিরাকাঙ্ক্ষ প্রাণ যার
কখন তাহার পাপ নহে সম্ভাবিত। (৩৮)

আত্মতত্ত্ব সাংখ্য-যোগে এই বুদ্ধি অভিহিত,
শুন পার্থ! অবিচল করিয়া হৃদয়,
এ মহান্ বুদ্ধি-যোগে উজ্জ্বলিত প্রাণ যার
কদাচন কর্ম্মে সেই বদ্ধ নাহি হয়। (৩৯)

এ ধর্ম্মের আরম্ভের কদাপি না হয় নাশ,
অথবা নাহিক ইথে কোন প্রত্যবায় ।
এ ধর্ম্মের যতটুকু করা যায় অনুষ্ঠান
তাহাতেই মহাভয়ে লোকে ত্রাণ পায়। (৪০)

কামনারহিত কর্ম্মে বিষ্ণু জ্ঞানময় বুদ্ধি
একমাত্র এ জগৎ আলোকিত করে,
বিবেকবিহীন যারা অবিশ্বাসে মুগ্ধচিত
অনন্ত বহুধা বুদ্ধি হৃদয়েতে ধরে। (৪১)

মনোহর রমণীয় বাক্যে যারা অনুরাগী,
বেদবাক্য যাহাদের অতি প্রীতিকর,
স্বর্গপ্রদ কর্ম্ম ছাড়া অন্য কিছু নাহি মানে
কামনার পরায়ণ যাদের অন্তর ; (৪২)

কহে বাক্য রমণীয় জন্ম কর্ম্মফলপ্রদ,
বহু ক্রিয়াপূর্ণ কর্ম্মে চিত্ত বিমোহিত,
ভোগৈশ্বর্য্যপরায়ণ বিবেকবিহীন তারা
বিষ্ণুবুদ্ধি তাহাদের নহে সমাহিত। (৪৩-৪৪)

সংসার আসক্ত বেদ ; ত্যজিয়া ইহার জ্ঞান
অর্জ্জুন নিষ্কাম তুমি হও অবিরত,
শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব রহিত আত্মবান্ হও বীর,
করহে হৃদয় নিত্য সত্ত্বগুণাশ্রিত। (৪৫)

অযুত অযুত কূপ না পারে সাধিতে যাহা
অসীম জলধি একা করে তা' সাধন,
অনন্ত বৈদিকজ্ঞান যাহা প্রকাশিতে নারে
এক ব্রহ্মজ্ঞানে তাহা করে নিরূপণ।

কামনা বাসনা আদি তরঙ্গিত ইচ্ছাশত
একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে ভুলে যায় নর,
অবিরত অশ্রুধার অনিবার হাহাকার,
শুধু ব্রহ্মানন্দে করে শীতল অন্তর। (৪৬)

কর্ম্মে অধিকার তব, কর্ম্মরত হও বীর!
কর্ম্মফলে রাখিওনা আশা কদাচন ;
সিদ্ধি বা অসিদ্ধি দুই তুল্য জ্ঞান কর পার্থ,
আসক্তি ত্যজিয়া হও কর্ম্মগত মন। (৪৭)

হেন সাধনাই যোগ ; নিরাকাঙ্ক্ষ চিত্ত যার
যোগী সেই, কহিলাম স্বরূপ বচন ;
শোক দুঃখ সুখ লোভ পশে না যোগীর হৃদে,
অনন্ত অমৃতে পূর্ণ থাকে তার মন। (৪৮)

কামনা-বশগ হয়ে সদা কর্ম্ম করে যেই
দীন সেই ধর্ম্মতত্ত্বে জানিও নিশ্চয়,
সকামের অধোগতি, উচ্চগতি নিষ্কামের,
কর্ম্মযোগে যুক্ত কর তোমার হৃদয়। (৪৯)

নিষ্কাম হৃদয় যার সুখদুঃখে সমজ্ঞান,
পাপপুণ্যে তারে কভু পরশিতে নারে,
লভিবারে কর্ম্মযোগ রণে রত হও বীর !
সুকৌশলকর্ম্ম যাহা যোগ বলে তারে। (৫০)

এই বুদ্ধিযুক্ত হ'য়ে লভিয়াছে ঋষিগণ
জন্মকর্ম্ম-বিনির্মুক্ত শান্তিময় পদ ;
যেই কালে বুদ্ধি তব তেয়াগিবে মোহজাল
লভিবে বৈরাগ্য তুমি অনন্ত সম্পদ। (৫১)

তখন তোমার চিত্তে বিনা সেই মোক্ষ নাম
রহিবে না শ্রুত কিম্বা শ্রোতব্য বিষয়,
ভোগ সুখ কোন চিন্তা রহিবে না প্রাণে আর,
সর্ব্বদা জাগিবে সেই কর্ম্ম পুণ্যময়।

মলিন কলুষ মোহ হয় যবে অপগত
প্রকাশে বিবেক জ্ঞান কর্ম্ম-যোগ ফল,
সেই নির্ব্বাণের, সেই মুক্তি সাধনার পথ,
সেই পরমার্থ যোগ ফুল্ল নিরমল। (৫২)

নানা শাস্ত্র আলোচনে তরঙ্গিত বুদ্ধি যবে
পরিহরি বাহ্যজ্ঞান অসার বিষয়,
আত্মাতে অটলভাবে রবে সদা অবস্থিত
তখনি সমাধি প্রাপ্ত হইবে হৃদয়। (৫৩)

স্থির হৃদয়েতে পার্থ শুনি গোবিন্দের বাণী
কহিলেন মৃদু মধু বিনয় বচন—
"হে কেশব। স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিস্থ ব্রহ্মজ্ঞানী
কিরূপ বচন তাঁর কিবা সে লক্ষণ?" (৫৪)

কহিলেন ভগবান্, ত্যজিয়া বাসনাচয়,
আশা, তৃষা, অভিলাষ করিয়া বর্জ্জন,
আত্মা পরমার্থতত্ত্বে মত্ত যেই রহে সদা,
সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পার্থ, নিষ্কাম সে জন। (৫৫)

দুঃখেতে উদ্বিগ্ন নহে, সুখলাভে স্পৃহাহীন,
রাগ দ্বেষ হৃদে যার প্রবেশিতে নারে,
সেই কর্ম্মজ্ঞানী মুনি ; অর্জ্জুন, সন্ন্যাসী সেই,
নাহিক আসক্তি তার নিখিল সংসারে। (৫৬)

সর্ব্বস্থানে স্নেহশূন্য, নির্ব্বিকার প্রাণমন,
সুমঙ্গলে আনন্দিত নহে যার চিত,
বিপদের আলিঙ্গনে অকাতর মন যার,
হে পার্থ! তাহাতে প্রজ্ঞা থাকে প্রতিষ্ঠিত। (৫৭)

কূর্ম্ম যথা আপনার হস্তপদ সমুদয়
সঙ্কুচিত করি লয় দেহের ভিতর,
তেমতি ইন্দ্রিয়গণে আত্মাতে যে করে লয়,
তার প্রাণে প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞা নিরন্তর। (৫৮)

হৃদয়ে বাসনা জাগে কিন্তু শক্তি নাহি যার
বিষয়-সম্ভোগহীন বিষয়ী সে জন,
নাহি ক্ষয় হয় তার বিষয়ের অনুরাগ,
অনায়াসে ভোলে তাহা আত্মতুষ্ট মন। (৫৮-৫৯)

হে কৌন্তেয়! চিত্ত যার প্রজ্ঞাস্থৈর্য্য করে লাভ,
ইন্দ্রিয় সংযম-তার প্রধান সাধনা,
অসংযমী বিদ্যাবান্ যত্ন করে মোক্ষ পথে,
ইন্দ্রিয় ফিরায় বলে তাহার বাসনা।

সতত যতনশীল বিবেকী জনের চিত
লোভময় রিপুগণ করয়ে হরণ,
এই হেতু যোগী জন ইন্দ্রিয় সংযত করি
শুদ্ধ চিত্তে থাকে সদা ধর্ম্মপরায়ণ। (৬০)

আত্মায় আসক্ত যোগী সমাহিত রহে সদা,
যতনে ইন্দ্রিয় সেই করে সংযমিত ;
উন্নত পুরুষ যেই রিপু তার পদানত,
তাহার হৃদয়ে প্রজ্ঞা থাকে প্রতিষ্ঠিত। (৬১)

বিষয় করিলে ধ্যান আসক্তি উদয় হয়,
আসক্তিতে জন্মে কাম, কামে জন্মে ক্রোধ,
ক্রোধেতে জনমে মোহ, মোহে স্মৃতিভ্রংশ সদা,
ভুলে সে বিবেকবাণী হিতাহিত বোধ।

স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিনাশ হইবেক অসংশয়,
বুদ্ধিনাশে মানবের হয় অধোগতি,
এই অধোগতি শুধু যায় বিনাশের পথে ;
হে পার্থ! নিষ্কাম হও অনাসক্তমতি। (৬২-৬৩)

যাঁহারা নির্লিপ্ত থাকি বিদ্বেষ ও অনুরাগে
আপনার বশীভূত ইন্দ্রিয়ের সহ
রহেন বিষয় রাজ্যে, সেই জিত-আত্মা যোগী
শান্তিপূর্ণ প্রসন্নতা লভে অহরহ। ৬৪।

প্রসন্নতা লাভে যার প্রফুল্ল হৃদয় মন,
পরশেনা দুঃখ কষ্ট অভাব তাহারে,
সে হৃদয় বিনির্মুক্ত, নাহি দুঃখ নাহি সুখ,
প্রজ্ঞার সে সিংহাসন কহিনু তোমারে। (৬৫)

যোগযুক্ত নহে যেই, নাহি তার ব্রহ্মজ্ঞান,
পরমার্থ চিন্তা তার নাহি কদাচন,
না হইলে আত্মজ্ঞানী শান্তি কভু নাহি হয়,
অশান্তিতে সুখ নাহি উপজে কখন। (৬৬)

রিপুবশবর্ত্তী মন সদা রিপু অনুগত ;
কিন্তু প্রভঞ্জন যথা অকুল সাগরে
তরণী নিমগ্ন করে, মন সেইরূপে হায়
জ্ঞানীর বিবেক বুদ্ধি নিরন্তর হরে। (৬৭)

অর্জ্জুন ! অন্তর যার পরিহরি সমুদয়
হইয়াছে শক্তিময় সত্যের আশ্রিত,
বিষয়-বাসনা কভু পরশিতে নারে তারে,
সে হৃদয়ে সদা প্রজ্ঞা থাকে প্রতিষ্ঠিত। (৬৮)

ভূতগণে যাহা হেরে চির-অন্ধকার নিশা,
সংযমীর সেই দিবা সুখ আলোময় ;
ভূতগণে যাহা হেরে আলোকেতে উল্লাসিত,
সংযমীর চক্ষে তাই অন্ধকার হয়।

অবিবেকী যেই জন মায়ায় আবৃত আঁখি,
জ্যোতির্ম্ময় আত্মতত্ত্ব দেখে অন্ধকার ;
অনিত্য বিষয়রাজ্য ছায়াময় স্বপ্নময়,
তাই আলোকিত দেখে হৃদয় তাহার।

মায়ামুক্ত শুদ্ধআত্মা নাহি দেখে ইন্দ্রজাল,
স্বপ্নরাজ্য চোখে তাঁর অন্ধকারময় ;
প্রস্ফুটিত জ্ঞানালোকে নেহারে অমররাজ্য,
সত্যের আলোকে হাসে সমস্ত হৃদয়।

অনন্ত আলোক মাঝে বসতি যাহার নিত্য,
তুচ্ছ অন্ধকার তার আসে না নয়নে ;
আঁধারে বসতি যার জ্যোতির্হীন আঁখি তার,
নেত্র নিমীলিত হয় আলো দরশনে। (৬৯)

গিরি-হৃদি ভেদ করি শত স্রোতস্বিনীধারা
যেমতি সাগরবক্ষে লভয়ে বিরাম,
তেমনি পার্থিব মোহ কামনা বাসনা আদি
অনন্ত আত্মাতে যার মগ্ন অবিরাম,

সেই যোগী চিরমুক্ত ; তার তরে সর্ব্বক্ষণ
সুখময় স্বর্গদ্বার থাকে উদ্ঘাটিত ;
মুক্তি তার নাহি কভু, শুন পার্থ নাহি গতি,
বিষয়ে জড়িত সদা থাকে যার চিত। (৭০)

যে তাপস আপনারে ভুলে যায় একেবারে,
অহঙ্কার মায়া-মোহ দেয় বিসর্জ্জন,
হৃদয় তাহার সদা ভক্তিরসে ডুবে থাকে,
শান্তিপথে গতি তার হয় সর্ব্বক্ষণ। (৭১)

এই অবস্থাই পার্থ। ব্রাহ্মীস্থিতি কহে সবে ;
এ জ্ঞান লভিলে নর মুগ্ধ নাহি হয়,
চরমেও হেন জ্ঞান উদিত হইলে চিতে,
ব্রহ্মপদে লয় তার হইবে নিশ্চয়। (৭২)

সাঙ্খ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ।

নীরবিলা বাসুদেব; মধুময় বীণাতান
নীরবিলে প্রাণে যথা উঠে প্রতিধ্বনি,
তেমনি হৃদয় মন ভাসাইয়া যোগস্রোতে
উদ্বেলি পরাণ, নীরবিলা চিন্তামণি।

তরঙ্গে আকুল প্রাণ বিস্ময়পূরিত চিত
ধীরে ধীরে ধনঞ্জয় বলিলা বচন,—
নিষ্কামত্ব যদি শ্রেয়ঃ লভিতে পরমপদ
মোরে কেন কর্ম্মরত কর জনার্দ্দন ?

পরিহরি সর্ব্ব কর্ম্ম বিবেক আশ্রয় করি
পরমার্থ চিন্তা করে প্রকৃত তাপস;
কেশব, আমায় কেন কর রণে নিযোজিত,
কেন দ্বেষে কলুষিত কবির মানস ? (১)

নানা বিষয়িণী তব সংমিশ্র এবাণী শুনি,
জ্ঞান বুদ্ধি মোহাক্রান্ত হইয়াছে মম,
জ্ঞানযোগে মুক্তি কিম্বা নিষ্কাম কর্ম্মের যোগে,
বুঝাইয়া দাও দেব। কিবা শ্রেষ্ঠতম। (২)

উত্তরিলা ভগবান স্বর্গাকাঙ্ক্ষী যেই জন,
বলেছি দ্বিবিধ নিষ্ঠা তাদের কারণ;
জ্ঞানযোগ জ্ঞানবান্ সতত সাধন করে,
নিষ্কাম কর্ম্মেতে রত কর্ম্ম-পরায়ণ। (৩)

হৃদয়েতে তত্ত্বজ্ঞান না হইলে বিকসিত
কর্ম্ম পরিত্যাগে সিদ্ধি কভু দিতে নারে।
সংসার ছাড়িয়ে শুধু সন্ন্যাসআশ্রমী হয়ে
সিদ্ধিলাভ কভু নর করিতে না পারে। (৪)

যতক্ষণ হৃদয়েতে বিন্দুমাত্র রহে কাম,
ততক্ষণ সত্ত্ব, রজ, তম গুণত্রয়ে
মানবেরে কার্য্যক্ষেত্রে করে সদা নিয়োজিত,
থাকিতে পারে না নর কভু স্থির হ'য়ে। (৫)

বহির্দ্দেশে যেইজন কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমিয়া
অন্তরে ইন্দ্রিয়কার্য্য চিন্তে অনুক্ষণ,
মূঢ় সে মানব পার্থ সতত কপটাচারী
পশুতুল্য, নরদেহ ধরে অকারণ। (৬)

যে মানব মানসেতে ইন্দ্রিয় সংযত করি
বাহিরে কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্ম করে নিতি,
অর্জ্জুন। সে শ্রেষ্ঠ সদা—অনাসক্ত যোগী সেই,
হৃদয়ে তাহার সদা জাগে বিশ্বপ্রীতি। (৭)

কাম্যফলশূন্য হ'য়ে স্বধর্ম্মের কর্ম্ম তব
কর পার্থ নিরন্তর দিয়া প্রাণমন,
কর্ম্মত্যাগ হ'তে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মঅনুষ্ঠান বীর!
বিনা কর্ম্মে চলিবে না শরীরধারণ। (৮)

কামনারহিত চিতে ঈশ্বর-প্রীতির তরে
যে কর্ম্ম করিবে তাই করে সিদ্ধিদান,
তাহা ভিন্ন কর্ম্ম যত বিষয়ে জড়িত করে;
অর্জ্জুন। সৎকর্ম্মে তুমি হও যত্নবান্। (৯)

সৃজিয়া মনুষ্যগণ যজ্ঞ সৃষ্টি করি পরে
বলেছিলা নরগণে দেব প্রজাপতি—
"এই যজ্ঞে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তোমরা নর,
এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে হবে স্বর্গগতি। (১০)

"এই যজ্ঞে ইন্দ্র আদি দেবগণে কর তুষ্ট,
লভিবে অভীষ্ট ফল দেব আশীর্ব্বাদে ;
হেন রূপে পরস্পর করি প্রিয় সম্বর্দ্ধন
লভিবে অনন্ত মুক্তি বিনা অবসাদে। (১১)

"যজ্ঞ দ্বারা দেবগণে পরিতুষ্ট কর সবে,
প্রদানিবে দেবগণ প্রিয় পুরস্কার ;
দেবতার যজ্ঞভোগ অধিকার কর যদি
লভিবে তস্কর নাম অতি দুরাচার।" (১২)

দেবযজ্ঞ সমাপিয়া অবশিষ্ট করি ভোগ
হবে পাপমুক্ত সবে সাধু পুণ্যবান্ ;
আপনার তরে যেই করে অন্ন আয়োজন,
পাপভোগ করে সেই বিষের সমান। (১৩)

নীরদ বরিষে বারি শস্যপূর্ণ তাহে ধরা,
সেই শস্য জীবগণে প্রাণ দান করে ;
যজ্ঞেতে জনমে মেঘ জগৎ হিতের লাগি,
যজ্ঞ করে ঋষিগণ বারিদের তরে।

কর্ম্ম দ্বারা সেই যজ্ঞ হয় নিত্য সম্পাদিত ;
বেদেতে জনমে সেই কর্ম্ম সনাতন,
ব্রহ্ম হ'তে বেদোৎপত্তি, সেই নিত্য সর্ব্বগত
পরব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞে অনুক্ষণ।

পবিত্র আরাধ্য কর্ম্ম মোহের তিমির নাশি
দীপ্তিমান রাখে সদা জ্ঞানের অনল ;
কখন এ হেন কর্ম্ম না করিয়া পরিহার
কর পার্থ সত্য কর্ম্মে হৃদয় অটল। (১৪-১৫)

ঈশ্বরের প্রবর্ত্তিত সংসারের কর্ম্মচক্র ;
যেই নর নাহি করে এ পথে গমন,
পাপী সে ইন্দ্রিয়াসক্ত অযোগ্য মানব নামে,
অকারণ করে সেই জীবন ধারণ। (১৬)

অথবা যে ভাগ্যবান চিদানন্দ আত্মারাম,
আত্মায় সন্তুষ্ট সদা হৃদয় যাহার,
কর্ম্মক্ষেত্রে তার আর নাহি কোন প্রয়োজন,
বিনির্ম্মুক্ত যোগী সেই নিত্য নির্ব্বিকার। (১৭)

আত্মতুষ্ট যে মহাত্মা কাম্য তার নাহি কিছু,
কর্ম্মফল তারে নাহি স্পর্শে কদাচন,
দেবতা মানবগণে না রাখে আকাঙ্ক্ষা কিছু,
কর্ম্মেতে কখন তার নাহি প্রয়োজন। (১৮)

আসক্তি-বিহীন হ'যে কর্ম্মরত হও, বীর!
যোগের সে উচ্চাসন বহু দূরে তব,
অনাসক্ত কর্ম্ম করি লভে নর মোক্ষপদ,
কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান সত্যময় সব। (১৯)

কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষপদ যতনে লভিয়া ছিল
জনক প্রভৃতি যত রাজঋষিগণ।
নিয়ত কুপথে সদা যায় যাহাদের মতি,
স্নেহময় কর্ম্মে তাহা কর নিবারণ। (২০)

যে কর্ম্ম মহৎ জন করে নিত্য আচরণ
সে কর্ম্মে ইতর সদা হয় যত্নবান্,
শ্রেষ্ঠ লোক যেই কার্য্য সত্য প্রমাণিত করে
হয় তা'র অনুগামী মানব অজ্ঞান। (২১)

যদিও সংসারে পার্থ! কর্ত্তব্যঅতীত আমি,
প্রাপ্তব্য বা স্পৃহনীয় কিছু নাই মম,
তথাপি জগৎজনে কর্ম্মশিক্ষা প্রদানিতে,
সত্য কর্ম্মে লিপ্ত সদা রহি, কুরূত্তম। (২২)

যদি আমি সত্য কর্ম্ম নাহি করি অনুষ্ঠান,
স্বশক্তিতে নাহি করি কর্ত্তব্য সাধন,
তাহ'লে অলস হবে সমগ্র জগৎবাসী
মম পথ অনুগামী হ'য়ে সর্ব্বজন। (২৩)

কর্ম্মত্যাগী হই যদি বিশ্ব হবে কর্ম্মহীন;
না করিলে লোকে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন,
ধর্ম্মশূন্য হবে ধরা, জন্মিবে বর্ণসঙ্কর,
মলিন হইবে যত বিশ্ববাসিগণ। (২৪)

অজ্ঞানী কামনা তরে যে কার্য্য সাধন করে
জ্ঞানবান করে তাহা নিষ্কাম হইয়া ;
আপনার ইষ্টসিদ্ধি জপমন্ত্র অজ্ঞানীর,
জ্ঞানী করে আত্মদান পরের লাগিয়া। (২৫)

অবিবেকী যেইজন স্বকর্ম্মে আসক্ত সদা,
কদাচন বুদ্ধিভেদ নাহি করি তার,
জ্ঞানবান থাকি নিজে অনাসক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে
কর্ম্মে নিয়োজিত তারে করে বার বার। (২৬)

ভ্রান্ত নর মোহবশে আত্মা ও দেহের মাঝে
বিভিন্নতা কভু নাহি করে দরশন ;
সংসার প্রকৃতিগত, প্রকৃতির সর্ব্ব কর্ম্ম,
'আমি করিয়াছি' ভাবে অহঙ্কারী জন। (২৭)

কর্ম্মতত্ত্ববিৎ জ্ঞানী রহিয়াছে অবগত—
দর্শন, স্পর্শন আদি ইন্দ্রিয় সকল
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রকৃতির গুণ সহ
রহিয়াছে সম্মিলিত স্থির অচঞ্চল ;

নয়ন রূপের সনে সম্মিলিত রহে, হেন
মন ও ইন্দ্রিয় যোগ প্রকৃতি সহিত ;
সত্যানন্দ আত্মা কভু ব্যাপ্ত নহে কোন কর্ম্মে,
বিষয় সহিত সেই নহে সংযোজিত। (২৮)

প্রকৃতির গুণরাশি নেহারি মোহিত হ'য়ে
মূঢ় ভাবে স্বকীয় এ গুণ অতুলন ;
মহাত্মা মানব যেই হেন কর্ম্মাসক্ত জনে
বিচলিত-চিত নাহি করে কদাচন। (২৯)

অতএব মহাবাহু, বিবেক আশ্রিত হ'য়ে
ভগবানে ফলাফল করি সমর্পণ,
নিষ্কাম মমতাশূন্য শোকাতীত হ'য়ে বীর!
তাঁরি নিয়োজিত হ'য়ে কর আসি রণ। (৩০)

বিষয় বাসনাশূন্য শ্রদ্ধাবান হ'য়ে যেই
মম মতে কার্য্য নিত্য করে অনুষ্ঠান,
কর্ম্মের বন্ধন হ'তে মুক্ত সেই হয় সদা
হৃদয়ে তাহার হয় সত্য-অধিষ্ঠান। (৩১)

নিন্দিয়ে যে মম মত পালন নাহিক করে
অবিবেকী মূঢ় সেই অন্ধ আত্মজ্ঞানে,
কিবা জ্ঞানী কি অজ্ঞানী স্বপ্রকৃতি অনুসারে
কর্ম্ম পথে চলে সদা বাধা নাহি মানে। (৩২-৩৩)

দ্বেষ কিম্বা অনুরাগ বশীভূত হ'য়ে লোকে
ইন্দ্রিয় সাধন করে ; উভয় বিকার
যতনে হৃদয় হ'তে বর্জ্জিত করিবে জ্ঞানী,
রিপুবশবর্ত্তী যেই অধোগতি তার। (৩৪)

নিগুর্ণ স্বধর্ম্ম যদি তথাপি মঙ্গলময় ;
গুণবান পরধর্ম্মে নাহি প্রয়োজন,
স্বধর্ম্মে নিধন সাধে সেও প্রিয়, সেও শ্রেষ্ঠ,
পরধর্ম্ম ভয়াবহ হয় সর্ব্বক্ষণ।

তোমার স্বধর্ম্ম বীর। সম্মুখ সমর ওই,
সমাগত তুমি আজি পুণ্য রণস্থলে,
কর যুদ্ধ অনুষ্ঠান, স্বকর্ত্তব্য হেলা করি
রাখিও না ভীরু নাম বীরদলবলে। (৩৫)

জিজ্ঞাসিলা ধনঞ্জয়, "কাহার আদেশে দেব!
নরগণ করে হেন পাপ আচরণ,
যে কর্ম্ম অনিচ্ছা বশে ত্যজিতে পরাণ চায়
বলে কেবা সেই কর্ম্মে করে নিয়োজন?" (৩৬)

উত্তরিলা ভগবান, রজোগুণ সমুদ্ভব
কাম ক্রোধ রিপুগণ মহা পাপময়,
মানবের বৈরী তারা পরিতৃপ্ত নহে কভু,
পাপে প্রবর্ত্তিত করে মানবহৃদয়। (৩৭)

অগ্নি যথা ধূমদ্বারা আবৃত আঁধার হয়,
মলেতে মুকুর যথা হয় আচ্ছাদিত,
জরায়ুতে গর্ভ যথা রাখে অবরোধ করি,
কাম তথা সত্যজ্ঞান করে সমাবৃত। (৩৮)

এই অপর্য্যাপ্ত কাম জ্ঞানীর মহান্ শত্রু,
প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য হেন কামনায়
সর্ব্বদা বিবেকজ্ঞান রহে আবরণ করি,
মগ্ন করি রাখে জীবে ঘোর বাসনায়। (৩৯)

ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি কামের আশ্রয়স্থল,
করি ইহাদের পরে চরণ স্থাপন
দেহীর বিবেক বুদ্ধি মোহাবৃত রাখে সদা,
কামনায় কয়ে নরে মায়া-নিমগন। (৪০)

হে ভারত-শ্রেষ্ঠ! তুমি ইন্দ্রিয় সংযত করি
বিজ্ঞান-জ্ঞান-নাশক এই মহাপাপ
বিজয় করহ সর্ব্ব, লভিবে নির্ব্বাণপদ,
রহিবে না বিন্দুমাত্র পাপ অনুতাপ। (৪১)

এ দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ সকল ইন্দ্রিয় তব,
ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেয়ঃ মানস আবার,
মন হ'তে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ আত্মা,
আত্মার আশ্রয়ে পার্থ! ঘুচিবে বিকার। (৪২)

আত্মতত্ত্ব জ্ঞানবলে আশ্রয় করিয়া বীর!
দুরাসদ রাগ দ্বেষ শত্রু কর জয়;
রিপু-জয়ী হ'লে তুমি লভিবে নির্ব্বাণপদ,
জীবন হইবে তব সুমঙ্গলময়। (৪৩)

কর্ম্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

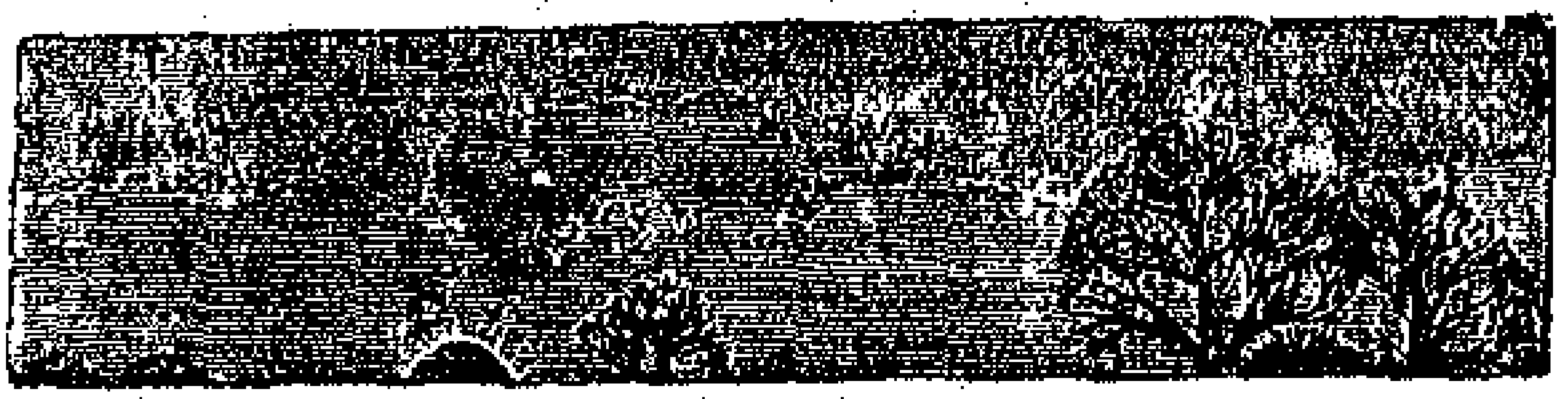

চতুর্থ অধ্যায়।

জ্ঞানকর্ম্ম-বিভাগযোগ।

যোগযুক্ত ভগবান প্রফুল্ল মধুর কণ্ঠে
কহিলেন ধনঞ্জয়ে মধুময় স্বরে—
এই পুণ্য কর্ম্মযোগ সূর্য্যে বলেছিনু আমি,
স্বপুত্র মনুকে সূর্য্য ক'য়ে ছিল পরে।

মনু সেই যোগ ব্যাখ্যা করে ইক্ষ্বাকুর কাছে,
পারম্পর্য্যে জ্ঞাত হয় রাজ ঋষিগণ ;
কালে এই মহাযোগ বিনষ্ট হয়েছে, সবে
ভুলিয়াছে তত্ত্বময় যোগ অতুলন। (১-২)

সেই পুরাতন যোগ তোমায় বলিব আজি,
তুমি ভক্ত, আর তুমি প্রিয় সখা মম,
তাই এই যোগধর্ম্ম প্রকাশি তোমার কাছে,
যোগ্য তুমি বুঝিবারে যোগ সর্ব্বোত্তম। (৩)

শুনি গোবিন্দের বাণী কহিলেন ধনঞ্জয়,
"সূর্য্যের অনেক পরে জনম তোমার,
বুঝিতে নাহিক পারি ভ্রান্ত আমি নারায়ণ!
কি করি শিখালে তাঁরে তত্ত্ব আপনার!" (৪)

হাসিয়া ঈষৎ হাসি বলিলা কেশব, "পার্থ!
অতীত অনেক জন্ম তোমার আমার,
মোহাচ্ছন্ন প্রাণ তব ভুলিয়াছে সমুদয়,
আমার হৃদয়ে তাহা জাগে অনিবার। (৫)

যদিও জনম মৃত্যু আমারে স্পর্শিতে নারে,
ত্রিলোক ঈশ্বর আমি, তবু ধনঞ্জয়,
আপনার মায়াবশে বার বার জন্ম লই
আমার প্রকৃতি আমি করিয়া আশ্রয়। (৬)

যখনি অধর্ম্মে রত হয় ভ্রান্ত জীবগণ,
মলিন নিষ্প্রভ হয় ধর্ম্ম সমুজ্জ্বল,
হে পার্থ! তখনি আমি সৃজি এই দেহ মম
নাশিবারে জগতের অধর্ম্ম প্রবল। (৭)

হেরিলে সাধুর দুঃখ বিদীর্ণ হৃদয় মম
তাই যুগে যুগে করি জনম ধারণ,
মহতের পরিত্রাণ দুষ্কৃত বিনাশ হেতু
পুণ্যময় সত্যধর্ম্ম করিতে স্থাপন। (৮)

এ দিব্য জনম কর্ম্ম স্বরূপ জানিবে যেই,
মম বিশ্বেশ্বর-মূর্ত্তি হৃদয়ে যাহার,
হে অর্জ্জুন! যোগী সেই চিরমুক্ত নির্ব্বিকার,
এ দেহ বিনাশে নাই জনম তাহার।

অজ্ঞান হৃদয় যার জ্ঞাত নহে তত্ত্ব মম
ভাবে বসুদেব-পুত্র যশোদানন্দন,
কিন্তু তাহা ভ্রম পার্থ, মায়ার অতীত আমি;
স্পর্শিতে পারে না মোরে সংসার-বন্ধন। (৯)

তেয়াগিয়া ভয় ক্রোধ আমার আশ্রিত যেই
জ্ঞান-যুক্ত চিত্ত যার তপে পূতপ্রাণ,
সুকৃত তাপস সেই মম ভাবে মুগ্ধ সদা
লভিবে সে মোক্ষপদ শান্তিময় স্থান। (১০)

কিবা জ্ঞানী কি অজ্ঞান, পাপী কিম্বা পুণ্যবান্
মম কৃপা-অধিকারী সবাই সমান,
যে ভাবে যে ভজে মোরে তাহারি অভীষ্ট ফল
অর্জ্জুন। নিয়ত আমি করিতেছি দান।

ধরায় মানব যত অনাথ অতুর দীন
স্নেহের শৃঙ্খলে আমি টানিতেছি সব,
থাকিতে পারে না কেহ বিষয়ে বিমুগ্ধ হয়ে
মম পথ অনুগামী নিয়ত মানব। (১১)

মম রূপান্তর মাত্র ইন্দ্র বরুণাদি দেব;
কাম্যতরে করে যেই দেবের অর্চ্চন,
সত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে হৃষ্ট হয় মম চিত,
আকাঙ্ক্ষিত ফল আশু লভে সেই জন। (১২)

গুণ কর্ম্ম অনুসারে সৃজিয়াছি চতুর্ব্বর্ণ,
কর্ত্তা আমি; এজগত মম কর্ম্মস্থল,
তথাপি অব্যয় আমি অকর্ত্তা জানিও মোরে,
কর্ম্মেতে নির্লিপ্ত যথা পদ্মপত্রে জল। (১৩)

কর্ম্ম ফলে দুঃখ সুখে নাহি দ্বেষ অনুরাগ,
অনাসক্ত চিত্তে করি কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
সুখ দুঃখাতীত আমি, যে জানে এ তত্ত্ব মম
কর্ম্মমুক্ত হয় সেই সাধু পুণ্যবান্। (১৪)

এই জ্ঞানে মোক্ষকামী পূর্ব্বতন ঋষিগণ
করি কর্ম্ম লভিয়াছে অমর জীবন,
ধনঞ্জয়! চল তুমি এই পথ অনুসরি,
রহিবেনা তুচ্ছতম বিষয়বন্ধন। (১৫)

কি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বর্গপ্রাপ্ত হয় নর,
কোন্ কর্ম্মে মানবের হয় অবনতি,
শুন পার্থ! সেই তত্ত্ব, কর্ম্মমুক্ত হবে তুমি,
জ্ঞানীও বুঝিতে ইহা হয় ভ্রান্তমতি। (১৬)

বিহিত যে কর্ম্ম তাই 'কর্ম্ম' বলি জানে সবে,
'বিকর্ম্ম' বলিয়া জানে কর্ম্ম অবিহিত,
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ 'অকর্ম্ম' জানিছে লোকে,
কিন্তু সে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব সর্ব্ব-অবিদিত। (১৭)

'কর্ম্ম' যে 'অকর্ম্ম' জানে অনিত্যতা দেখি তার,
'অকর্ম্মে' নেহারে 'কর্ম্ম' উদ্দেশ্য মহান্,
সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগী যোগী সেই চিরমুক্ত,
অথচ সকল কর্ম্ম সাধে পুণ্যবান্। (১৮)

কামনাবর্জ্জিত প্রাণে সর্ব্ব কর্ম্ম করে যেই,
আত্মার অমর ভাবে মুগ্ধ সর্ব্বক্ষণ,
জ্ঞানের অনলে তার দগ্ধ কর্ম্মাকর্ম্ম-ফল,
জ্ঞানিগণ বর্ণিয়াছে 'পণ্ডিত' সে জন। (১৯)

কর্ম্মফলাসক্তি ত্যজি নিত্য তৃপ্ত যেই জন
নিরাশ্রয় ভাবে করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
তথাপি নিষ্ক্রিয় সেই, কর্ম্মলিপ্ত নাম তা'র
কদাচন জ্ঞানিগণ নাকরে প্রদান। (২০)

নিষ্কামহৃদয় যেই সুখদুঃখ-পরিত্যাগী,
কর্ম্মফলে নহে সুখী নহে দুঃখী মন,
শরীর ধারণ তরে শুধু যেই কর্ম্ম করে
কর্ম্মে পাপ তারে নাহি স্পর্শে কদাচন। (২১)

শীত কিম্বা গ্রীষ্ম যার সদা সমভাব জ্ঞান,
সর্ব্বত্র নির্ব্বৈর বুদ্ধি চিরানন্দময়,
সিদ্ধি বা অসিদ্ধি দুই তুল্য জ্ঞান করে যেই,
হেন জ্ঞানী কর্ম্মে কভু লিপ্ত নাহি হয়। (২২)

গত-কাম মায়ামুক্ত জ্ঞানদীপ্ত হৃদয়েতে,
ব্রহ্মোদ্দেশে কর্ম্ম করে যেই জ্ঞানী জন,
ব্রহ্ম আরাধনা করি অতীত ভবিষ্য তার
ব্রহ্মেতে বিলীন হয়, পরিতৃপ্ত মন। (২৩)

বিমোচি অজ্ঞান মোহ এই মোক্ষপ্রদ জ্ঞান
যাহার হৃদয় মাঝে হয় প্রস্ফুটিত,
নয়নে তাহার নিত্য ব্রহ্মময় ধরারাজ্য,
ব্রহ্মেতে মগন হয়ে থাকে তার চিত।

যজ্ঞ অনুষ্ঠান কালে ব্রহ্মময় দেখে হোম,
আহুতিও ব্রহ্মময় জাগে তার মনে,
আহুতি প্রদানে যাহে সে অগ্নিও ব্রহ্মময়,
হোতা যেই সেও ব্রহ্ম জ্ঞানীর নয়নে।

ব্রহ্মে সমর্পিয়া মন আকাঙ্ক্ষিত ব্রহ্মধন,
কর্ম্ম ব্রহ্ম কর্ম্মফল সেও ব্রহ্মময়,
নিয়তি ও সুখ দুঃখ সবি তার ব্রহ্মে লীন,
ব্রহ্ম আরাধনা করি ব্রহ্মে হয় লয়। (২৪)

কোন কোন যোগিগণ সংযত করিয়া চিত
সযতনে দৈবযজ্ঞ করে অনুষ্ঠান,
অন্য সমদর্শী যোগী আহুতি স্বরূপ করি
ব্রহ্মাগ্নিতে জীবাত্মারে করিছেন দান। (২৫)

কোন নিষ্ঠাময় যোগী ব্রহ্মচর্য্য অনুসরি
প্রাণে প্রজ্বলিত করি সংযম অনল,
আহুতি প্রদানে তাহে করি চিত্ত সমাহিত
দর্শন শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয় সকল।

অপর গৃহস্থ যোগী আকাঙ্ক্ষারহিত-চিত
শব্দ-আদি ইন্দ্রিয়ের গুণ সমুদয়,
ইন্দ্রিয়-অনল জ্বালি বিসর্জ্জন দেয় তাহে
প্রাণের বাসনা নাশি ব্রহ্ম পদে লয়। (২৬)

কোন যোগী জ্ঞানদীপ্ত সংযমের অগ্নি জ্বালি
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আর প্রাণের কামনা
করে তাহে যজ্ঞাহুতি, অপূর্ব্ব এ মহাযজ্ঞ,
আত্মায় বিলীন করে বিষয়বাসনা (২৭)

কোন সাধু যজ্ঞ-জ্ঞানে করে দান-অনুষ্ঠান,
কেহ তপ-যজ্ঞে করে মোক্ষ আরাধন,
কেহ যজ্ঞ মনে করি করে বেদ অধ্যয়ন,
বেদজ্ঞানে যজ্ঞ ভাবে যতী কোন জন। (২৮)

কোন যোগী প্রাণাগুনে অপান আহুতি দিয়া
অপান-অনলে করে প্রাণাহুতি দান,
প্রাণাপান-গতি রোধি কেহ প্রাণায়াম করে,
কোন স্বল্পাহারী সঁপে প্রাণাগুনে প্রাণ। (২৯)

হেন যজ্ঞতত্ত্বজ্ঞানী যজ্ঞামৃত করি ভোগ,
অনুষ্ঠানি এই যজ্ঞ করে পাপক্ষয়,
লভিয়া অমূল্য জ্ঞান পায় ব্রহ্ম সনাতন ;
ভূলোকেও অধিকারী অযাজ্ঞিক নয়। (৩০-৩১)

এই রূপ বহু যজ্ঞ বেদমুখে প্রকাশিত,
দেহ মন দ্বারা তার হয় সমাধান,
নির্লিপ্ত আত্মা সে কভু কোন যজ্ঞে নয় ব্যাপ্ত,
এ তত্ত্ব জানিলে মোক্ষ লভে মতিমান্। (৩২)

দ্রব্যময় যজ্ঞ যত বর্ণিয়াছি পরন্তপ!
জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠতম হয় সবাকার,
সর্ব্ব কর্ম্ম হয় জ্ঞানে ব্রহ্মানন্দে ডোবে প্রাণ
হৃদয়ে উপজে সুখ অনন্ত অপার। (৩৩)

শুন পার্থ! যেই রূপে লভিবে এ মোক্ষজ্ঞান,—
উপনীত হয়ে স্বীয় গুরুসন্নিধানে
প্রণমিয়া পদে তাঁর, সুধিবে জ্ঞাতব্য তব,
তুষিবেন তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী জ্ঞানদানে। (৩৪)

এই জ্ঞানে হে কিরীটী! হেরিবে জগৎময়
আমি ও তোমার আত্মা অভেদ সংসারে,
জীবাত্মা ও পরমাত্মা একত্র দেখিবে, পার্থ!
স্পর্শিবে না মোহ আর কখন তোমারে। (৩৫)

যদি সর্ব্ব পাপী হ'তে মহাপাপী হও তুমি,
তবুও মহান্ এই জ্ঞানমহিমায়
এ দুস্তর পাপার্ণব অনায়াসে হবে পার
এই জ্ঞান-তরণীতে তারিবে তোমায়। (৩৬)

প্রদীপ্ত অনল যথা শুষ্ক কাষ্ঠ ভস্ম করে
অর্জ্জুন! তেমনি এই জ্ঞান-হুতাশনে
জগতের কর্ম্মাকর্ম্ম করে সর্ব্ব ভস্মরাশি,
অপূর্ব্ব জগৎতত্ত্ব জ্ঞানীর নয়নে। (৩৭)

পবিত্র জ্ঞানের তুল্য নাহিক জগতে কিছু,
পাবন এমন আর নাহি ত্রিভুবনে;
সমাধিযোগেতে যার নির্ম্মল বিশুদ্ধমতি
লভিবে সে এই জ্ঞান যোগ-সিদ্ধ মনে। (৩৮)

ভগবানে যে মানব শ্রদ্ধাবান্ রহে সদা,
জ্ঞাননিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় যেই মহামতি,
লভে এই তত্ত্বজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানী সেই জন;
অচিরে তাহার হয় শান্তিধামে গতি। (৩৯)

অজ্ঞ যে অশ্রদ্ধাবান্ সংশয়তিমিরাবৃত,
বিনাশ নিশ্চয় তার সংশয়ী যে জন,
ইহলোকে পরলোকে নাহি সুখ শান্তি তার,
মোহের তিমিরে সদা থাকে সে মগন। (৪০)

যে মানব শ্রেষ্ঠতমযোগে কর্ম্ম করি লীন
করিয়াছে জ্ঞান-অস্ত্রে সংশয় ছেদন,
আত্মবান্ সেই যোগী, কর্ম্মের বন্ধনে তারে
আবদ্ধ করিতে নাহি পারে কদাচন। (৪১)

ধনঞ্জয়! প্রাণে তব অজ্ঞান সংশয়রাশি
জ্ঞান অস্ত্রে ছিন্ন আজি করহে ত্বরিত,
বিবেকে উজলি চিত কর এবে গাত্রোত্থান,
যোগস্থ হইয়া চিত্ত কর সমাহিত। (৪২)

জ্ঞানকর্ম্ম-বিভাগ যোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ।

গুরু যথা করে শিষ্যে জ্ঞানের অমৃতদান,
সেইরূপ যোগব্যাখ্যা সুধার আধার
বলিলেন নারায়ণ; কি সৌভাগ্য অর্জ্জুনের,
গুরু যার বাসুদেব ভব-কর্ণধার।

সুধিলা অর্জ্জুন, "দেব। দেখাইলা আজি তুমি
কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মযোগ উভয় সোপান,
কোন্ পথ শুভকর বুঝাইয়া দাও দেব।
কোন্ পথে লভে নর শান্তিময় স্থান। (১)

উত্তরিলা ভগবান—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ
উভয়েই সমতুল্য সিদ্ধি করে দান,
কিন্তু পার্থ, কর্ম্মযোগ অন্য হতে শ্রেষ্ঠতর,
কখন সন্ন্যাস নহে যোগের সমান। (২)

যেই কর্ম্মযোগী পার্থ! সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য,
আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত যার নিস্পৃহ হৃদয়,
শীত উষ্ণ যারে কভু পরাভূত নাহি করে,
সে সন্ন্যাসী মায়ামোহে বদ্ধ নাহি হয়। (৩)

অজ্ঞ যেই সেই বলে 'জ্ঞানকর্ম্মে আছে ভেদ',
জ্ঞানিগণ সমভাবে করয়ে দর্শন;
স্থির-চিত্তে অনুষ্ঠানে একিরূপ ফলপ্রদ,
উভয়েই তত্ত্বজ্ঞান করে আনয়ন। (৪)

সাংখ্যজ্ঞানী জ্ঞানদ্বারা যেই মোক্ষ লাভ করে
কর্ম্মযোগী কর্ম্মে তাহা লভে অনায়াসে,
সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ সমতুল্য দেখে যেই
তত্ত্বদর্শী সেই জ্ঞানী মুক্ত কর্ম্ম-পাশে। (৫)

তেয়াগিয়া কর্ম্মযোগ সন্ন্যাস দুঃখের হেতু,
নির্ম্মল আনন্দ নাহি দিতে পারে প্রাণে;
আত্মজ্ঞানী যেই মুনি যোগযুক্ত মহাবাহু!
ব্রহ্মে মগ্ন গতি-তার হয় ব্রহ্মধামে। (৬)

যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা জিতচিত্ত জিতেন্দ্রিয়
জগতের আত্মা দেখে আপন আত্মায়,
কর্ম্মমুক্ত যোগী সেই শত কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
বিলিপ্ত করিতে কভু নাহি পারে তায়। (৭)

সমাহিত ঋষি জানে 'কিছু আমি নাহি করি'
দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, গমন, কথন,
গ্রহণ, নিমেষ, নিদ্রা, উন্মেষ, স্পর্শন আদি
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া করে ইন্দ্রিয় সাধন। (৮-৯)

আসক্তি ত্যজিয়া যেই ঈশ্বর-উদ্দেশে সদা
কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে চির সত্যময়,
পাপ পুণ্য তারে কভু পরশিতে নাহি পারে
পদ্মপত্রে জল যথা লিপ্ত নাহি হয়। (১০)

নিষ্কামী ইন্দ্রিয় আর কায়মন বুদ্ধি দ্বারা
ইহলোকে যেই কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান,
সেই কর্ম্মফল তার আত্মশুদ্ধি করে শুধু,
বিষয়ে জড়িত কভু নাহি হয় প্রাণ। (১১)

ফলাকাঙ্ক্ষা তেয়াগিয়া কর্ম্ম করে যেই জন
কর্ম্মফল মোক্ষ তার চির শান্তিময়,
কামনার বশ হয়ে কর্ম্ম করে যেই জন
সংসার-শৃঙ্খল-বদ্ধ তাহার হৃদয়। (১২)

তত্ত্বদর্শী জ্ঞানবান্ মনে কর্ম্ম সমর্পিয়া
নিশ্চেষ্ট সংযতভাবে সুখী সর্ব্বক্ষণ;
নবদ্বার এই দেহে কর্ম্ম তার নাহি কিছু
হৃৎপদ্মে করে সদা ব্রহ্ম-আরাধন। (১৩)

মানবের সাধকত্ব কর্ম্ম কিম্বা কর্ম্মফল
নহে কিছু সর্ব্বময় প্রভুর বিহিত,
মায়ায় বিমুগ্ধচিত কর্ম্মক্ষেত্রে অনুক্ষণ
স্বভাবেতে মানবেরে করে প্রবর্ত্তিত। (১৪)

মানবের পাপপুণ্য নাহি ল'ন ভগবান্,
ফলাফল নহে কিছু প্রদত্ত তাঁহার,
অজ্ঞানের অন্ধকারে আবরিত জ্ঞানালোক
তাই মুগ্ধ রহে জীব মোহে অনিবার। (১৫)

আত্মজ্ঞানে যেই জ্ঞানী সে অজ্ঞান করে নাশ,
নির্ম্মল বিবেকজ্ঞান হৃদয়ে যাহার,
পরমার্থ-তত্ত্ব তার সূর্য্যসম প্রতিভাত,
অপূর্ব্ব কিরণে ঘোচে অজ্ঞান আঁধার। (১৬)

ব্রহ্মময় বুদ্ধি যার আত্মা যার ব্রহ্মে লীন
ব্রহ্মনিষ্ঠ যেই জন ব্রহ্মপরায়ণ
জ্ঞানে বিদূরিত তার মলিন কলুষরাশি,
অচিরে সে লভে মোক্ষ সুখনিকেতন। (১৭)

বিদ্যাবান্ সুবিনয়ী ব্রাহ্মণ কুমার কিম্বা
চণ্ডাল গো হস্তী আদি প্রাণিসমুদয়
সমভাবে হেরে জ্ঞানী, বিবেক-আদিত্য তার
হৃদয় গগনে থাকে চির প্রভাময়। (১৮)

যাঁহাদের মন প্রাণ সমতায় অবস্থিত
সংসারে থাকিয়া তাঁরা বিজয়ী সতত,
সর্ব্বস্থানে সমভাবে রহেন নির্দ্দোষ ব্রহ্ম
হেন যোগী ব্রহ্মে সদা রহে অবস্থিত।

সাম্যে মন করি স্থিত বিষয়বিজয়ী যোগী
ব্রহ্মসম জ্যোতির্ম্ময় হৃদয় যাহার,
এ মর জগতে সেই হইয়াছে জন্মমুক্ত,
অবিরাম ব্রহ্মে স্থিত মানস তাহার। (১৯)

প্রিয়বস্তু লাভে যার আনন্দিত নহে চিত
অপ্রিয়েও হয় যার নিরুদ্বিগ্ন মন,
স্থিরবুদ্ধি আত্মজ্ঞানী অচঞ্চল মতি তার,
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মে সেই স্থিত অনুক্ষণ। (২০)

বাহ্যসুখে মন যার বিচলিত নাহি হয়
আত্মার সুখেতে যেই নিয়ত মগন,
ব্রহ্মযোগযুক্ত আত্মা দুঃখ না পরশে তারে,
লভে সে অক্ষয় সুখ অনন্ত জীবন। (২১)

বাহ্যস্পর্শে সুখ যত দুঃখ বিমিশ্রিত তাহা
ভবিষ্যে অনন্ত দুঃখ করিবে প্রদান,
আদি অন্ত আছে তার, হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিজন
কদাচন হেন সুখে নহে মুহ্যমান্। (২২)

সশরীরে যেই জন কামক্রোধ করে জয়,
রিপুর আবেগে যেই সদা অকাতর,
সেই যোগী চির সুখী, দুঃখ বা যাতনা কভু
পরশে না অঙ্গ তার বিমুক্ত অন্তর। (২৩)

অন্তঃ সুখে সুখী নিত্য অন্তরে আরাম যার,
অন্তরে নিয়ত পুণ্যজ্যোতি সমুজ্জ্বল,
জ্যোতির্ম্ময় যোগী সেই, গতি তার মোক্ষধামে,
লভে সে ব্রহ্মনির্ব্বাণ স্বানন্দ বিমল। (২৪)

জ্ঞানঅস্ত্রে ছিন্ন করি সংশয় বাসনারাশি
সর্ব্বভূত-হিতে রত যেই পুণ্যবান্,
পাপমুক্ত ঋষি সেই বিশুদ্ধ বিমল আত্মা
লভয়ে পরম পদ অনন্ত নির্ব্বাণ। (২৫)

কাম ক্রোধ বিনির্ম্মুক্ত সন্ন্যাসী সংযত-চিত
আত্মা অনুভব করে আত্ম-জ্ঞানবান্,
কি জীবনে ইহলোকে কিম্বা মরণের পরে
লভে সে উভয় লোকে পরম কল্যাণ। (২৬)

বিষয়-বাসনা হ'তে মানস সংযত করি
চক্ষুর্দ্বয় ভ্রূর মধ্যে করিয়া স্থাপিত,
প্রাণ ও অপান করি নাসা অভ্যন্তরচারী
বিজয় করিয়া বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও চিত,

আত্মা অন্বেষণ ক'রে ত্যজি ভয়, ক্রোধ, ইচ্ছা,
সত্যবান্ জ্ঞাননিষ্ঠ মোক্ষপরায়ণ ;
বিষয়-বাসনা তারে অবরোধ নাহি করে,
সদামুক্ত যোগী সেই ব্রহ্মে নিমগন। (২৭-২৮)

যজ্ঞ কর্ম্ম তপস্যার ফলভোক্তা আমি পার্থ!
সর্ব্বময় সর্ব্বলোকে আমি মহেশ্বর,
জগতের যত প্রাণী, সুহৃৎ সবার আমি,
এই তত্ত্ব জানি পার্থ! মুক্ত হয় নর। (২৯)

কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অভ্যাস যোগ।

কহিলেন ভগবান্, প্রখর নিদাঘে যথা
বরিষে শীতল বারি নব জলধর,
তেমতি মধুর কণ্ঠে সুধাময় স্রোতোধারা
করিতেছে অর্জ্জুনের শীতল অন্তর।

কামনা বর্জ্জিত হয়ে কর্ত্তব্য সাধে যে জন
যোগী সেই, সে সন্ন্যাসী দীপ্ত প্রতিভায়,
যাজ্ঞিক বা মানসিক কর্ম্ম পরিত্যাগে কভু
হয় না সন্ন্যাসী, যোগী অমর ধরায়। (১)

প্রকৃত সন্ন্যাস যাহা কর্ম্মযোগ তাই পার্থ!
হৃদে যার বিন্দুমাত্র কামনার কণা—
সংকল্প প্রাণেতে যার, নহেত সন্ন্যাসী সেই,
নহে যোগী, চিত্তে যার বিষয়-বাসনা। (২)

যোগের সোপানে যেই উঠিতে বাসনা প্রাণে
নিষ্কাম কর্ম্মেতে তাহা হয় ফলবতী ;
যোগারূঢ় যেই জন কর্ম্ম পরিত্যাগ করি
অনন্ত শান্তির ধামে করয়ে বসতি। (৩)

ইন্দ্রিয় কি কর্ম্ম যার নাহি হয় প্রয়োজন,
বিষয়ে হৃদয় সদা আসক্তিবিহীন,
সমগ্র সংকল্প যেই করিয়াছে বিসর্জ্জন,
যোগারূঢ় নাম তার ব্রহ্মযোগে লীন। (৪)

মহাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্ধারিবে নিজ আত্মা
কখন তাহার নাহি করি' অধোগতি,
আত্মাই আত্মার বন্ধু দেখায় স্বর্গের পথ,
আত্মাই আত্মার রিপু পাপে দেয় মতি। (৫)

আত্মজয়ী যেই জন আত্মা প্রিয় বন্ধু তার
করিয়াছে উজলিত দেব-প্রতিভায়,
রিপুজিত যেই জন আত্মা তার মহাবৈরী
ডুবাইতে সংসারের বিষবাসনায়। (৬)

জিতাত্মা যে মহাযোগী প্রশান্ত হৃদয় মন,
কিবা সুখ দুঃখ কিম্বা মান অপমানে,
শীত উষ্ণ সদাকাল ব্রহ্মেতে মগন প্রাণ,
ভুলে যায় ধরারাজ্য বিভু নাম গানে। (৭)

জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যার পরিতৃপ্ত প্রাণ মন,
ইন্দ্রিয়বিজয়ী যেই সদা নির্বিকার,
মৃত্তিকা কাঞ্চন শিলা সমভাব জ্ঞান যার,
যোগী সেই, সিদ্ধিময় হয় যোগ তার। (৮)

হিতৈষী সুহৃৎ কিম্বা স্নেহবান্ মিত্র, বন্ধু,
উদাসীন, শত্রুপ্রতি পক্ষবিবর্জ্জিত,
মধ্যস্থ অপ্রিয়কারী, পাপী কিম্বা সাধুপ্রতি
সমবুদ্ধি নর যেই, যোগী সে নিশ্চিত। (৯)

যোগীজন সদা থাকি বিরল নির্জ্জন স্থানে
সংযতহৃদয়ে হ'য়ে তৃষাবিরহিত,
নিরাকাঙ্ক্ষ করি প্রাণ, বিশুদ্ধ করিয়া দেহ
করিবে সর্ব্বদা স্বীয় আত্মা সমাহিত। (১০)

শুদ্ধ সুপবিত্র স্থানে নহে উচ্চ নহে নীচ
স্থাপিবেক চেলাজিন পূত কুশাসন,
সংযত করিয়া দেহ মানস ইন্দ্রিয় আদি
আত্মশুদ্ধি তরে যোগ করিবে সাধন। (১১-১২)

অচল ও সমভাবে রাখি কায় গ্রীবা শির,
নয়ন নিবৃত্ত করি দশ দিক হ'তে,
স্থির হয়ে নাসিকাগ্র করিবেক দরশন
হৃদয় অটল রাখি পুণ্য মনোরথে,

হইয়া প্রশান্ত চিত্ত নির্ভীক জিতাত্মা যোগী
ব্রহ্মাচর্য্য ব্রতে থাকি রত নিশিদিন,
সমগ্র হৃদয়খানি আমাতে বিলীন করি,
মানস সংযত করি রহিবে আসীন। (১৩-১৪)

এইরূপে মনপ্রাণ সমাহিত করি যোগী
নিয়ত মানসে করে আমায় অর্চ্চন,
লভিয়া নির্ব্বাণ পদ ব্রহ্মময় আত্মা তার
চির শান্তিময় ধামে করয়ে গমন। (১৫)

হে অর্জ্জুন। অল্পাহার, অধিক আহার আর
অতি দীর্ঘ নিদ্রা কিম্বা চির জাগরণ
যোগের বিরোধী কর্ম্ম, এ হেন আচার যার
হয় না কখন তার যোগ আচরণ। (১৬)

পরিমিত রূপ যার আহার, বিহার, নিদ্রা,
পরিমিত চেষ্টা যার কর্ত্তব্য সাধনে,
সমাহিত যোগী সেই, অতুল সাধনা তার
সর্ব্ব দুঃখশোকহারী মানব জীবনে। (১৭)

সংযত মানস যার আমাতে মগন চিত্ত,
সর্ব্ব কার্য্যে স্পৃহাহীন অনাসক্ত মন,
যোগী সেই ধনঞ্জয়। হেন সাধনাই যোগ,
এই পথে লভে নর অমর জীবন। (১৮)

বাতহীন স্থানে যথা নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখা,
তদ্রূপ যে যোগী সদা আত্ম যোগে রত,
সাধক তাহার নাম, বিশুদ্ধ অন্তর তার
প্রশান্ত নিশ্চল ভাবে রহে অবস্থিত। (১৯)

নির্ব্বাণ কামনা যবে যোগে প্রতিবদ্ধ চিত্ত,
বিমুক্ত আত্মায় আত্মা নেহারি সতত,
ভোলে বাহ্য, জাগে মনে ব্রহ্মপদ অনিবার,
সতত হৃদয় মন থাকে প্রফুল্লিত, (২০)

অতীন্দ্রিয় অনুপম বুদ্ধিগ্রাহ্য সুবিমল
অনন্ত আনন্দ যাহে হয় অনুভূত,
যাহে অবস্থিত হ'লে আত্মজ্ঞানী যোগী আর
কিছুতেই নাহি হন কভু বিচলিত, (২১)

যে বস্তু করিলে লাভ নিরন্তর হয় চিতে
তদপেক্ষা লভ্য আর নাহি ত্রিভুবনে,
অস্ত্রের আঘাত কিম্বা গুরুতর বেদনায়
অবিচল প্রাণ যার প্রিয় পরশনে, (২২)

বিষাদসংযোগহীন যোগ তাই, ধনঞ্জয়!
নিবিষ্ট করিয়া তব চিত্ত অনুক্ষণ
সাধনা কর এ যোগ লভিবে নির্ব্বাণপদ;
যোগ করে মানবের দুঃখ বিমোচন। (২৩)

যোগ প্রতিকূল যত কামনা হৃদয়ে তব,
সযতনে সে সকল করি পরিহার,
মনদ্বারা ইন্দ্রিয়েরে বশীভূত করি সদা,
অনন্ত যে যোগ, কর অভ্যাস তাহার। (২৪)

ক্রমে ক্রমে ধৈর্য্যময়ী বিবেক বুদ্ধির দ্বারা
সমস্ত বিষয় হ'তে সংযমিয়া মন
আত্ম-তত্ত্বে সেই মন বিলীন করিবে পার্থ!
চিন্তার অতীত তুমি হইবে তখন। (২৫)

চঞ্চল অধীর মন বিচরণ করে যাহে,
নিবৃত্ত করিয়া তারে সেই দিক হ'তে,
রাখিবে আপন বশে, ফিরাইবে গতি তার
সত্যময় শান্তিময় অনন্তের পথে। (২৬)

মুক্ত হয়ে রজোগুণে প্রশান্ত মানস যবে,
ব্রহ্মে সমাহিত হয় অমর জীবন,
নিষ্পাপ কামনা-মুক্ত যখন হৃদয় মন,
হে পার্থ! যোগীর সুখ উদিত তখন। (২৭)

আত্মা বশীভূত করি, পাপ অপগত যার,
ব্রহ্মধ্যান করে সদা অনন্ত বিশ্বাসে,
লভিয়া পরমাগতি, জীবন স্বরগ তার,
ব্রহ্মস্পর্শ সুখ সেই লভে অনায়াসে। (২৮)

যোগযুক্ত যেই জন ব্রহ্মময় বিশ্ব তার,
আপন আত্মায় হেরে জীবাত্মা সকল,
সর্ব্বভূতে নিজ আত্মা নেহারিয়া অনুক্ষণ
সর্ব্বত্র সমানদর্শী যোগী অচঞ্চল। (২৯)

সর্ব্বভূতময় যেই নেহারে আমায় সদা,
আমায় সমগ্র বিশ্ব দেখিছে নিহিত,
তাহার নিকটে আমি অদৃশ্য না হই কভু,
আমার নয়নে সেও নহে অন্তর্হিত। (৩০)

মম এ অদ্বৈতরূপ প্রাণে জাগরূক যার,
বিশ্বময় রূপ মম করে যে ভজন,
যখন যে ভাবে পার্থ যেখানে রহিবে সেই,
আমাতেই বর্ত্তমান থাকে অনুক্ষণ। (৩১)

যেই যোগী হে অর্জ্জুন! আপনার সুখ দুঃখ
সকল প্রাণীতে হেরে অনুরূপ তার,
সকল প্রাণের ব্যথা বুঝে আপনার প্রাণে,
মম মতে শ্রেষ্ঠ সেই যোগী নির্ব্বিকার। (৩২)

বিষাদিত ধনঞ্জয় সুধিলা গোবিন্দে, দেব!
বলিয়াছ যেই সাম্য যোগবিবরণ,
চঞ্চল হৃদয় মম, এই সমদর্শী যোগে
পারিব কি নিয়োজিতে মোহাসক্ত মন ? (৩৩)

চঞ্চল প্রমত্ত হৃদি অসীম শকতি তার
কেমনে বাঁধিয়া তারে রাখিব কেশব!
মহামত্ত ঝঞ্ঝানিল যখন প্রবলতম
কার সাধ্য তারে দেব! করে পরাভব ? (৩৪)

উত্তরিলা ভগবান্, নিঃসংশয় মহাবাহু!
দুর্নিবার মানবের চঞ্চল হৃদয় ;
তথাপি জানিও মনে, অভ্যাস বৈরাগ্যদ্বারা
চঞ্চল প্রমত্ত মন বশীভূত হয়। (৩৫)

অসংযত আত্মা যার, তাহার দুষ্প্রাপ্য যোগ
নিশ্চয় জানিও পার্থ, কিন্তু যেই জন
বহু যত্নে স্বীয় আত্মা করিয়াছে বশীভূত,
সাধনায় লভে যোগ বাঞ্ছিত রতন। (৩৬)

জিজ্ঞাসিলা ধনঞ্জয়, পূর্ব্বে যে মানব কৃষ্ণ।
শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে করে যোগ অনুষ্ঠান,
শেষে বিচলিত মতি করে যোগ পরিহার,
কোন্ গতি হয় তার, লভে কোন্ স্থান ? (৩৭)

বিমূঢ় মানব সেই না পাইয়া ব্রহ্মাশ্রয়
ছিন্ন মেঘখণ্ড যথা বিভ্রষ্ট সতত,
কর্ম্মপথ জ্ঞানপথ উভয়ে বঞ্চিত হ'য়ে,
হয় কি বিনষ্ট দেব। নর নিরাশ্রিত ? (৩৮)

অশেষ সংশয় কৃষ্ণ। আমার হৃদয় হ'তে
কর অপগত তুমি জ্ঞান-পারাবার।
সংশয়ে আকুল প্রাণ, এ সংশয় করে দূর,
তুমি বিনা নারায়ণ কেহ নাহি আর। (৩৯)

উত্তরিলা ভগবান্, যোগ-ভ্রষ্ট যেই জন,
বিনাশিত নাহি হয় ইহপরকালে,
পুণ্যময় কার্য্যে কভু কুফল ফলে না পার্থ।
অমৃতের প্রস্রবণ বিষ নাহি ঢালে। (৪০)

যোগভ্রষ্ট যে মানব বহু বহু বর্ষব্যাপি'
পুণ্যময় স্বর্গধামে করিবে বসতি,
পরজন্মে ভাগ্যবান্ ধার্ম্মিক ধনীর গৃহে
লভিবে জনম হ'য়ে শ্রীমন্ত সন্ততি। (৪১)

অথবা সে ভাগ্যবান্ জন্ম লভি যোগিকুলে,
কৃতার্থ হইবে জন্মজন্মান্তর তরে,
এমন দুর্লভ জন্ম জগতে নাহিক পার্থ।
নিয়ত হইবে স্নাত অমিয় সাগরে। (৪২)

জন্মলভি যোগিকুলে পূর্ব্ব অভ্যাসের বশে
অচিরে পাইবে সেই ব্রহ্ম-বুদ্ধি যোগ,
নিরমল বুদ্ধি সেই লভিতে নির্ব্বাণপদ
অধিক যতনে তারে করিবে নিয়োগ। (৪৩)

পূর্ব্ব অভ্যাসের বশে অবশ হইয়া সেই
অনিচ্ছায় করে কর্ম্ম নিত্য সত্যময়,
যোগতত্ত্ব জিজ্ঞাসায় আকুলিত হ'য়ে সদা
কর্ম্মফল অতিক্রমি মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। (৪৪)

তত্ত্বলিপ্সু যোগী সদা পাপমুক্ত শুদ্ধচিত্ত
জন্ম জন্মান্তরে সাধি এ মহা সাধন
লভে নিত্য মোক্ষপদ সত্যময় শান্তিময়
অনন্ত অমৃত সিন্ধু সত্যনিকেতন। (৪৫)

শাস্ত্র জ্ঞানে জ্ঞানী যেই, যোগী তার শ্রেষ্ঠতর,
তপস্বীর শ্রেষ্ঠ যোগী কর্ম্মীর অধিক,
অতএব ধনঞ্জয়! লভিতে সে শ্রেষ্ঠ যোগ
যোগে যত্নবান্ তুমি হও সমধিক। (৪৬)

শ্রদ্ধা সহকারে যেই হয় মমগত চিত্ত,
নিয়ত মানসে করে আমায় অর্চ্চন,
যোগিগণে মম মতে যোগিশ্রেষ্ঠ সেই জন,
অনন্ত বিবেকালোকে পূর্ণ তার মন। (৪৭)

অভ্যাসযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

বিজ্ঞান যোগ।

কহিলেন ভগবান্, আমাতে আসক্তমন
অনন্যশরণ যেই আশ্রিত আমার,
নিঃসংশয় যেই জ্ঞানে আমায় বিদিত হয়,
শুন পার্থ! সেই তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় সবার। (১)

বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান পূর্ণ আলোচনা করি
কহিব তোমায় পার্থ! করি বিস্তারিত,
জানিলে সে তত্ত্ব আর জ্ঞাতব্য রবে না কিছু,
প্রাণের বাসনানল হবে নির্ব্বাপিত। (২)

অযুত মানব মধ্যে কদাচিৎ একজন
সিদ্ধি কামনার তরে হয় যত্নবান্,
লক্ষ সিদ্ধগণে কেহ একজন জানে মম
প্রকৃত স্বরূপ যাহা মোক্ষের নিদান। (৩)

আকাশ, অনিল, বারি, ধরণী ও সমীরণ,
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার অষ্টম প্রকার
আমা হ'তে বিকসিত, অবিদ্যা প্রকৃতি মম
সাধিতেছে জগতের কার্য্য অনিবার। (৪)

'অপরা' প্রকৃতি উহা, 'পরা' যে প্রকৃতি, সেই
শ্রেষ্ঠতম পরিশুদ্ধ হে কুরুনন্দন।
জীবের জীবন তাহা, এই সে প্রকৃত তত্ত্ব
সমগ্র জগত-সৃষ্টি করিছে ধারণ। (৫)

এ প্রকৃতিদ্বয়ে জন্ম বার বার লভে জীব,
আমি সর্ব্ব জগতের পরম কারণ,
প্রলয়ের কর্ত্তা আমি, অনন্ত শকতি মম
বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত আছে সর্ব্বক্ষণ। (৬)

মম পরে কিছুমাত্র নাহি আর ধনঞ্জয়।
সৃষ্টিস্থিতি আমা হ'তে হয় সম্পাদন,
জগৎ আমাতে গাঁথা সূত্রে যথা মণিমালা,
আমাতে জনমে জীব, আমাতে মরণ। (৭)

আমি সলিলের রস, শশি দিবাকরে প্রভা,
সর্ব্ববেদে রহিয়াছি প্রণব অক্ষর,
গগনের শব্দ আমি, নরের পৌরুষ পার্থ !
আমারি বিকাশ এই বিশ্ব চরাচর। (৮)

পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, তেজ আমি অনলের,
জীবন সকল জীবে আমি ধনঞ্জয় !
তপস্বীর তপ আমি, সাধকের সাধনীয়.
আমি ভিন্ন এ জগৎ অন্য কিছু নয়। (৯)

জেন পার্থ! সর্ব্বজীবে আমি বীজ সনাতন,
বুদ্ধিমান্ যেই জন বুদ্ধি আমি তার,
তেজস্বীর তেজ আমি, জ্ঞানীর বিবেক জ্ঞান,
দয়ার্দ্রজনের দয়া স্বরূপ আমার। (১০)

বলবানে বল আমি, আকাঙ্ক্ষা আসক্তিহীন,
ধর্ম্মের বিহিত কাম আমি মানবের,
সকল হৃদয়ে পার্থ! অধিষ্ঠিত আমি সদা,
মহাপ্রাণ মহাশক্তি সর্ব্ব জগতের। (১১)

রাজসিক তামসিক সাত্বিক এ গুণত্রয়
আমা হ'তে নিরন্তর হয় বিকাশিত,
আমাতে জনমে সর্ব্ব মম ইচ্ছাধীন সদা,
অর্জ্জুন! নির্গুণ আমি ত্রিগুণ অতীত। (১২)

ত্রিগুণ পদার্থে সদা বিমোহিত চরাচর,
নাহি জানে গুণাতীত আমি সর্ব্বময়,
বিকাশ বিনাশ কভু আমারে স্পর্শিতে নারে,
চির অবিনাশী আমি অনন্ত অব্যয়। (১৩)

মম অলৌকিক মায়া নিশ্চিত দুস্তর পার্থ!
তরিতে অশক্ত সদা মানব অজ্ঞান,
সমর্পিয়া প্রাণমন আমার শরণ ল'য়ে
ভজে যে আমায়, তরে সেই পুণ্যবান্। (১৪)

দুষ্কৃতী মানব, যার মোহে অপহৃত জ্ঞান,
মূঢ় সেই, আসুরিক ভাবের আশ্রিত,
কঠোর হৃদয় তার ভক্তি রসে নহে সিক্ত,
আমাতে প্রপন্ন নাহি হয় কদাচিত। (১৫)

হে অর্জ্জুন! 'আর্ত্ত' যেই অভিভূত ভবরোগে,
'জিজ্ঞাসু' যে আত্মজ্ঞানে ইচ্ছুক সতত,
'অর্থার্থী' মোক্ষের পথে হয় সদা যত্নবান্,
'জ্ঞানী' থাকে ব্রহ্মতত্ত্বে মগন নিয়ত।

এই চতুর্ব্বিধ সাধু সুকৃতী ও পুণ্যবান্
অনন্য মানসে করে আমায় সাধন,
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 'জ্ঞানী' মম প্রিয় চিরদিন,
আমিও তাহার পার্থ! প্রিয় অনুক্ষণ। (১৬-১৭)

ভক্ত সকলেই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী
আত্মার স্বরূপ মম, মমগত মন,
সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিরূপ আমার আশ্রয় যাচি
আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয় অনুক্ষণ। (১৮)

বহু জন্ম অন্তে জ্ঞানী প্রাপ্ত হয় এই জ্ঞান—
'বাসুদেবময় সর্ব্ব নিখিল সংসার'
অভেদ নেহারি বিশ্বে লভে সে আমায় সদা,
সে মহাত্মা সুদুর্লভ, শ্রেষ্ঠ জন্ম তার। (১৯)

কামনা হৃদয়ে যার হত তার তত্ত্বজ্ঞান,
আপনার বাসনার হ'য়ে অনুগত,
পূর্ব্ব নিয়মের বশে বিমোহিত হ'য়ে সদা,
অন্য দেবতার পূজা করে অবিরত। (২০)

যে ভক্ত যে-মূর্ত্তি মম পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে
করে নিত্য আরাধন অবিরত ধ্যান,
পবিত্র হৃদয়ে তার অধিষ্ঠিত আমি সদা,
অচল ভকতি শ্রদ্ধা করি তারে দান। (২১)

শ্রদ্ধাপরায়ণ হ'য়ে অর্চ্চনা করিয়া তায়
আমা হ'তে লভে সেই বিহিত কামনা,
ভক্ত মম প্রিয়তম, নিরন্তর ধনঞ্জয়!
করিতেছি পূর্ণ আমি ভক্তের বাসনা। (২২)

কিন্তু যার মোহগত কামনা হৃদয়ে সদা,
লভে বিনশ্বর ফল অতি ক্ষুদ্রতম,
দেব প্রার্থী পায় দেব—আকাঙ্ক্ষিত ধন তার,
লভে মোরে নিরন্তর প্রিয় ভক্ত মম। (২৩)

অল্পবুদ্ধি জ্ঞানহীন না জানিয়া তত্ত্ব মম,
ভাবে মনে নর আদি নানা অবতার,
কিন্তু তাহা ভ্রমময়, অবগত নহে তারা
অব্যয় ও অনুত্তম স্বভাব আমার। (২৪)

সবার নিকটে আমি নাহি হই প্রকটিত,
যোগমায়া সমাবৃত থাকি হে নিয়ত ;
অতএব মূঢ়জনে না পারে জানিতে কভু,
জন্মমৃত্যুহীন আমি অব্যয় শাশ্বত। (২৫)

অতীত ও বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ জানি আমি,
সর্ব্বভূতময় ধরা বিদিত আমার,
আমার প্রকৃত রূপ কেহ নাহি জানে পার্থ।
আমারে হেরিতে নারে নিখিল সংসার। (২৬)

শরীর ধারণ করি ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থিত
দ্বন্দ্বমোহে সম্মোহিত হয় নরগণ,
অজ্ঞানে আবৃত চিত, বিমুগ্ধ মানব তাই
আত্মার স্বরূপ নাহি করে দরশন। (২৭)

দ্বন্দ্বমোহমুক্ত হ'য়ে, পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে
হইয়াছে যাহাদের পাপ অন্তর্হিত,
করি মন দৃঢ় ব্রত আমার ভজনা করে,
আমাতে মগন সদা তাহাদের চিত। (২৮)

জরা মরণের দুঃখ বিমোচন লাগি যারা
আমার আশ্রয় তরে হয় যত্নবান্,
অনন্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব নিখিল এ কর্ম্মরাজ্য
অবগত হয় সেই যোগী পুণ্যবান্। (২৯)

অধিদৈব অধিভূত অধিযজ্ঞ সহ যেই
জানিয়াছে তত্ত্ব মম, হৃদয় তাহার
প্রয়াণ কালেতে পার্থ! ভুলে না আমায় কভু,
তার প্রাণে প্রস্ফুটিত মূরতি আমার। (৩০)

বিজ্ঞানযোগনামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

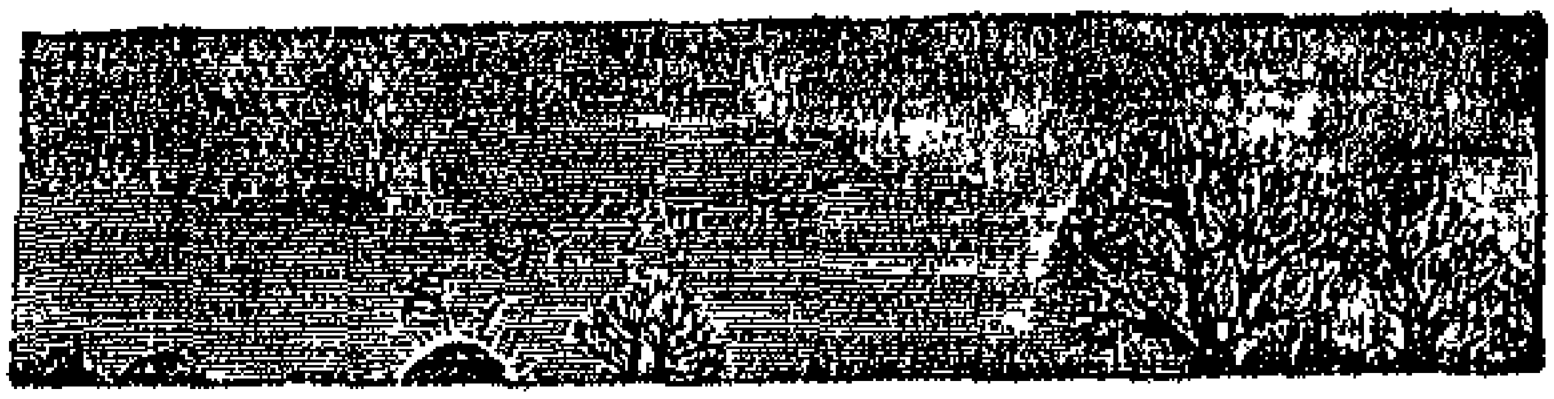

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্মযোগ।

বিস্ময়ে পূরিত বক্ষ উল্লাসে আকুল চিত
বিমোহিত ধনঞ্জয় বলিলা বচন—
কিবা ব্রহ্ম নারায়ণ ! কি অধ্যাত্ম কিবা কর্ম্ম,
অধিভূতে অধিদৈবে কিবা নিদর্শন ? (১)

অধিযজ্ঞ কি প্রকার, শরীরে কি অবস্থিত,
কিরূপে প্রয়াণ কালে সংযমী মানব
জানে তব তত্ত্বরাশি, শুনিতে বাসনা প্রাণে,
তুমি বা কিরূপে তাহা কর অনুভব ? (২)

বলিলেন ভগবান, অক্ষর পরম বস্তু—
ব্রহ্ম তিনি, এ অধ্যাত্ম স্বভাব তাঁহার ;
ভূতের উৎপত্তি স্থিতি বৃদ্ধিপ্রদ ক্রিয়া যাহা
কর্ম্ম নামে ধরামাঝে আছয়ে প্রচার। (৩)

অন্তর্যামী মহাব্রহ্ম পুরুষ অধিদৈবত,
অধিভূত বিনশ্বর দেহ আদি যত,
অধিযজ্ঞ রূপে আমি রহিয়াছি সর্ব্বদেহে,
অনন্ত পরম আত্মা আমি হে ভারত। (৪)

অন্তকালে যে মানব আমারে স্মরণ করি
করে কলেবর ত্যাগ, জীবাত্মা তাহার
প্রাপ্ত হয় মম ভাব, লভিয়া ব্রহ্মত্ব সেই
অনন্ত জ্যোতির রাজ্যে করয়ে বিহার। (৫)

ত্যজিয়া সংসার মায়া লভিতে অন্তিম শয্যা
মৃত্যুমুখে যেই ভাব করিবে মনন,
যে বাসনা অনুগামী, লভে সেইরূপ ফল,
সেই ভাবময় হয় ভাবগত জন। (৬)

কর রণ সর্ব্বকালে আমায় স্মরণ করি,
আমাতেই মন বুদ্ধি কর সমর্পণ,
লভিবে আমায় তুমি নিঃসংশয় ধনঞ্জয়!
তেয়াগিয়া শোকদুঃখ স্থির কর মন। (৭)

অভ্যাস যোগেতে যুক্ত হও তুমি এক চিতে,
অন্যগামী নাহি হবে মানস তোমার,
ভগবানে চিন্তা করি লভিবে সে নিরঞ্জনে—
অনিত্য এ জীবনের নিত্য পুরস্কার। (৮)

কবি ও অনাদি যিনি নিয়ন্তা সমগ্র বিশ্বে,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর স্বরূপ যাঁহার,
অনন্ত অচিন্ত্যরূপ বিধাতা এ জগতের
তমোনাশী রবিসম জ্যোতি পারাবার; (৯)

তেয়াগি' সংসার-মায়া মৃত্যুকালে শ্রেষ্ঠ নর
ভক্তিযুক্ত অবিচল করিয়া অন্তর,
যোগবলে ভ্রূর মধ্যে করি প্রাণ সন্নিবেশ
চিন্তা করি পায় ওই পুরুষ প্রবর। (১০)

বেদবিদগণ যাহা বলে নিত্য অবিনাশী,
বিলীন যাহাতে সদা বীতরাগ মন,
লভিতে যে পদ জীব অনুষ্ঠয়ে ব্রহ্মচর্য্য
অর্জ্জুন সংক্ষেপে তার শুন বিবরণ। (১১)

সংযমি' ইন্দ্রিয় সর্ব্ব হৃদিপদ্মে রোধি' মন,
যোগে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণ করি উত্তোলিত,
উচ্চারি ওঁকার মন্ত্র মোরে স্মরি ত্যজে প্রাণ,
হে পার্থ! পরমাগতি লভে সে নিশ্চিত। (১২-১৩)

সতত অনন্য চিত্তে ভক্তি বিগলিত হ'য়ে
আমারে স্মরণ করে, করে আরাধন,
নিত্যযুক্ত যোগী সেই, সুলভ তাহার আমি,
সশরীরে স্বর্গ সুখে মগ্ন তার মন। (১৪)

করিয়া অর্চ্চনা ধ্যান লভয়ে যাহারা মোরে,
সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেই মহাঋষিগণ,
অনন্ত দুঃখের হেতু অনিত্য জনম এই
কখন তাহারা পার্থ! না করে গ্রহণ। (১৫)

আব্রহ্ম-ভুবন আদি ভোগলোকবাসী যত
পুনঃ পুনঃ সকলেরি হয় আবর্ত্তন,
কিন্তু যে সাধক মম আমাতেই বর্ত্তমান,
পুনর্জ্জন্ম কখন সে করে না ধারণ। (১৬)

সহস্রেক দিব্য যুগে বিধাতার একদিন,
দিব্য সহস্রেক যুগে একরাত্রি তাঁর ;
এ দিবা রজনীতত্ত্ব জানিয়াছে যেই জন
প্রকৃত দিবস রাত্রি বিদিত তাহার। (১৭)

ব্রহ্মদিবা সমাগমে আবির্ভূত হয় জীব,
প্রজাপতি করে স্বীয় প্রজার স্থাপন,
ব্রহ্মরাত্রি কালে হয় অব্যক্ত ভুবন সর্ব্ব,
ব্রহ্মায় বিলীন হয় যত জীবগণ। (১৮)

আসিলে ব্রহ্মার রাত্রি প্রলয়ের অন্ধকার
বিনাশিত জীবগণ হয় সমুদয়,
ব্রহ্মার দিবসাগমে সেইরূপ ধনঞ্জয়!
পুনঃ পুনঃ ভূতগণ প্রকাশিত হয়। (১৯)

অব্যক্তের পর যাহা পূর্ণতেজ সনাতন,
জগৎ বিনাশে নাই বিনাশ তাহার,
অতীন্দ্রিয়াক্ষর সেই নরের পরমাগতি,
মম সে পরম ধাম অমৃত আধার। (২০-২১)

যাঁহার হৃদয়গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এই,
যাঁর দ্বারা পরিব্যাপ্ত বিশ্ব সমুদয়,
চৈতন্য পুরুষ সেই, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা,
অনন্য ভক্তিতে শুধু সদা লব্ধ হয়। (২২)

দেহত্যাগ করি যোগী যে পথে গমন করি
পুনরায় আর নাহি করে আগমন,
অথবা যে পথে গিয়া আগমন করে পুনঃ,
শুন পার্থ! সে পথের কহি বিবরণ। (২৩)

অগ্নি-জ্যোতিঃ-শুক্ল দিবা ষণ্মাস উত্তরায়ণ,
সে কালে মহাত্মা যেই লভয়ে মরণ,
ব্রহ্মজ্ঞানী সেই যোগী, ব্রহ্মপদ করে লাভ,
পুনর্জ্জন্ম তার নাহি হয় কদাচন। (২৪)

ধূমরাত্রি কৃষ্ণপক্ষে ষণ্মাস দক্ষিণায়ন
হেন ক্ষণে যেই যোগী ত্যজে কলেবর,
চন্দ্রলোকে করি বাস শশাঙ্কের জ্যোতিঃ লভি
নব জন্ম লভে পুনঃ অবনী উপর। (২৫)

শাশ্বত অব্যয়রূপে শুক্ল কৃষ্ণ গতিদ্বয়
ঘুরিছে জগৎকেন্দ্রে চক্রের মতন,
একগতি করে নরে পুনরায় আবর্ত্তন,
অন্যগতি মুক্ত করে জনম বন্ধন। (২৬)

এই দুই গতিতত্ত্ব অবগত হ'য়ে যোগী
বিমোহিত কদাচন না হয় ভুবনে,
অতএব ধনঞ্জয়! সর্ব্বকালে সর্ব্বরূপে
যোগযুক্ত চিত্ত তুমি হও স্থির মনে। (২৭)

এ হেন পরমতত্ত্ব জ্ঞাত যেই জ্ঞানবান্,
বেদ কিম্বা যজ্ঞকর্ম্ম তপ অনুষ্ঠান,
দানাদিতে সমাদিষ্ট পুণ্যফল সমুদয়
অতিক্রমি পায় সেই সনাতন স্থান। (২৮)

ব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

রাজগুহ্য যোগ।

বর্ষিলেন ভগবান সুধাময় বাক্যধারা,
খুলিয়া অমৃতময় জ্ঞানের ভাণ্ডার,
মানবের সুখ দুঃখ বিশ্বের নিয়তি গতি,
প্রবোধিলা অর্জ্জুনেরে কহি বার বার।

নিরখি হৃদয় তব অসূয়াবিহীন, পার্থ!
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান কহিব তোমায়,
জানিলে সে মহাতত্ত্ব মুক্ত হয় জীবগণ,
সংসার বন্ধন তারে স্পর্শিতে না পায়। (১)

বিদ্যা শ্রেষ্ঠ এই বিদ্যা, গুহ্যতম এই জ্ঞান,
পরম পবিত্র ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন,
অব্যয় ধর্ম্মানুগত শান্তিসুখ করে দান
অনন্ত আনন্দদায়ী জ্ঞান সনাতন। (২)

যে মানব নিরন্তর তেয়াগিয়া এই ধর্ম্ম
অশ্রদ্ধায় পরমাত্মা না করে স্মরণ,
অজ্ঞান মানব সেই এ সংসার মোহচক্রে
মৃত্যুমুখে অবিরত করয়ে ভ্রমণ। (৩)

অব্যক্ত আমার মূর্ত্তি, চৈতন্য স্বভাবে মম
এ জগৎ পরিব্যাপ্ত আছে সর্ব্বক্ষণ,
আমাতে স্থিত এ বিশ্ব, বিশ্ববাসী জীবগণ,
আমি তাহে অবস্থিত নহি কদাচন। (৪)

ধনঞ্জয়! ভূতচয় আমাতেই অবস্থিত,
আমাতে সম্পৃক্ত কিন্তু নহে কদাচন,
ধারক, পালক আমি, কিন্তু অনাসক্ত সদা,
হের মোর ঐশ্বরিক যোগ অতুলন। (৫)

নভঃস্থিত মহাবায়ু বিচরণ করে সদা,
অথচ গগনে কভু নহে সে মিলিত,
তেমনি জানিও পার্থ! নির্লিপ্ত সংসারে আমি,
যদিও আমাতে বিশ্ব নিত্য অবস্থিত। (৬)

কল্পক্ষয়ে এই বিশ্ব সৃষ্টি স্থিতি আদি যত
মম প্রকৃতিতে সব লয়প্রাপ্ত হয় ;
কল্পারম্ভে ভূতগণে পুনরায় সৃজি আমি,
ধর্ম্ম ও সাম্রাজ্য পুনঃ স্থাপি সমুদয়। (৭)

মায়া-পরবশ যত জগৎ ও জীবগণ
নিজ নিজ প্রকৃতিতে করিয়া প্রয়োগ,
আমার প্রকৃতি আমি আশ্রয় করিয়া পার্থ!
করিতেছি সকলের সৃজন নিয়োগ। (৮)

উদাসীন ভাবে করি সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন,
অনাসক্ত প্রতি কর্ম্মে আমি ধনঞ্জয়!
কর্ম্মেতে নিবদ্ধ মোরে নাহি করে কদাচন,
কোন কর্ম্মে আত্মা মোর লিপ্ত নাহি হয়। (৯)

অধিষ্ঠাতা আমি বিশ্বে, অধ্যক্ষস্বরূপ, পার্থ!
প্রকৃতি সৃজিছে এই বিশ্ব চরাচর ;
হেন কারণেই বীর! জগতের স্থিতি গতি,
সৃজন বিলয় আদি হয় নিরন্তর। (১০)

সর্ব্বভূতময় মম মহেশ্বর রূপ যাহা
অজ্ঞান মানব কভু নহে অবগত,
নাহি জানে তত্ত্ব মম, তাই অবহেলা করে
নররূপে অবতীর্ণ আমারে, নিয়ত। (১১)

আসুরিক প্রকৃতির আশ্রিত তাহারা সদা,
রাক্ষসী মায়ার মোহে মুগ্ধ অনুক্ষণ,
বৃথা আশা তাহাদের, বৃথা জ্ঞান, বৃথা কর্ম্ম,
বিকৃত মানসে নিত্য করে বিচরণ। (১২)

যাদের প্রকৃতি দিব্য দৈবগুণে বিভূষিত
বিষয়-বিরাগী সেই মহাজনগণ,
জগতের আদি আমি,—অতীন্দ্রিয় জানি মোরে,
অনন্য মানসে করে আমার অর্চ্চন। (১৩)

সংযমি ইন্দ্রিয় মন, সমাহিত হ'য়ে তা'রা
নিত্যযুক্ত ভক্তি-সিক্ত করি প্রাণ মন,
গুণানুকীর্ত্তন করি, করে মোরে নমস্কার,
বিশ্বাসে মাখিয়া প্রাণ করে আরাধন। (১৪)

কেহ জ্ঞান-যজ্ঞে আত্মা পরমাত্মা করি যোগ
মম সেবা করে নিত্য পাশরি সংসার,
কেহ বা আদিত্য চন্দ্র বিভিন্ন আকারে ভাবি
বহুরূপে মম পূজা করে অনিবার। (১৫)

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, ধনঞ্জয়!
ঔষধ স্বরূপে আমি নিত্য বিরাজিত,
আমি আজ্য, আমি মন্ত্র, হুতাশনরূপে আমি,
আমি হোমক্রিয়া পার্থ! সত্ত্বগুণাশ্রিত। (১৬)

আমি জগতের পিতা, মাতৃরূপে বিরাজিত,
বিশ্বের বিধাতা আমি, আমি পিতামহ,
আমি একমাত্র জ্ঞেয়, পবিত্র ওঁকার মন্ত্র,
আমি সাম বেদ পার্থ! ঋক যজু সহ। (১৭)

আমি মানবের গতি, প্রভু, ভর্ত্তা, সাক্ষিরূপে,
আশ্রয়, শরণ, আমি সুহৃদ, বান্ধব,
অসীম ব্রহ্মাণ্ডে পার্থ! বীজরূপে অধিষ্ঠিত,
শাশ্বত, অব্যয়, জ্যোতিঃ, প্রলয়, প্রভব। (১৮)

আদিত্য স্বরূপে আমি উত্তাপ প্রদান করি,
বরিষায় বর্ষি বারি নব জলধর,
মরণে অমৃতরাশি বিতরি জীবনী সুধা,
মৃত্যু ও অসৎ সৎ আমি বীরবর। (১৯)

ত্রিবেদ-বিদিত জ্ঞানী সুপবিত্র সোমপায়ী,
যজ্ঞেতে আমায় ভজি পাপমুক্ত হয়,
যাচিয়া স্বরগ বাস লভয়ে অমর-রাজ্য,
ভুঞ্জি দিব্য দেবভোগ দেবসম রয়। (২০)

বিপুল স্বরগবাসে পুণ্যক্ষয় হ'লে ক্রমে,
জন্ম লভে পুনর্ব্বার অবনীর পরে,
কামবশে করি কর্ম্ম ত্রিধর্ম্ম আচারী নর
বার বার এ জগতে যাতায়াত করে। (২১)

বিভিন্ন কামনা ত্যজি করে মম উপাসনা,
মম প্রতি নিষ্ঠাবান্ রহে অনুক্ষণ,
সেই ভক্ত নিত্যযুক্ত ধনঞ্জয়। আমি তার
যোগক্ষেম ভার করি নিয়ত বহন। (২২)

শ্রদ্ধাসমন্বিত হ'য়ে, ভক্তিযুক্ত করি মন,
যাহারা অর্চ্চনা করে অন্য দেবতায়,
অজ্ঞানে মোহিত চিত তারাও অবিধিমতে
হে কৌন্তেয়! রত থাকে মম সাধনায়। (২৩)

আমি যজ্ঞফল-ভোক্তা, প্রভু সর্ব্ব জগতের,
তথাপি প্রকৃত তত্ত্ব না জানি মানব
পুনর্ব্বার ধরণীতে আগমন করে সবে,
না লভি নির্ব্বাণপদ অমর বৈভব। (২৪)

দেবব্রত যে মানব লভে দেব, তপঃফল,
পিতৃব্রত আরাধিয়া লভে পিতৃগণ,
ভূত-যাজী লভে ভূত, মম অনুগামিজন
লভিবে আমায় পার্থ! যাচি অনুক্ষণ। (২৫)

সংযমি ইন্দ্রিয় মন শুদ্ধ-আত্মা ভক্ত মোরে
ফল পত্র জল পুষ্প দেয় ভক্তিভরে,
ভক্তের প্রদত্ত যাহা ভক্তি উপহার সেই
সাদরে গ্রহণ করি প্রসন্ন অন্তরে। (২৬)

তুমিও যে কর্ম্ম নিত্য করিতেছ সম্পাদিত,
—আহার, আহুতি-দান, তপস্যা, সাধন,—
কর্ম্ম কিম্বা ফলাফল সকলি আমার প্রতি,
হে কৌন্তেয়! এক চিত্তে কর সমর্পণ। (২৭)

শুভাশুভফলদায়ী অদৃষ্টবন্ধন হ'তে
সতত বিমুক্ত তুমি হইবে ত্বরায়,
সন্ন্যাস যোগেতে যুক্ত এইরূপে করি চিত
কর্ম্মফল মুক্ত হ'য়ে লভিবে আমায়। (২৮)

ভুবনে আমার কেহ নাহি দ্বেষ্য, নাহি প্রিয়,
সর্ব্বপ্রাণী সমতুল্য আমার নয়নে,
ভক্তিতে যে ভজে মোরে আমাতে সে হয় লীন,
আমিও নিয়ত পার্থ! থাকি তার সনে। (২৯)

হইয়া অনন্যগতি অনন্য মানসে যদি
আমার অর্চ্চনা করে পাপী দুরাচার,
তা'হ'লেও সাধু সেই, পুণ্যময় পথ যাহা
করিয়াছে নিরূপিত হৃদয় তাহার। (৩০)

মম আরাধনা করি পাপী হয় পুণ্যবান্,
অনুতপ্ত প্রাণ তার লভে শান্তিধন,
নিশ্চয় জানিও পার্থ! দুর্গতি নাহিক তার,
মম ভক্ত নাহি হয় বিনষ্ট কখন। (৩১)

পাপ-জন্ম নর কিম্বা রমণী ও বৈশ্য শূদ্র
গ্রহণ করিবে যারা আমার আশ্রয়,
(একরূপ প্রীতি মম সর্ব্ব জগতের প্রতি)
লভিবে পরমাগতি তাহারা নিশ্চয়। (৩২)

পবিত্র ব্রাহ্মণ ভক্ত রাজর্ষির কথা আর
কি বলিব ? অনায়াসে লভে স্বর্গধাম ;
অতএব অনিত্য এ সুখশূন্য নরজন্মে
আমার সাধনা কর হ'য়ে বীতকাম। (৩৩)

নিরন্তর মম ভক্ত মম পরায়ণ হ'য়ে
ভক্তিপূর্ণ চিত্তে মোরে কর নমস্কার,
হেনরূপে যুক্ত-আত্মা সত্যব্রত অনুষ্ঠানি
নিশ্চয় লভিবে তুমি একত্ব আমার। (৩৪)

রাজগুহ্য যোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

বিভূতিযোগ।

রুদ্ধবাক্য ধনঞ্জয় প্রীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে
এক চিত্তে শুনিলেন অমিয় ভারতী,
নীরস হৃদয় মন প্লাবিত হইল তাহে,
ভাসাইলা কূল যেন দেবী ভাগীরথী।

কহিলেন ভগবান শুন পুনঃ মহাবাহু।
পরমার্থ-তত্ত্বময় পরম বচন,
প্রীতিযুক্ত প্রাণ তব, তোমার হিতের লাগি
বিস্তারিত বলিব এ সব বিবরণ। (১)

দ্যুলোকনিবাসী দেব কিম্বা মহাঋষিগণ
পরিজ্ঞাত নহে কেহ প্রভাব আমার,
পরম কারণ আমি অচিন্ত্য অনন্তরূপ,
জগতের জীবগণে আদি সবাকার। (২)

আমায় যে জন জানে সর্ব্বলোক মহেশ্বর,
জনম রহিত আমি আছে যে বিদিত,
এ মর জীবনে সেই পাপমুক্ত চিরদিন,
মায়ায় মোহিতে তারে নারে কদাচিত। (৩)

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, শম, দম,
উৎপত্তি, বিনাশ, দুঃখ, সুখ, ধনঞ্জয়!
অহিংসা, সমতাদৃষ্টি, তুষ্টি, দান, আরাধন,
যশ, অপযশ, কিম্বা ভয় ও অভয়,

বিরাজিত নানা ভাব আছে মানবের প্রাণে,
ভাবেতে চালিত হ'য়ে কর্ম্মে রহে রত,
নিজ নিজ কর্ম্মবশে ভাবে অনুগত হ'য়ে
আমা হ'তে সেই ভাব লভিছে নিয়ত। (৪-৫)

পূর্ব্বতন সপ্ত ঋষি, সনকাদি চারি মুনি,
চতুর্দ্দশ মনু জন্মে আমার ইচ্ছায়,
যা'হতে উদ্ভূত এই অনন্ত জগৎসৃষ্টি,
মম শক্তি রহে ব্যাপ্ত সমগ্র ধরায়। (৬)

এ মম বিভূতি যোগ যোগৈশ্বর্য্য মহাশক্তি
সর্ব্বতত্ত্ব সত্যরূপে জ্ঞাত যেই জন,
আত্মজ্ঞান যোগযুক্ত নিশ্চয় মানব সেই,
জ্ঞানের আলোকে তার উজলিত মন। (৭)

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি, আমিই প্রভব তার,
আমা হ'তে এই বিশ্ব হয় প্রবর্ত্তিত,
জ্ঞানী জন প্রীতিযুক্ত এই ভাবে ভজে মোরে
পরমার্থ তত্ত্বে মন করি নিবেশিত। (৮)

মদ্গত করিয়া প্রাণ, আমাতে অর্পিয়া চিত,
পরস্পর মম তত্ত্ব করি আলাপন,
পরস্পর জ্ঞান দান করি নিত্য জ্ঞানিগণ
মম অনুরাগী হয় পরিতুষ্ট মন। (৯)

সদা কাল যোগযুক্ত প্রীতিপূর্ণ করি প্রাণ
আমায় ভজনা করে সভক্তি হৃদয়,
সেই জ্ঞানিগণে আমি বুদ্ধিযোগ করি দান,
যাহাকে আশ্রয় করি মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। (১০)

তা'দের অন্তরে থাকি দয়াবান্ হ'য়ে আমি,
জ্বালিয়া জ্ঞানের দীপ চির সমুজ্জ্বল,
অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করি তার,
করিয়া হৃদয় মন বিশুদ্ধ বিমল। (১১)

ভক্তি-বিগলিত প্রাণে কহিলেন ধনঞ্জয়—
পরম পবিত্র তুমি অনাদি কারণ,
পরব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়, শাশ্বত পুরুষ দিব্য,
আদি দেব, অজ, বিভু. সত্য, সনাতন ;

অসিত দেবল ব্যাস দেবর্ষি নারদ আদি
বর্ণিয়াছে ঋষিগণ এরূপ তোমার,
আজি তুমি নিজ মুখে বর্ণিয়াছ সে সকল
বিতরিয়া মমপ্রতি করুণা অপার। (১২-১৩)

বর্ষি সুধারাশি দেব। শুনাইলে যেই তত্ত্ব
কেশব। স্বরূপ তাহা নিত্য সত্যময়,
দানব মানব দেবে অপূর্ব্ব প্রভাব তব
ভগবান্। কেহ কভু অবগত নয়। (১৪)

তোমার পরমতত্ত্ব তুমি জ্ঞাত দেবদেব।
ভূতেশ ভূত-ভাবন জগতের পতি,
অনন্ত জগতে তুমি পরমেশ পরমাত্মা,
বিধাতা সমগ্র বিশ্বে সর্ব্বলোকগতি। (১৫)

তোমার বিভূতি দিব্য পুনরায় বল দেব।
যাহা দ্বারা ব্যাপ্ত এই ব্রহ্মাণ্ডনিচয়,
ঘুচুক কলুষ-রাশি, মুছে যা'ক্ অশ্রুধারা,
সফল হউক মম মানস হৃদয়। (১৬)

হে যোগেশ! কি ভাবেতে জানিব তোমার তত্ত্ব,
জগতের স্পর্শমণি অমূল্য রতন,
কি কি ভাবে এ হৃদয় চিন্তিবে তোমায় কৃষ্ণ!
করুণা প্রকাশি তাহা বল জনার্দ্দন। (১৭)

তোমার অসীমতত্ত্ব বিভূতি ও আত্মযোগ
বার বার বিস্তারিয়া বল নারায়ণ।
শুনিয়া তোমার বাণী অনন্ত অমৃতময়
না হইল তৃপ্ত মম মানস শ্রবণ। (১৮)

কহিলেন ভগবান্ অনন্ত অসীম মম
দিব্য আত্ম বিভূতির নাহি কভু শেষ,
তথাপি প্রধান যাহা শুন তাই কুরূত্তম।
বলিব তোমায় সর্ব্ব আছে যে বিশেষ। (১৯)

সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমি পরমার্থ পার্থ!
সর্ব্বভূত আদি আমি জনম কারণ,
আমি এ ভুবন মাঝে পালক ধারক স্বামী,
আমি প্রলয়ের কালে নাশি জীবগণ। (২০)

আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত,
জ্যোতির্গণে অংশুমালী দীপ্ত দিবাকর,
মরুত দেবতা মধ্যে মরীচি-স্বরূপ আমি,
উজ্জ্বল নক্ষত্র মধ্যে স্নিগ্ধ শশধর। (২১)

বেদে সামবেদরূপে, দেবতায় ইন্দ্র আমি,
চেতনা সকল জীবে, ইন্দ্রিয়েতে মন,
রুদ্রেতে শঙ্কর আমি, যক্ষগণে ধনেশ্বর,
পর্ব্বতে সুমেরু, বসুগণে হুতাশন। (২২-২৩)

সরসীতে বারি-নিধি অতল দিগন্তব্যাপী,
আমি ষড়ানন পার্থ! দেব সেনাদলে,
পুরোহিত শ্রেষ্ঠতম বৃহস্পতিরূপে আমি,
অনন্ত বিকাশ মম নভো ভূমণ্ডলে। (২৪)

বাক্যেতে ওঁকার মন্ত্র সত্যময় একাক্ষর,
যজ্ঞে জপযজ্ঞ আমি সিদ্ধির সোপান,
স্থাবরেতে হিমগিরি—মহিমা ধরণী বুকে,
মহর্ষিতে ভৃগু আমি পুণ্য-পূতপ্রাণ। (২৫)

গন্ধর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজ আমি চিত্ররথ বলী,
দেবর্ষিতে তপোধন ব্রহ্মার নন্দন,
বৃক্ষেতে অশ্বত্থ আমি বৃক্ষমধ্যে মহত্তম,
সিদ্ধিতে কপিল মুনি মুক্ত অনুক্ষণ। (২৬)

অমৃতে উদ্ভূত অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বে আমি,
গজেন্দ্রেতে ঐরাবত অমরাশোভন,
নরগণে নরনাথ ন্যায়দণ্ড ধরি করে
ধর্ম্মের সাম্রাজ্য করি শাসন পালন। (২৭)

অস্ত্র মধ্যে বজ্র আমি প্রদীপ্ত মরণশিখা,
ধেনু মধ্যে কামধেনু অমৃতের খনি,
জগৎ সৃজনকারী কন্দর্প আমার রূপ,
সর্পেতে বাসুকি আমি তীক্ষ্ণ বিষফণী। (২৮)

নাগেতে অনন্ত আমি নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ-রাজ,
জলচরগণে আমি বরুণ দেবতা,
পিতৃগণে বিরাজিত অর্য্যমা স্বরূপ আমি,
সংযমীতে যমরাজ মৃত্যুব বিধাতা। (২৯)

দৈত্যেতে প্রহ্লাদ আমি ভক্তি-বিগলিতমন,
কালরূপে অধিষ্ঠিত সংখ্যাকারিগণে,
পশুতে কেশরী আমি অমিত বিক্রমশালী,
পক্ষিমধ্যে বৈনতেয় বিজয়ী ভুবনে। (৩০)

স্রোতস্বিনী মধ্যে আমি মুক্তিদাত্রী সুরধুনী,
রঘুকুলনাথ রাম শস্ত্রধারিগণে,
প্রবলগামীর মধ্যে আমি দেব প্রভঞ্জন,
মৎস্যেতে মকররূপে শ্রেষ্ঠ মৎস্যগণে। (৩১)

স্থষ্টির কারণ আমি, আমি আদি, অন্ত, মধ্য,
বিত্তায় অধ্যাত্ম বিত্তা, বাক্যে সদ্বিচার,
অক্ষরে অকার আমি, সমাসেতে দ্বন্দ্বরূপ,
আমিই অক্ষয় কাল, বিশ্ব মূলাধার। (৩২-৩৩)

আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, ভবিষ্যের জন্মবীজ,
বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি শোভার আধার,
ধৃতি, কীর্ত্তি, মেধা, ক্ষমা, বাণী, স্মৃতি, লক্ষীরূপে
নারী মধ্যে সপ্তদেবী স্বরূপ আমার। (৩৪)

সামেতে বৃহৎসাম, ছন্দেতে গায়ত্রী আমি,
মাসমধ্যে মার্গশীর্ষ স্থখদ সবার,
ঋতুতে কুস্থমাকর স্থষমার রঙ্গভূমি
ধরণী শোভিত করে হাসিরাশি যার। ৩৫)

ছলনাকারীর আমি অক্ষ-ক্রীড়া ধনঞ্জয়।
তেজস্বীর তেজ আমি জয়শীলে জয়,
ব্যবসায়ী যেই জন অদম্য উত্তম তার,
সাত্বিকের সত্বগুণ নিত্য সত্যময়। (৩৬)

বৃষ্ণিবংশে বাসুদেব প্রধান যাদবগণে,
পাণ্ডবেতে ধনঞ্জয় আমি বীরবর!
মুনিগণে শ্রেষ্ঠতম দ্বৈপায়ন ঋষি আমি,
কবি মধ্যে শুক্রাচার্য্য কাব্যগুণাকর। (৩৭)

দমনকারীর দণ্ড, জিগীষুর নীতিবল,
গুহ্যে মৌন, জ্ঞানবানে জ্ঞান পারাবার,
আমি সর্ব্ব এ জগতে যাহা নিত্য সত্যময়,
আমি ভিন্ন চরাচরে নাহি কিছু আর। (৩৮-৩৯)

কত বা বিভূতিরাশি বিস্তারিব পরন্তপ!
দিব্য এ বিভূতি মম অন্ত নাহি তার,
তথাপি বাসনা তব সফল করিতে পার্থ!
কহিলাম সংক্ষেপতঃ বিভূতি আমার। (৪০)

যাহা কিছু তেজস্কর লক্ষীযুক্ত সত্ত্বময়,
মম তেজঃ-সমুদ্ভূত জানিও নিশ্চয়;
অথবা জানিয়া এত নাহি তব প্রয়োজন,
এক অংশদ্বারা আমি ব্যাপ্ত বিশ্বময়। (৪১-৪২)

বিভূতি যোগ নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

বিশ্বরূপ দর্শন।

যোগযুক্ত প্রীত প্রাণে কহিলেন ধনঞ্জয়—
মম প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অপার,
বলিয়াছ গুহ্যতম এ অধ্যাত্ম তত্ত্বকথা,
বিদূরিত মোহরাশি হইল আমার। (১)

শুনিয়াছি কমলাক্ষ! অসীম মহিমা তব,
আদি, অন্ত, মধ্য, লয়, বিশ্বের বিকাশ,
সকলি তোমার ইচ্ছা, অব্যয়স্বরূপ তুমি
জানিয়াছি, তব বরে পূর্ণ মম আশ। (২)

বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নাহি আর প্রাণে মোর,
অচল ভকতি মম তোমার বচনে,
তথাপি হে পরমেশ বিশ্বময় বিশ্বরূপ
দেখিতে বাসনা বড় হইয়াছে মনে। (৩)

অধম পতিত আমি, যদি প্রভো! নিজগুণে
দেখিতে সে বিশ্বরূপ দাও অধিকার,
অব্যয় স্বরূপ তব বারেক দেখাও মোরে,
যোগেশ্বর! মুক্ত কর হৃদয় আমার। (৪)

উত্তরিলা ভগবান স্নেহময় স্নিগ্ধস্বরে—
মম পানে চাহি পার্থ! হের একবার,
নানা বর্ণ, নানা রূপ, নানাবিধ দিব্য কান্তি,
হের রূপ শত শত সহস্র আমার। (৫)

উজ্জ্বল আদিত্য, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, বসু,
অনল, অনিল সর্ব্ব হের ধনঞ্জয়!
অপূর্ব্ব অদৃষ্ট বস্তু আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কত
মম দেহে বীরবর! হের সমুদয়। (৬)

এ নিখিল চরাচর জগৎ আমার দেহে
স্থির চিত্তে গুড়াকেশ! কর নিরীক্ষণ,
অন্য যাহা হেরিবারে বাসনা তোমার প্রাণে,
তাহাও আমাতে স্থিত কর সন্দর্শন। (৭)

তব আঁখি না হেরিবে ঐশ্বরিক রূপ মম,
জ্ঞানের নয়ন দিব্য প্রদানি তোমায়,
এ আঁখিতে ধনঞ্জয়! আমার প্রভাবরাশি
নেহারিবে, প্রাণ তব হেরিতে যা' চায়। (৮)

কহিলা সঞ্জয়,—নৃপ! এত বলি যোগেশ্বর,
দেখাইলা পার্থে স্বীয় রূপ অতুলন,
অনেক বদন আঁখি বহুদিব্য আভরণ,
বহুদিব্যায়ুধধারী অদ্ভুত-দর্শন। (৯-১০)

দিব্য বস্ত্রে সুসজ্জিত সুগন্ধে চর্চ্চিত অঙ্গ,
দিব্য মাল্যে সুশোভিত দেব-কলেবর,
সর্ব্বাশ্চর্য্যময় সেই অসীম সৌন্দর্য্যরাশি,
প্রভাময় বিশ্বরূপ পরম ঈশ্বর। (১১)

একত্র সহস্র সূর্য্য গগনে উদিত হ'য়ে
যদ্যপি প্রকাশে পূর্ণ বিভা সমুজ্জ্বল,
অনন্ত মহিমাময় সে অঙ্গের যেই জ্যোতিঃ,
কথঞ্চিৎ হয় তার উপমার স্থল। (১২)

মুগ্ধ প্রাণ ধনঞ্জয় হেরিলা দেবেশ-দেহে
মহান্ বিরাট বিশ্ব-রহস্য অপার,
অনেক বিভক্তরূপ নানা ভাগে অবস্থিত,
নাহি আদি, নাহি অন্ত, নাহি মধ্য তার। (১৩)

অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ নেহারিয়া ধনঞ্জয়
রোমাঞ্চিত কলেবর বিস্মিত অন্তর,
বার বার নত শিরে নমস্কার করি তাঁরে
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে এই বলে বীরবর—(১৪)

নেহারিনু দেবদেব, তোমার অনন্ত দেহে
সর্ব্ব দেবগণ আদি স্থাবর জঙ্গম,
কমল-আসন ব্রহ্মা, মহর্ষিমণ্ডল, রুদ্র,
দিব্য নাগগণ তাহে হেরি অনুপম। (১৫)

বহু বাহূদর বহু বদন নয়ন তব,
নেহারি অনন্তরূপ জগদ্-ব্যাপিত,
নাহি দেখি সীমা তার, নাহি আদি অন্ত মধ্য,
হেরি প্রভু বিশ্বরূপ জ্যোতিঃ অপ্রমিত। (১৬)

অপূর্ব্ব কিরীটযুক্ত, গদাচক্র ধরি করে,
তেজোরাশি সর্ব্বস্থলে হয় দীপ্তিময়,
অপ্রমেয় প্রভা তব ঝলসিছে আঁখি মোর,
অনল আদিত্য যেন একত্র উদয়। (১৭)

পরম জ্ঞাতব্য তুমি পরম অক্ষর ব্রহ্ম,
পরম নিধান বিশ্বে তুমি ভগবান্‌!
অব্যয় পুরুষ দেব! চিদানন্দ সনাতন,
ধর্ম্মের রক্ষক তুমি ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্‌। (১৮)

নাহি আদি অন্ত তব, বীর্য্য বাহু অন্তহীন,
শশধর দিনকর যুগল নয়ন,
প্রদীপ্ত অনলসম নেহারি বদন তব,
তেজেতে তাপিত করে নিখিল ভুবন। (১৯)

আমার সম্মুখে যাহা নভঃস্থল ভূমণ্ডল
তোমাদ্বারা পরিব্যাপ্ত নেহারি নয়নে,
দশদিকে অবস্থিত অত্যদ্ভুত উগ্ররূপ,
ব্যথিত ত্রিলোক, নাথ! তব দরশনে। (২০)

পশিছে তোমাতে ওই অমরানিবাসী সুর,
ভয়ে কেহ করযোড়ে করিছে স্তবন,
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ স্বস্তিবাক্যে বার বার
করি বহুতর স্তব করিছে দর্শন। (২১)

রুদ্রাদিত্য, বসুগণ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ,
মরুৎ, অশ্বিনীসুত, সাধ্য, পিতৃগণ,
বিশ্বদেব, সিদ্ধগণ, হে ভবেশ হেরিতেছি,
তোমায় বিস্মিত হ'য়ে করে দরশন। (২২)

হে দেবেশ! বহু বক্ত্র, নেত্র, বাহু, উরু, পদ,
অসংখ্য উদর তব, করাল দশন,
হেরি এ মহৎ রূপ ভীত বিশ্ব চরাচর,
ত্রাসে বিকম্পিত মম হইয়াছে মন। (২৩)

হে বিষ্ণু! গগনস্পর্শী উজ্জ্বল বিরাট দেহ,
প্রদীপ্ত বিশাল আঁখি, আয়ত বদন,
হেরি নানাবর্ণ-রূপ বিচলিত প্রাণ মম,
শান্তিশূন্য ধৈর্য্যহীন আমি নারায়ণ! (২৪)

ভীষণ-দশন-যুক্ত প্রলয়-অনল সম
অনন্ত বদন হেরি অনন্ত বিকাশ,
দিশাহারা আমি দেব! নাহি সুখ প্রাণে মম,
দেবেশ! প্রসন্ন হও, জগৎ-নিবাস। (২৫)

নেহারি নৃপতিবর্গ, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ,
সূতপুত্র কর্ণ বীর, গুরু, পিতামহ,
সুহৃৎ, বান্ধবসর্ব্ব, করি দেব! দরশন,
আমাদের মুখ্যতম সেনাগণ সহ,

ভীষণদশনময় করাল বদনে তব
দ্রুতবেগে প্রবেশিছে যেন সর্ব্বজন,
দশনে বিলগ্ন হ'য়ে, দশনের নিষ্পেষণে
চূর্ণিত-মস্তক সবে হয় অনুক্ষণ। (২৬-২৭)

যেরূপ তটিনী-কুল সাগরের অভিমুখে
বেগে ধাবমান হয় মিলিবার তরে,
সেইরূপে দৃশ্যমান এই সব বীরদল,
প্রবেশ করিছে তব বদন-বিবরে। (২৮)

হে দেব! পতঙ্গ যথা মরণের পিপাসায়
প্রদীপ্ত অনলে করে আত্ম-বিসর্জ্জন,
তেমতি বদনে তব, বিনাশিতে আপনারে
প্রবেশিছে বেগবলে লোক অগণন। (২৯)

জ্বলন্ত বদন সর্ব্ব বিশ্বময় লোকগণে
গ্রাস করি পুনঃ পুনঃ করিছে লেহন,
অতিশয় প্রভারাশি উগ্রতম তেজ তব
সন্তপ্ত করিছে দেব! সমগ্র ভুবন। (৩০)

কে তুমি ভীষণরূপে বল মোরে ভগবান্!
করি নমস্কার প্রভো! হও হে সদয়,
তুমি আদি, তব লীলা বড় সাধ জানিবারে;
না জানি প্রবৃত্তি তব, ক্রিয়া সমুদয়। (৩১)

বিকম্পিত অর্জ্জুনেরে কহিলেন নারায়ণ,—
কালরূপে সদা আমি করি লোকক্ষয়,
যদিও না বধ তুমি, তথাপি না রবে কেহ,
প্রতিপক্ষ সৈনদলে বীর সমুদয়। (৩২)

অতএব উঠ তুমি, হও রণে সমুদ্যত,
শত্রু জিনি কর লাভ অতুল গৌরব,
কর মহারাজ্যভোগ ; নিমিত্ত কেবল তুমি,
পূর্ব্বেই বিনাশ আমি করিয়াছি সব। (৩৩)

ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রথ কর্ণ আদি বীরগণ,
আমাদ্বারা বিনাশিত হয়েছে সকল,
হ'য়োনা ব্যথিত পার্থ! কর তুমি অরি জয়,
অনুতাপে করিও না অন্তর বিকল। (৩৪)

কহিলা সঞ্জয়,—পার্থ শুনি গোবিন্দের বাণী,
কম্পিত শরীরে পুনঃ হয়ে কৃতাঞ্জলি,
বার বার ভীতচিত্তে কৃষ্ণে নমস্কার করি
গদ্ গদ ভাবে পুনঃ কহিলেন বলী। (৩৫)

শুনিয়া মহিমা তব হরষিত বিশ্ববাসী,
হৃষীকেশ! তব প্রতি হয় অনুরক্ত,
রক্ষোগণ হয় ভীত, সিদ্ধে করে নমস্কার,
দেবেশ! যথার্থ তাহা, উচিত সতত। (৩৬)

বিধাতার আদি তুমি, অক্ষয় পরম আত্মা,
কেন না নমিবে বিশ্ব চরণে তোমার!
অতীত অসৎসতে, পরব্রহ্ম মহাদেব,
অনন্ত দেবেশ তুমি বিশ্বমূলাধার। (৩৭)

আদি দেব সনাতন পুরাণ পুরুষ তুমি,
বিশ্বের নিধান প্রভু আশ্রয় সকল,
একমাত্র জ্ঞেয় তুমি, পরম জ্ঞাতব্য ধন,
তোমাদ্বারা এ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত সর্ব্ব স্থল। (৩৮)

তুমি যম অগ্নি বায়ু মরুৎ শশাঙ্ক আদি,
পিতামহ প্রজাপতি অনাদি কারণ,
প্রণমি সহস্র বার, পুনর্ব্বার নমস্কার,
পুনঃ পুনঃ নমি দেব তোমার চরণ। (৩৯)

সম্মুখে পশ্চাতে তব করি শত নমস্কার,
সর্ব্বদিকে নারায়ণ! প্রণমি তোমায়,
অনন্ত তোমার বীর্য্য, অসীম বিক্রম তব,
সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ, নমি তব পায় (৪০)

অজ্ঞানে মোহিত হ'য়ে বলিয়াছি কতবার
হে কৃষ্ণ, যাদব, সখা, প্রিয় সহচর,
প্রণয়প্রমাদে মাতি' বলেছি অযোগ্য কত
না জানি' মহিমা তব দেব বিশ্বম্ভর! (৪১)

আহারে, বিহারে, কিম্বা আসনে শয়নকালে
করেছি অপ্রিয় কর্ম্ম, তুমি জগন্নাথ,
তোমার সমক্ষে কত করিয়াছি পরিহাস,
নিজগুণে ক্ষম দেব! সর্ব্ব অপরাধ। (৪২)

তুমি জগতের পিতা, চরাচরে মহাগুরু,
পূজ্য তুমি সকলের, তুমি শ্রেষ্ঠতম,
তোমার সমান আর নাহি কেহ ত্রিভুবনে,
অতুল প্রভাব তব জ্যোতিঃ নিরুপম। (৪৩)

করি কায় অবনত চরণে প্রণাম করি,
হও সুপ্রসন্ন দেব। ক্ষম সর্ব্ব দোষ,
পিতা যথা ক্ষমে পুত্রে, সখারে সখায় ক্ষমে,
প্রেয়সীরে ক্ষমে প্রিয় পরিহরি রোষ। (৪৪)

পরিতুষ্ট প্রাণ মম বিশ্বরূপ দরশনে,
কিন্তু ভয়ে বিচলিত হইতেছে মন,
দেখাও সে সৌম্যরূপ, শান্তিময় দিব্যকান্তি,
দেবেশ ! প্রসন্ন হও, জগদ্-জীবন। (৪৫)

শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে সুসজ্জিত দিব্যকায়,
কিরীটী, উজ্জ্বল অঙ্গ শ্যামল শোভন,
দেখাও সহস্র বাহু ! চতুর্ভুজ রূপ তব,
মনোহর শান্তমূর্ত্তি শান্তিনিকেতন। (৪৬)

উত্তরিলা ভগবান্,—প্রসন্ন তোমায় আমি,
আত্মযোগাধীন মম রূপ তেজোময়,
অনন্ত ও আদ্য যাহা জ্ঞাত নহে কোন জন,
নেহারিলে বিশ্বরূপ তুমি ধনঞ্জয় ! (৪৭)

বেদ অধ্যয়ন করি, করি যজ্ঞ ধ্যান দান,
অগ্নিহোম ক্রিয়া কিম্বা উগ্র তপস্যায়,
অন্য কেহ দেখে নাই পূর্ব্বে এই রূপ মম,
আজি সেই বিশ্বরূপ দেখানু তোমায়। (৪৮)

স্থির হও বীরবর! হেরি এ ভীষণ মূর্ত্তি
ত্রাসে বিচলিত আর করিও না মন,
পরিহরি চিন্তা ভয়, সুপ্রসন্ন করি মন
মম স্নিগ্ধ শান্ত মূর্ত্তি কর সন্দর্শন। (৪৯)

কহিলা সঞ্জয়,—ভূপ! পুনর্ব্বার বাসুদেব
দেখাইলা ধনঞ্জয়ে মূর্ত্তি মনোহর,
সৌম্যরূপে বার বার প্রবোধিলা অর্জ্জুনেরে;
হইল তাহার চিত্ত নির্ভয় সত্বর। (৫০)

অর্জ্জুন বলিলা,—দেব! হেরি তব নররূপ,
পুনর্ব্বার জন্ম যেন হইল আমার,
হ'য়ে ভয়হীন চিত্ত, আত্মসংবরণ করি,
লভিনু অসীম শান্তি প্রসাদে তোমার। (৫১)

উত্তরিলা ভগবান্—নিরখিলে ধনঞ্জয়!
সশরীরে আজি যেই রূপ দুর্দ্দর্শন,
নাহি দেখে ঋষিগণ কঠোর সাধনাবলে,
দেবতাও অভিলাষী করিতে দর্শন। (৫২)

বেদ অধ্যয়ন করি নাহি হেরে হেন রূপ,
তপোদানে নাহি লভে সে দিব্য দর্শন,
যজ্ঞ কিম্বা সাধনায় নাহি দেখে কোন জন,
দেখিয়াছ তুমি যেই রূপ সনাতন। (৫৩)

ভক্তিতে কেবল পার্থ! বশীভূত আমি সদা,
ভক্ত যেই সেই মোরে হেরে নিশি দিন,
ভক্ত যে, আমার তত্ত্ব নিয়ত বিদিত সেই,
ভক্তিতে সাধক হয় আমাতে বিলীন। (৫৪)

মম কর্ম্মপরায়ণ, আমাতে আসক্ত মন,
মম ভক্ত সদাশয়, সঙ্গ-বিবর্জ্জিত,
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্ব্বত্র নির্ব্বৈর বুদ্ধি,
ভক্তিতে আমাতে লীন হয় সে নিশ্চিত। (৫৫)

বিশ্বরূপ দর্শন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

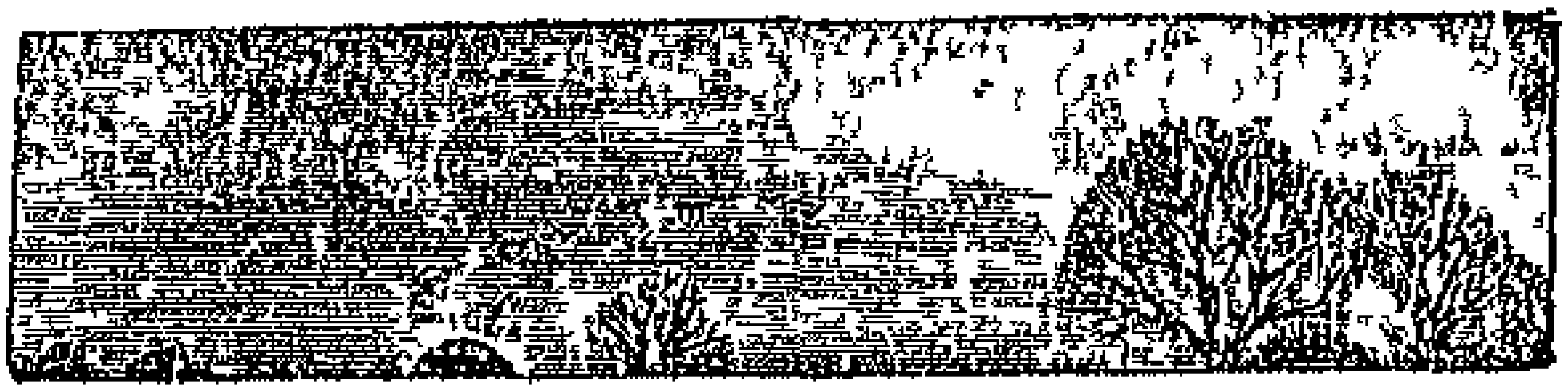

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তি যোগ।

জিজ্ঞাসিলা ধনঞ্জয়,—যোগপরায়ণ যারা
ভক্তি সহকারে করে তব আরাধন,
তাহারা উত্তম, কিম্বা অব্যক্ত পরমাত্মায়
সমাহিত চিত যার, উত্তম সে জন ? (১)

উত্তরিলা ভগবান্,—আমায় অর্পিয়া চিত,
নিবিষ্ট করিয়া মন, মম পূজা করে,
পবিত্র তাহার প্রাণ শ্রদ্ধা সমন্বিত সদা,
যোগিশ্রেষ্ঠ সে মানব অবনী ভিতরে। (২)

যে জন ইন্দ্রিয়াতীত, মনোবুদ্ধি-অগোচর,
অনির্দ্দেশ্য, চিন্তাতীত, জগদ্-ব্যাপিত,
মায়া অবস্থিত, সত্য, অচল অক্ষয়, ধ্রুব—
পরম আত্মায় মন করে সমাহিত, (৩)

রিপু পরিহার করি বিশ্বব্যাপি-সমদৃষ্টি,
সর্ব্বপ্রাণিহিতে রত থাকে অনুক্ষণ,
সত্য কার্য্য ব্রত যার, যোগিশ্রেষ্ঠ সেই জন ;
লভে সে আমায় সাধি এ মহা সাধন। (৪)

অব্যক্ত ঈশ্বর ধ্যানে নিরত হৃদয় যার,
সে সাধক পায় দুঃখ সমধিকতর,
ত্যজি দেহ-অভিমান, ব্রহ্মে লয় করে আত্মা,
এ হেন সাধনা পার্থ! বহু ক্লেশকর। (৫)

আমাতে যে অর্পি' কর্ম্ম অনন্যযোগের বলে
মম উপাসনা ধ্যান করে নিরন্তর,
আমাতে আসক্তচিত, অচিরে তাহারে আমি
করি পার সংসারের দুঃখের সাগর। (৬-৭)

অতএব মম রূপে সমাধিস্থ কর চিত,
আমাতেই মনোবুদ্ধি কর নিবেশিত,
এই দেহান্তর পরে সুখময় শান্তিধামে
আমাতেই অবস্থিতি করিবে নিশ্চিত। (৮)

চঞ্চল মনের বশে, যদিও হে ধনঞ্জয়!
মম প্রতি বুদ্ধি স্থির না পার করিতে,
তথাপি অভ্যাসযোগে কর যত্ন সমধিক,
কর চেষ্টা অভিনব আমারে লভিতে। (৯)

অভ্যাসেও অসমর্থ হও যদি বীরবর!
আমার উদ্দেশ্যে কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
মম কর্ম্মে মোহহীন হইলে মানস তব
ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিবে ধীমান্! (১০)

কর্ম্মেও অশক্ত যদি, সংযত করিয়া মন
আমাতে সকল কর্ম্ম কর সমর্পণ;
সযতনে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিহার কর পার্থ!
আমার আশ্রিত হও অনাসক্ত-মন। (১১)

অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর হয় সদা,
জ্ঞান হ'তে শ্রেষ্ঠ হয় ধ্যান অনুক্ষণ,
ধ্যান হ'তে শ্রেষ্ঠতর কর্ম্মফল পরিত্যাগ,
ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যজি' শান্তি লভে যোগী জন। (১২)

সর্ব্বভূতে দ্বেষহীন, সর্ব্ব জগতের মিত্র,
বিপন্নে করুণাময়, নির্ম্মম নিয়ত,
সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান, ক্ষমাশীল সর্ব্বকালে,
অহঙ্কারশূন্য যার প্রাণ অবিরত, (১৩)

সতত সন্তুষ্ট যোগী, বিশুদ্ধ হৃদয় যার,
সত্য কর্ম্মে দৃঢ়ব্রত, সংযত ইন্দ্রিয়,
মম প্রতি মন বুদ্ধি করিয়াছে সমর্পিত,
সে মম পরমভক্ত, সেই মম প্রিয়। (১৪)

যার দ্বারা কোন প্রাণী নাহি হয় সন্তাপিত,
হর্ষ ভয় ক্রোধ ত্যজি হৃদয় নিষ্ক্রিয়,
লোকদ্বারা কদাচিৎ নহে সন্তাপিত চিত,
উদ্বেগ-বিমুক্ত হিয়া সেই মম প্রিয়। (১৫)

অনপেক্ষ যেই নিত্য, অনলস, শুদ্ধ চিত,
ধরণীতে কিছু যার নাহি স্পৃহণীয়,
উদাসীন, ব্যথাহীন, ফলভোগ-পরিত্যাগী,
মম ভক্ত যেই পার্থ! সে আমার প্রিয়। (১৬)

প্রিয় প্রাপ্তে নহে সুখী, অপ্রিয়েও নাহি দ্বেষ,
শোকে অচঞ্চল মন, নাহি বাঞ্ছনীয়,
শুভ বা অশুভ সর্ব্ব করিয়াছে পরিহার,
ভক্তিমান্ পুণ্য-আত্মা সেই মম প্রিয়। (১৭)

শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান নাহি ভেদাভেদ কিছু,
মান অপমান যার তুল্য সর্ব্বক্ষণ,
শীতে উষ্ণে একভাব, আসঙ্গ-বর্জ্জিত চিত,
সমতুল্য স্তুতি নিন্দা, জ্ঞান-পরায়ণ, (১৮)

সর্ব্বদা সংযতবাক্য, নাহি বাহ্য আড়ম্বর,
যথা লাভে পরিতুষ্ট হৃদয় যাহার,
সদা কাল একস্থানে না করে বসতি যেই,
মম প্রিয়, সেই মম ভক্ত নির্ব্বিকার। (১৯)

এইরূপে মন যার মম পরায়ণ হয়,
মম এই ধর্ম্মামৃত যা'র সেবনীয়,
ভক্তিযুক্ত শ্রদ্ধাবান্ নির্ম্মল হৃদয় যার,
ধনঞ্জয় ! সে আমার অতিশয় প্রিয়। (২০)

ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ।

"জানিতে বাসনা অতি" কহিলেন ধনঞ্জয়,
"প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, কেশব!
অনুপম সেই বাক্য, জ্ঞান ও জ্ঞাতব্য যাহা,
বিস্তারিয়া তত্ত্বরাশি বল মোরে সব।" (১)

কহিলেন ভগবান্—হে কৌন্তেয়! এই দেহ
ক্ষেত্র বলি সদা কালে আছে অভিহিত,
জ্ঞাত যে ইহার তত্ত্ব, ক্ষেত্রজ্ঞ তাহার নাম,
বলে ইহা ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্। (২)

হে ভারত সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও মোরে,
ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানসমুদয়
তত্ত্বজ্ঞান সেই পার্থ! মোক্ষের সাধন হেতু,
ইহাই আমার মত শুদ্ধ তত্ত্বময়। (৩)

সে ক্ষেত্র যাদৃশ, যথা বিকার উৎপত্তি তার,
ক্ষেত্রজ্ঞ-প্রভাব যাহা, শুন সংক্ষেপতঃ,
নানা ছন্দে ঋষিগণ গাইয়াছে গুণ তার,
বেদ আদি ব্রহ্মবাক্যে করিয়া বর্ণিত। (৪-৫)

পরম প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মহাভূত,
হে অর্জ্জুন! দশবিধ ইন্দ্রিয় ও মন,
পঞ্চেন্দ্রিয়-অনুভূত বিষয় বর্ণিত যত—
রূপ, রস, গন্ধ আর শব্দ, পরশন, (৬)

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনা ও সহিষ্ণুতা,
ইহার সমষ্টিরূপ দেহ জীবাত্মার,
সবিকার ক্ষেত্রনামে এ সকল অভিহিত,
সংক্ষেপে বর্ণনা পার্থ! করিলাম তার। (৭)

মানদম্ভহীন ভাব, অহিংসা ও সরলতা,
আচার্য্যের উপাসনা, ক্ষমা, শৌচ আর,
ইন্দ্রিয়বিজয়, স্থৈর্য্য, আত্মবিনিগ্রহ আদি,
বৈরাগ্য বিষয়ভোগে, গর্ব্ব পরিহার,

জন্ম-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-দুঃখ-দোষ দরশন,
দারপুত্র-গৃহ প্রতি অনাসক্ত মন,
সঙ্গত্যাগ, ইষ্টানিষ্টে নিরন্তর সমভাব,
ব্যভিচারহীন ভক্তি, অনন্য সাধন,

জনহীন দেশ-সেবা, বিরক্তি জনতা প্রতি,
উপার্জ্জন আধ্যাত্মিক জ্ঞান অবিরত,
জীবাত্মা ও পরমাত্মা নিত্যানিত্য সমজ্ঞান,—
জ্ঞান ইহা ; বিপরীত অজ্ঞান কথিত। (৮-১২)

জানিলে যে মহাতত্ত্ব মোক্ষলাভ করে নর,
একমাত্র জ্ঞেয় তত্ত্ব কহিব বিস্তার—
অনাদি পরমব্রহ্ম তিনি জ্ঞেয় চরাচরে,
সদসৎ নহে কিছু স্বরূপ তাঁহার। (১৩)

সর্ব্বত্রই মুখ শ্রুতি লোচন বদন তাঁর,
সর্ব্বব্যাপি-করতল অনন্ত চরণ,
এ হেন পরমব্রহ্ম সত্য ও অনন্তরূপ
অবস্থিতি করিছেন ব্যাপিয়া ভুবন। (১৪)

সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ যাঁর দ্বারা প্রকাশিত,
সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত সত্য নারায়ণ,
সর্ব্বাধার গুণাতীত, সঙ্গবিবর্জ্জিত নিত্য,
সকল গুণের ভোক্তা পরম কারণ। (১৫)

জীবের অন্তরে তিনি, তিনিই বাহিরে তার,
তাঁরি দ্বারা পরিব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর,
অতি সূক্ষ্মতমরূপ তাই অবিজ্ঞেয় সদা,
সন্নিকটে থাকি তাই অতি দূরতর। (১৬)

তিনিই কারণরূপে অবিভক্ত জীবগণে,
কার্য্যরূপে জীবগণে ভিন্ন অনুক্ষণ,
জীবের পালক স্বামী, তিনি জ্ঞেয় অভিহিত,
প্রলয়ে সংহারকারী, সৃষ্টিতে কারণ। (১৭)

জ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ তিনি প্রকাশক সর্ব্বকালে,
তমসে পরমরূপে তিনি অধিষ্ঠিত,
তিনি জ্ঞান, জ্ঞানগম্য, তাঁহারি স্বরূপ জ্ঞেয়,
মানব হৃদয়াসনে তিনি অবস্থিত। (১৮)

করিনু তোমার পার্থ! বাসনা পূরণ আজি,
বর্ণিলাম সংক্ষেপতঃ ক্ষেত্র, জ্ঞেয়, জ্ঞান ;
জানি তত্ত্ব ভক্ত মম, মম ভাবগত হ'য়ে
লভয়ে অনন্ত শান্তি পরম নির্ব্বাণ। (১৯)

প্রকৃতি পুরুষ যাহা, শুন এবে কুরুবর!
অনাদি বলিয়া তুমি জানিও উভয় ;
মানবের সুখ দুঃখ দেহের বিকার আদি
প্রকৃতি-সম্ভব সর্ব্ব, ব্যাপ্ত বিশ্বময়। (২০)

কার্য্য ও কারণ যাহা হেরিছ ভুবনময়,
হেতুরূপে প্রকৃতির তাহে অধিষ্ঠান,
সুখ দুঃখ আদি যাহা প্রকৃতির গুণচয়,
সম্ভোগ করয়ে সেই পুরুষ প্রধান। (২১)

পুরুষ প্রকৃতি সাথে সম্মিলিত রহি সদা
প্রকৃতির গুণচয় করেন গ্রহণ ;
আত্মা যে জনম লভে নীচ কিম্বা উচ্চ কুলে,
এ হেন প্রকৃতি যোগ তাহার কারণ। (২২)

জানিও এ দেহ মাঝে সে দিব্য পুরুষবর
কর্ম্মেতে নিষ্ক্রিয় থাকি সাক্ষিরূপে স্থিত,
ত্যজি প্রতিপক্ষ ভাব সর্ব্বকর্ম্মে অনুমন্তা,
ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, নামে অভিহিত। (২৩)

পুরুষ ও প্রকৃতিকে গুণ সহ জানে যারা,
যদিও সকল কর্ম্মে রহে সম্মিলিত,
তথাপি বিমুক্ত তা'রা সংসারবন্ধন-হীন,
পুনর্ব্বার জন্ম নাহি লভয়ে নিশ্চিত। (২৪)

কেহ ধ্যান-যোগ দ্বারা করি সমাহিত মন
আপনাতে হেরে আত্মা উজ্জ্বল বিভায়,
কেহ সাঙ্খ্যযোগ দ্বারা করে আত্মা নিরীক্ষণ,
কেহ কর্ম্মযোগে করে দরশন তায়। (২৫)

কেহ বা নিহিত থাকি অজ্ঞানের অন্ধকারে
অন্যমুখে শুনি হয় সেবক আত্মার,
অজ্ঞানী হলেও সেই শ্রুতিপরায়ণ ধীর
অতিক্রম করি যায় মৃত্যু-অধিকার। (২৬)

স্থাবর জঙ্গম আদি যাহা কিছু লভে জন্ম,
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে হয় বীরবর !
সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজিত মহেশ্বর,
লয়েতে অব্যয় হেরে আত্মদর্শী নর। (২৭-২৮)

সর্ব্বত্রই তুল্য ভাবে নিরখে ঈশ্বরে যেই,
ভুলে যায় এ জগৎ, আমিত্ব সে জন,
নাহি রহে অহঙ্কার, না হিংসে আত্মায় আত্মা,
লভয়ে পরমগতি শান্তিনিকেতন। (২৯)

এ জগতে কর্ম্ম যেই জানে প্রকৃতির কার্য্য,
আত্মাকে নিষ্ক্রিয়ভাবে করে নিরীক্ষণ,
সেইজন জ্ঞানবান্ আত্মা সুবিদিত তার,
যথার্থ সে করিয়াছে আত্মা দরশন। (৩০)

ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিগণে নেহারে আত্মায় স্থিত,
আত্মায় উদ্ভুত বিশ্ব করে নিরীক্ষণ,
এই দিব্যজ্ঞান যার প্রস্ফুটিত হয় প্রাণে,
জানিও ব্রহ্মত্ব সেই লভয়ে তখন। (৩১)

অনাদি নির্গুণ ব্রহ্ম অব্যয় পরম আত্মা
যদিও শরীরে সদা রহে অবস্থিত,
তথাপি কর্ম্মের সনে সম্বন্ধ নাহিক তার,
কর্ম্মেতে বিলিপ্ত নাহি হয় কদাচিত। (৩২)

সর্ব্বগত নভঃ যথা হইয়া দিগন্তব্যাপী
সূক্ষ্ম বলি নাহি হয় বিলিপ্ত কখন,
সমভাবে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত থাকি নিত্য
হে পার্থ! পরম আত্মা নির্লিপ্ত তেমন। (৩৩)

হে ভারত! রবি যথা উদিয়া গগনবুকে
চরাচর এ জগৎ করয়ে প্রকাশ,
সেরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ এক নিরন্তর বিশ্বমাঝে
করিছেন অন্তহীন ক্ষেত্রের বিকাশ। (৩৪)

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ হেরি জ্ঞান নয়নেতে,
জীবের প্রকৃতি মুক্তি জানে যেই জন,
লভে সে পরম তত্ত্ব অনন্ত অব্যয় সত্য,
নির্ব্বিকার মোহহীন হয় তার মন। (৩৫)

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগনামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গুণত্রয়-বিভাগ যোগ।

কহিলেন ভগবান্ শুন পার্থ। পুনরায়,
জ্ঞানমধ্যে যেই জ্ঞান পরম উত্তম,
যে জ্ঞান হইয়া জ্ঞাত সিদ্ধিকামী মুনিগণ
লভে পরমার্থসিদ্ধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম। (১)

এই সুমহৎ জ্ঞান, এ জ্ঞান আশ্রয় করি
মম ধর্ম্মান্বিত হয় সিদ্ধ জীবগণ,
ভীষণ প্রলয় কালে না হয় বিলীন তারা,
কল্পারম্ভে নাহি করে জনম গ্রহণ। (২)

প্রকৃতি আধার মম, করি তাহে গর্ভাধান,
তাহাতেই লভে জন্ম সর্ব্বভূতগণ,
নিখিল জগৎ মাঝে হেরিছ আকৃতি যত,
আমি বীজপ্রদ পিতা, প্রকৃতি কারণ। (৩-৪)

প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, সত্ত্ব আর রজ, তম,
প্রকৃতিতে সমুৎপন্ন এই গুণত্রয়
নির্ব্বিকার আত্মা সনে দেহ প্রতিবদ্ধ করে,
শরীর আত্মার যোগ সম্ভাবিত হয়। (৫)

হে অনঘ! গুণত্রয়ে নিরমল সত্ত্বগুণ,
আত্মতত্ত্বপ্রকাশক শান্ত শুদ্ধতম,
পবিত্র স্বভাব তার, সুখ সঙ্গে জ্ঞান সঙ্গে
মানব-আত্মায় করে বদ্ধ, অরিন্দম! (৬)

রাগাত্মক রজোগুণ, অনুরাগ ভাব তার,
আসঙ্গ ও তৃষা তাহে হয় সমুদ্ভূত,
কর্ম্মেতে নিবদ্ধ করে মানবের প্রাণমন,
হে পার্থ! ঐ রজোগুণ সদা কর্ম্মযুত। (৭)

অজ্ঞানের অন্ধকারে তমের বিকাশ সদা,
মানবহৃদয়ে সেই হয় ভ্রমপ্রদ,
প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, মোহকরী শক্তি দিয়া
তমোগুণ নরগণে করে আবরিত। (৮)

শান্তিপূর্ণ সত্ত্বগুণ নির্ম্মল আনন্দময়
সুখসঙ্গে নরগণে করে সম্মিলিত,
রজ করে কর্ম্মযুক্ত ; জ্ঞান আবরণ করি
তম করে মানবেরে প্রমাদে পাতিত। (৯)

অভিভূত করি কভু রজস্তমে সত্ত্ব গুণ
আপনার শান্ত মূর্ত্তি করয়ে প্রকাশ,
অবরোধি সত্ত্বতমে রজ প্রকাশিত কভু,
রোধি সত্ত্বরজে কভু তমের বিকাশ। (১০)

সর্ব্বদ্বার-সমন্বিত এই দেহে বীরবর !
যবে শুধু শুদ্ধজ্ঞান হয় প্রকাশিত,
নাহি থাকে হিংসা দ্বেষ, ক্রোধজয়ী হয় মন,
জেন সত্ত্বগুণ তাহে হয়েছে বর্দ্ধিত। (১১)

বিষয়ে অদম্য লোভ, কর্ম্মেতে অশান্ত স্পৃহা,
প্রবৃত্তি উদ্যম আদি জনমে সকল,
অশান্তিতে প্রাণ মন আচ্ছাদিত করে যবে,
জেন পার্থ! রজোগুণ তখনি প্রবল। (১২)

মোহময় প্রাণমন, অপ্রবৃত্তি হয় যবে,
চঞ্চল হৃদয় হয় প্রমাদে পতিত,
জ্ঞানালোক অবিবেকে আবরিত রহে সদা,
হে ভারত! তমোগুণ তখনি বর্দ্ধিত। (১৩)

সত্বগুণ প্রাণে যবে বর্দ্ধমান হয় বীর!
সেই কালে যদি নর করয়ে প্রয়াণ,
উজ্জ্বলিত জ্ঞানালোকে নিরমল মহত্তম
লোক প্রাপ্ত হয় সেই নর পুণ্যবান্। (১৪)

বর্দ্ধিত থাকিতে রজ, হয় যদি দেহত্যাগ,
কর্ম্মাসক্ত গৃহে করে জনম গ্রহণ,
তমের প্রভাব কালে হয় যদি দেহপাত,
পশু আদি হীন দেহ করে সে ধারণ। (১৫)

সুকৃত কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সাত্বিক সুখ,
রজসের ফল পার্থ! নিত্য দুঃখময়,
তমেতে উদ্ভূত কর্ম্ম, অজ্ঞান তাহার ফল,
নির্দ্দেশিত আছে ইহা সর্ব্ব বিশ্বময়। (১৬)

সত্ত্বেতে বিকাশে জ্ঞান অনন্ত শকতিময়,
রজোগুণে জন্মে লোভ হে শ্বেতবাহন।
মায়াময় তমোগুণে হইতেছে বিকসিত
অজ্ঞান, প্রমাদ, মোহ, ভ্রম অনুক্ষণ। (১৭)

সত্ত্বের সেবকগণ ঊর্দ্ধে করে অবস্থান,
রজোগুণাশ্রিত করে মধ্যে অবস্থিতি,
জঘন্য তামস গুণ, তাহার আশ্রিত যেই,
সতত তাহার হয় অধোলোকে গতি। (১৮)

ত্রিগুণে উৎপন্ন কর্ম্ম, নাহি তার কর্ত্তা আর,
বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা হয় সম্পাদিত,
ত্রিগুণ-অতীত আত্মা জ্ঞাত যেই পুণ্যবান্
ব্রহ্মপদ লভে সেই যোগী সমাহিত; (১৯)

দেহসমুদ্ভূত এই ত্রিগুণ-অতীত হ'য়ে
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখে মুক্ত অনুক্ষণ,
অনন্ত অমৃতময় শান্তিপূর্ণ মোক্ষধামে
অধিকারী হয় সেই সাধু মহাজন। (২০)

কহিলা অর্জ্জুন—প্রভো! যে জন ত্রিগুণাতীত
কিবা সে লক্ষণ তার কিবা অভিজ্ঞান,
কি রূপ আচার তার, কি প্রকার ব্যবহার,
কোন্ গুণে এ ত্রিগুণে তরে, ভগবান্! (২১)

কহিলেন ভগবান্—প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহে
প্রবৃত্ত থাকিয়া কভু দ্বেষ নাহি করে,
অথবা নিবৃত্ত থাকি আকাঙ্ক্ষা না করে তাহে,
ভাসে নির্ব্বিকারচিত সন্তোষ-সাগরে, (২২)

ধরিয়া মানব দেহ সংসার-মোহের মাঝে
নির্লিপ্ত রহে যে নিত্য উদাসীন সম,
বিকার বা গুণ যারে বিচলিত নাহি করে,
অচঞ্চল, কার্য্যে রত থাকি অনুক্ষণ, (২৩)

সুখ দুঃখ সমতুল্য, প্রিয়াপ্রিয় এক ভাব,
নাহি দ্বেষ, নাহি তুষ্টি, স্থির ধীর মন,
নিন্দাস্তুতি সমজ্ঞান, হরষ-বিষাদ-হীন,
একরূপ জ্ঞান যার মৃত্তিকা কাঞ্চন, (২৪)

যে স্থান করিলে লাভ নাহি পুনঃ আবর্ত্তন,
সুপবিত্র সেই পদ করি অন্বেষণ,
যা'হতে জনম লভে পুরাণ প্রবৃত্তি-চয়,
ভজি সে পুরুষ-পদে লইবে শরণ। (৪)

মানমোহ-বিবর্জ্জিত, বিজিত-আসঙ্গদোষ,
বিবেকী, নিয়ত আত্মজ্ঞান-পরায়ণ,
নিবৃত্ত-কামনারাশি, সুখদুঃখ-দ্বন্দ্ব-মুক্ত,
লভে তারা অব্যয় এ পদ সনাতন। (৫)

যে স্থান আদিত্য অগ্নি নাহি করে প্রকাশিত,
শশাঙ্ক ঢালে না যথা উজ্জ্বল কিরণ,
স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় আমার পরম ধাম,
তথা গেলে পুনর্জ্জন্ম না হয় কখন। (৬)

হে পার্থ! আমার অংশ পরিব্যাপ্ত জীবলোকে,
জন্মে জীব লভি মম অংশ সনাতন,
থাকি প্রকৃতিতে স্থিত চিত্তাদি ইন্দ্রিয় ছয়
ভোগতরে জীবলোকে করে আকর্ষণ। (৭)

জীবনের অবসানে দেহ পরিত্যাগ করে,
কিম্বা দেহ পরিগ্রহে যবে জীবগণ,
ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গণে গ্রহণ করেন পার্থ!
কুসুমের গন্ধ যথা হরে সমীরণ। (৮)

হে ভারত! এই জীব নয়ন, শ্রবণ, ঘ্রাণ,
স্পর্শন, রসনা, মনে থাকি অধিষ্ঠিত,
বাহ্য জগতের সনে সংযোজিত রহি সদা,
বিষয়ের অনুসেবা করে নিয়মিত। (৯)

করে জীব দেহে স্থিতি, অথবা বিষয়ভোগ,
কিম্বা দেহান্তরে পুনঃ করয়ে গমন,
নিত্য গুণাতীত জীবে নাহি হেরে মূঢ় জন,
সে দেখে, বিবেকে যার উজ্জ্বল নয়ন। (১০)

যত্নবান্ যোগিজন নিরখে পার্থিব দেহে
বিরাজিত সত্যময় আত্মা সর্ব্বক্ষণ,
অচেতা, অকৃত-আত্মা, মন্দবুদ্ধি যে মানব,
বহু যত্নে নাহি পায় আত্ম-সন্দর্শন। (১১)

আদিত্য যে তেজদ্বারা করে বিশ্ব প্রকাশিত,
সুধাংশুর প্রভা যাহা নিত্য সুধাময়,
হুতাশনে যেই তেজ উজ্জ্বলিত বীরবর!
আমারি তেজের অংশ হয় সমুদয়। (১২)

অনন্ত জীবের বাস বিপুল ধরণী-রাজ্য
মম শক্তি অবিরত করিছে ধারণ,
আমি রসাত্মক রূপে সোমরস ধরণীতে
করিতেছি পরিপুষ্ট সর্ব্ব তরুগণ। (১৩)

আমিই জঠর-অগ্নি আশ্রিত প্রাণীর দেহে,
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় অন্ন চতুর্ব্বিধ,
প্রাণ ও অপান যোগে করিতেছি পরিপাক,
অসীম শকতি মম সর্ব্বত্র বিস্তৃত। (১৪)

সর্ব্বভূত-হিয়া মাঝে আমি সন্নিবিষ্ট পার্থ!
স্মৃতি, জ্ঞান, বিস্মরণ, আমা হ'তে হয়,
আমি সর্ব্ববেদে বেদ্য, আমিই বেদান্তকারী,
আমি বেদবিদ্‌রূপে ব্যাপ্ত বিশ্বময়। (১৫)

দ্বিবিধ পুরুষ পার্থ! প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বলোকে,
ক্ষর ও অক্ষর নাম বিদিত দোঁহার,
মায়া-অবস্থিতশক্তি, অক্ষর পুরুষ সেই,
সর্ব্বভূতে দেহগত, ক্ষর নাম তার। (১৬)

ভিন্ন এ পুরুষদ্বয়ে উত্তম পুরুষবর
পরমাত্মা নামে সদা হন অভিহিত,
অব্যয় ঈশ্বর তিনি, গতি মুক্তি সর্ব্বলোকে,
অসীম এ বিশ্বরাজ্য তাঁহারি পালিত। (১৭)

ক্ষরের অতীত আমি, অক্ষরে উত্তম পার্থ!
পবিত্র স্বরূপ মম পুণ্যের আধার,
এই হেতু বিশ্বময় বর্ণিয়া পুরুষোত্তম,
মম তত্ত্ব লোকে বেদে করিছে প্রচার। (১৮)

হে ভারত! চিত্ত যার অসংমূঢ় সত্যব্রত,
জানে যে পুরুষোত্তম আমি সর্ব্বময়,
সর্ব্বভাবে ভজে মোরে পরিপূর্ণপ্রেমসহ,
সেই জন সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞ-হৃদয়। (১৯)

হে পার্থ! এ মহাজ্ঞান শাস্ত্রযুক্ত গুহ্যতম ;
বিদিত এ হেন জ্ঞান বুদ্ধিমান্ জন,
কৃতার্থ সে হয় সদা, সংসার কখন তারে
নাহি করে শোক-দুঃখ-ভীতি প্রদর্শন। (২০)

পুরুষোত্তমযোগনামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

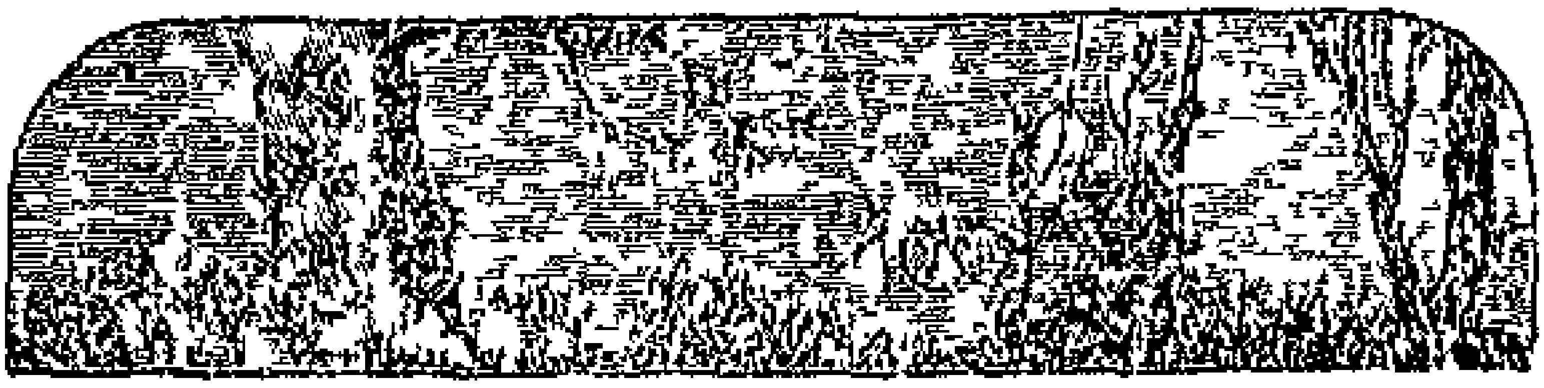

ষোড়শ অধ্যায়।

দৈবাসুরসম্পত্তি-বিভাগ যোগ।

কহিলেন ভগবান্—শুন পার্থ! দৈবগুণ—
দান, যজ্ঞ, সরলতা, অহিংসা, অভয়,
স্বাধ্যায়, প্রসন্নভাব, জ্ঞানযোগে অবস্থিতি,
অলোভ, অক্রোধ, দয়া সর্ব্বভূতময়,

ক্ষমা, ধৃতি, তপ, ত্যাগ, সত্য, শান্তি, অখলতা,
মৃদুতা, অনভিমান, চাপল্য-বর্জ্জন
লজ্জা, তেজ, শৌচ, দম, দৈবগুণে অভিজাত
যে মানব, প্রাণে তার রাজে অনুক্ষণ। (১-৩)

দম্ভ, দর্প, অভিমান, অজ্ঞান ও ক্রোধরাশি,
নিষ্ঠুরতা-আদি যত নীচবৃত্তিচয়
নিয়ত প্রবলভাবে বিরাজে তা'দের মনে,
আসুরী সম্পদে যারা অভিজাত হয়। (৪)

দৈবগুণ যাহাদের, মোক্ষলাভ করে তা'রা,
আসুরী প্রকৃতি করে সংসারে বন্ধন,
দৈব জন্ম করি লাভ, শুদ্ধকুল-জাত হ'য়ে
কেন শোকাকুল তবে করিতেছ মন ? (৫)

জগতে দ্বিবিধ সৃষ্টি, দৈবী ও আসুরী পার্থ!
দৈবী যাহা বর্ণিয়াছি করিয়া বিস্তার,
আসুরী সৃষ্টির কথা শুন এবে ধনঞ্জয়!
কিরূপ লক্ষণ তার কিবা ব্যবহার। (৬)

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিছু না জানে অসুর জন,
শৌচ বা আচার তারা নহে অবগত,
নাহি জানে সত্যনিষ্ঠা, অসংযত প্রাণমন,
উন্নত জীবনতরু নিত্য অবনত। (৭)

কহে তারা অবিরত অপ্রতিষ্ঠ অনীশ্বর
অনিত্য অসত্য এই জগৎ সংসার,
কাম হেতু লভে জন্ম জগতের সৃষ্টি যত,
নয়নে তাদের সদা মোহ-অন্ধকার। (৮)

অল্প বুদ্ধি তাহাদের কুজ্ঞান-আশ্রিত সদা,
ধরার পরম শত্রু এ হেন অজ্ঞান,
সাধিছে অহিত কত জগৎ ক্ষয়ের লাগি,
করিতেছে উগ্রতর কর্ম্ম অনুষ্ঠান। (৯)

দুষ্পূরণ কামনার আশ্রিত তাদের মন,
মান-দম্ভ-মদান্বিত দুর্ম্মদ হৃদয়,
নিয়ত অশুচি ব্রত, অসৎ উপায়ে তারা
অশুভ-সংগ্রহে সদা যত্নবান্ হয়। (১০)

মৃত্যু কালাবধি তারা চিন্তা করে অনুক্ষণ
বিষয় অপরিমেয়, সংরক্ষণ তার;
নিশ্চয় জানিছে মনে শ্রেষ্ঠ সে কামনাভোগ,
কামনা-সাধন জানে জীবনের সার। (১১)

শত শত আশাপাশে বিনিবদ্ধ থাকি তারা,
কামক্রোধ-পরায়ণ হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ,
কামনা-ভোগের তরে করিয়া অন্যায় কর্ম্ম
করিতেছে নিরন্তর অর্থ উপার্জ্জন। (১২)

সদা তারা চিন্তে মনে, "অদ্য এ করিনু লাভ,
"কল্য অন্য মনোরথ করিব পূরণ,
"অতুল সম্পত্তি মম, ভবিষ্যতে হবে আরো,
"কত শত শত্রুগণে করেছি দমন," (১৩)

"অপরে করিব হত, আমি সর্ব্বেশ্বর, ভোগী,
"আমি সিদ্ধ বলবান্, সুখী অবিরত,
"আমি মহাকুলশালী, মম সম নাহি কেহ,"
অজ্ঞানে মোহিত নর ভাবিছে নিয়ত। (১৪-১৫)

বহুবিধ ভ্রান্তিজালে বিভ্রান্ত হৃদয় মন,
জ্ঞানহীন নরগণ মোহ-সমাবৃত,
আসক্ত কামনা-ভোগে অবিরত ধনঞ্জয়।
অশুচি নরকে তারা হয় নিপতিত। (১৬)

আপনারে শ্রেষ্ঠ ভাবে অহঙ্কারী মূঢ়জন,
ধন-মান-মদান্বিত, অনম্র-হৃদয়,
দম্ভপরবশ হ'য়ে, অবিধিপূর্ব্বক তারা
নামযজ্ঞ-অনুষ্ঠানে উৎসাহিত হয়। (১৭)

অহঙ্কার বলদর্পে আশ্রিত তাহারা সদা,
কামক্রোধ-অনুগত রহে নিশিদিন,
আত্মপর সর্ব্বদেহে মম সত্তা না বুঝিয়া,
আমায় বিদ্বেষ করে তত্ত্বজ্ঞানহীন। (১৮)

আমায় বিদ্বেষ করে ক্রূর-মনা নরাধম,
সতত অশুভদর্শী মোহাবৃত-মন,
এ বিশ্বসংসার-মাঝে নিয়ত তাহারে আমি
আসুরী যোনিতে পার্থ! করি নিক্ষেপণ। (১৯)

জন্ম জন্ম নীচ জন্মে বিমূঢ় স্বভাব-বশে
নাহি জানে আমি প্রভু ত্রিলোকের স্বামী,
না জানিয়া তত্ত্ব মম মোহের আবেশে ভোর,
হে কৌন্তেয়! বার বার হয় অধোগামী। (২০)

কাম আর ক্রোধ, লোভ, আত্মবিনাশের মূল,
জানিও ত্রিবিধ এই নরকের দ্বার;
অতএব এই পথে না করিয়া পদার্পণ
সতত যতনে তাহা কর পরিহার। (২১)

তমের এ দ্বারত্রয়ে বিমুক্ত মানব যেই,
সাধি আত্ম-শ্রেয়স্কর মহৎ সাধন,
মুক্ত হ'যে মোহ পাশে, আনন্দ-পূরিত প্রাণে
লভে সে পরমগতি সত্য সনাতন। (২২)

যেই জন অবিরত অবহেলি শাস্ত্র-বিধি
আপনার ইচ্ছামত করে বিচরণ,
না লভে পরমগতি সে মূঢ় মানব পার্থ!
সিদ্ধি-সুখ প্রাপ্ত নাহি হয় কদাচন। (২৩)

কি তব কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিবা অকর্ত্তব্য তব,
শাস্ত্রই প্রমাণ তার, শাস্ত্র নিদর্শন,
শাস্ত্রের বিধান যাহা, অবগত হ'য়ে তাই
কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে রত হও অনুক্ষণ। (২৪)

দৈবাসুরসম্পত্তি-বিভাগ-যোগনামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ।

সুধিলেন ধনঞ্জয়—যাহারা শাস্ত্রের বিধি
অবিদিত থাকি করে শাস্ত্রের লঙ্ঘন,
কিন্তু শ্রদ্ধাসহকারে করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান
ভক্তিভরে প্রাণমন করি সমর্পণ,

কোন্ নিষ্ঠা তাহাদের?—ভক্তিরসপ্রপূরিত
তাদের সে নিষ্ঠা দেব! বলহে কেমন,
সাত্ত্বিকী বা রাজসিকী অথবা তামসী তাহা,
করুণা করিয়া দাসে কহ নারায়ণ। (১)

উত্তরিলা ভগবান্ সুধাময় কণ্ঠস্বরে—
জনমে ত্রিবিধ শ্রদ্ধা নরের স্বভাবে,
রাজসিক, তামসিক, সাত্ত্বিক স্বরূপ তার,
শুন পার্থ! সেই তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে। (২)

হৃদয়ের অনুরূপ শ্রদ্ধায় জনম হয়,
ত্রিবিধ শ্রদ্ধায নব নিয়ত ভূষিত,
যেরূপ মনের গতি, হয় সেই ভাবগত,
যে যেমন, সেইরূপ শ্রদ্ধাসমন্বিত। (৩)

দেব-উপাসক যেই, সাত্ত্বিকী তাহার নিষ্ঠা;
যক্ষ কিম্বা রাক্ষসাদি করে যে সাধন,
রাজসী তাহার নিষ্ঠা; শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়ে সদা
তমো-নিষ্ঠ ভূত-প্রেত করে আরাধন। (৪)

কামরাগ-বলান্বিত দম্ভ-অহঙ্কারসহ
কঠিন তপস্যা করে শাস্ত্র-অবিহিত,
কাঠিন্যে বিশুষ্ক দেহ ম্রিয়মাণ আত্মা তার,
ক্রূর সে আসুরী নিষ্ঠা জানিও নিশ্চিত। (৫-৬)

আহার ইত্যাদি সর্ব্ব বিভিন্ন ত্রিগুণে প্রিয়,
যজ্ঞ, তপ, দান, ধ্যান, জেন সেইরূপ,
ভেদ তার শুন পার্থ। যে গুণ যাহার প্রাণে,
তাহার বাসনা শ্রদ্ধা হইবে তদ্রূপ। (৭)

যাহাতে আয়ুর বৃদ্ধি, আরোগ্য, চিত্তের স্থৈর্য্য,
অকৃত্রিম সুখ, প্রীতি করে বিবর্দ্ধন,
বলকারী, রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থির, মনোরম,
সাত্ত্বিকের প্রিয় খাদ্য তাহা সর্ব্বক্ষণ। (৮)

কটু, অম্ল, লবণাক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ আর
উত্তাপ-বর্দ্ধক আছে আহারীয় যত,
সে সব রাজস খাদ্য, রোগ শোক জন্মি তাহে
মানবেরে ক্লেশ দান করে অবিরত। (৯)

মন্দ-পক্ক, রসহীন, পূতিগন্ধি, পর্য্যুষিত,
অমেধ্য, উচ্ছিষ্ঠ দ্রব্য কদর্য্য আহার
তামসিকভাবাপন্ন প্রিয়তম করে জ্ঞান,
তাহাতেই পরিতৃপ্ত রহে অনিবার। (১০)

ত্যজি সর্ব্ব ফলাকাঙ্ক্ষা সমাহিত করি চিত,
বিশুদ্ধ পবিত্র প্রাণে হইয়া নিষ্কাম
অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্ম সাধন করে,
হে পার্থ! সাত্ত্বিক যজ্ঞ কহে তার নাম। (১১)

ফলের আকাঙ্ক্ষী হ'য়ে, যশের বাসনা করি,
রাখিয়া হৃদয়মাঝে আসক্তি প্রবল,
যে যজ্ঞে হইবে রত, জানিও ভরতর্ষভ !
রাজসিক মতে তাহা করয়ে সফল। (১২)

যে যজ্ঞ অবিধিমত, অদক্ষিণ, দানহীন,
শুদ্ধমন্ত্রহীন যাহা, শ্রদ্ধা-বিরহিত,
তামসিক যজ্ঞ সেই, তমোময় নরগণ
এ হেন সাধন পার্থ! করে সংসাধিত। (১৩)

দেব দ্বিজ গুরুজনে অর্চ্চনা ভকতিসহ,
প্রাজ্ঞজনগণে পূজা শ্রদ্ধাসহকারে,
শৌচ, সরলতা, আর অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্য,
শারীরিক তপ, পার্থ! বলে এ সবারে। (১৪)

সত্যময় হিতপ্রিয় অনুদ্বেগকর বাক্য,
স্বাধ্যায়-অভ্যাসে সদা মনের নিবেশ,
একাগ্রতা-সহকারে ধর্ম্মতত্ত্ব-আলোচনা,
ইহাকে বাঙ্ময় তপ কহে গুড়াকেশ। (১৫)

মনের প্রসাদ আর, মৌন, আত্ম-বিনিগ্রহ,
ভাবশুদ্ধি, কপটতা করি পরিহার
সৌম্যগুণ-সমাশ্রয়, ইহাই মানস তপ ;
ধর্ম্মোদ্দেশে যেই কর্ম্ম, মোক্ষফল তার। (১৬)

কাম্যফলশূন্য হ'য়ে, পূর্ণশ্রদ্ধা-সহকারে
এ হেন ত্রিবিধ তপ করিলে সাধন,
সাত্ত্বিক সে তপ বীর! বিমল ভকতি-যোগে
সত্ত্বগুণে শুদ্ধতম করে প্রাণমন। (১৭)

যদি কেহ, ধনঞ্জয়! সৎকার-সম্মান-আশে,
পূজ্য হইবার তরে, দম্ভ-সহকারে
করে এ ত্রিবিধ তপ, রাজস জানিবে তাহা,
চঞ্চল, ক্ষণিকমাত্র জগৎ সংসারে। (১৮)

মূঢ় আগ্রহের দ্বারা চালিত হইয়া যদি
অন্যের পীড়ন কিম্বা নাশকামনায়,
অসীম আকাঙ্ক্ষাসহ অনুষ্ঠয়ে এই তপ,
তাহ'লে তামস বলি জানিবে তাহায়। (১৯)

প্রত্যুপকারের আশা পরিহার করি, পার্থ !
দেশ কাল পাত্র আদি করিয়া বিচার,
কেবল কর্ত্তব্যবোধে যে দান করয়ে লোকে,
সে দান সাত্ত্বিক বলি আছয়ে প্রচার। (২০)

প্রত্যুপকারের লাগি, মনঃকষ্ট সহকারে,
আশার আশ্বাসে থাকি ফলকামনায়,
বাসনায় মগ্ন থাকি যে দান করিবে লোকে,
ধনঞ্জয় ! রাজসিক দান কহে তায়। (২১)

দেশ কাল পাত্র কিছু না করি বিচার কভু
অকালে, অদেশে, কিম্বা অপাত্রে অর্পিত,
অসৎ ইচ্ছার বশে অবজ্ঞায় যেই দান,
সে দান তামস বলি আছয়ে কথিত। (২২)

সুপবিত্র, সত্যময় নামত্রয় ঈশ্বরের
ওঁ তৎসৎ বলি আছে নির্দ্দেশিত,
পূর্ব্বকালে বেদ, যজ্ঞ, ব্রাহ্মণাদি পুণ্যসৃষ্টি,
সেই মহাশক্তিবলে হয়েছে বিহিত। (২৩)

সেই হেতু জ্ঞানময় ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ
উচ্চারি ওঁকার মন্ত্র সত্য সনাতন,
তপ যজ্ঞ দান ক্রিয়া সুবিহিত কর্ম্ম যাহা,
সাধিতে প্রবৃত্ত তাঁরা হন অনুক্ষণ। (২৪)

মোক্ষকামী ঋষিগণ পবিত্র নির্ম্মল প্রাণে
কর্ম্মফল অভিলাষ করিয়া বর্জ্জন,
উচ্চারিয়া "তৎ" মন্ত্র, সর্ব্বদুঃখশোকহারী,
তপ যজ্ঞ দান ক্রিয়া করেন সাধন। (২৫)

সদ্ভাবে বা সাধুভাবে প্রযোজিত "সৎ" শব্দ
সতত প্রশস্ত কর্ম্মে হয় নিয়োজিত,
তপ যজ্ঞ দানাদিতে উচ্চারিত "সৎ" মন্ত্র
তাহার অর্থ ও কর্ম্ম সৎ অভিহিত। (২৬-২৭)

যে তপ, যে যজ্ঞদান, অশ্রদ্ধায় হয় কৃত
তাহাই অসৎ বলি আছয়ে বর্ণিত,
হে পার্থ! সেরূপ কর্ম্ম ইহকালে পরকালে
সুফল কদাচ নাহি করে প্রদর্শিত। (২৮)

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ-নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

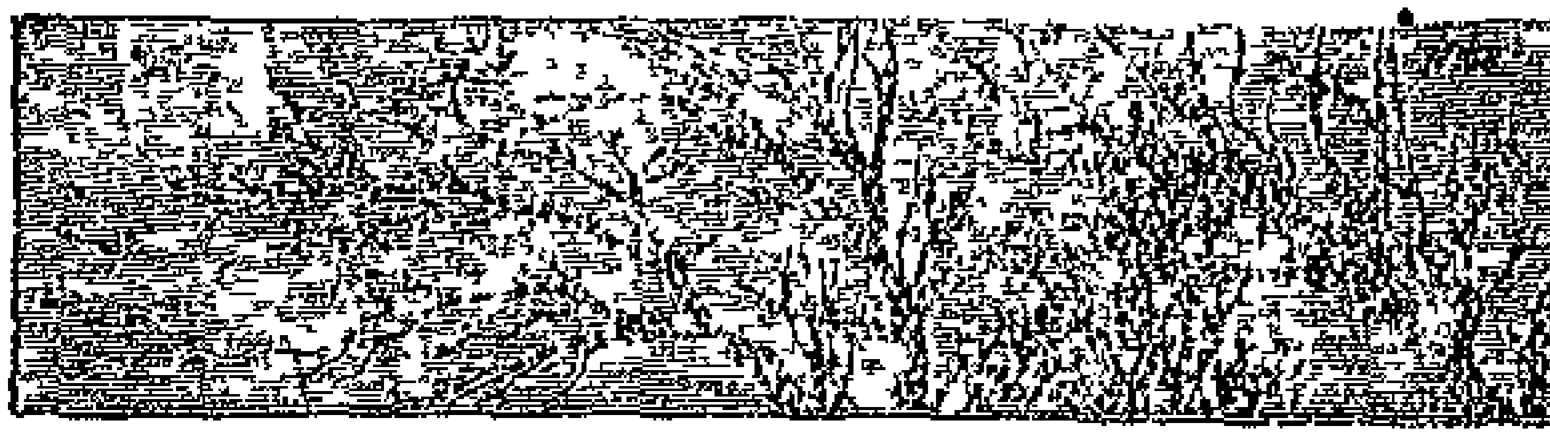

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মোক্ষ যোগ।

সুধিলেন ধনঞ্জয়—কহ মোরে মহাবাহু!
'ত্যাগ' ও 'সন্ন্যাস' তত্ত্ব, বিভাগ তাহার,
জানিতে সে মহাতত্ত্ব বড় অভিলাষ প্রাণে,
হৃষীকেশ! পূর্ণ কর বাসনা আমার। (১)

কহিলেন ভগবান্ কাম্যকর্ম্ম-পরিত্যাগ
'সন্ন্যাস' কথিত, সেই প্রধান সাধন;
ফলাকাঙ্ক্ষা-বিসর্জ্জন 'ত্যাগ' বলি অভিহিত,
বর্ণিয়াছে এই মত জ্ঞানী বিচক্ষণ। (২)

কহেন পণ্ডিত কেহ কর্ম্ম যত দোষময়,
করিবে সকল কর্ম্ম নিত্য পরিহার,
কহেন অপর জ্ঞানী, যজ্ঞ তপ দান আদি
পুণ্য কর্ম্ম পরিত্যাগ অতি অবিচার। (৩)

শুনহে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মীমাংসা এ উভয়ের,
শাস্ত্রেতে ত্রিবিধ ত্যাগ আছে উল্লিখিত,
রাজসিক, তামসিক, সাত্ত্বিক তাহার নাম,
শুন তার সত্যমত বিধান বর্ণিত। (৪)

যজ্ঞ তপ দান কর্ম্ম নহে পরিত্যাজ্য কভু,
করিবে সে পুণ্যকর্ম্ম সদা অনুষ্ঠান,
এ হেন বিশুদ্ধ কর্ম্ম পাবন মনীষিগণে,
পরিশুদ্ধ সুপবিত্র করে মনঃপ্রাণ। (৫)

সঙ্গ পরিত্যাগ করি ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হ'য়ে
এ হেন কর্ত্তব্য কর্ম্মে হ'লে প্রবর্ত্তিত,
প্রকৃত সাধনা সেই, সত্যশক্তি-সমন্বিত,
আমার পরম মত ইহাই নিশ্চিত। (৬)

নিত্যকর্ম্ম যে সকল, নহে পরিত্যাজ্য তাহা,
কর্ম্মত্যাগ ধনঞ্জয়! অতি অবিহিত,
যদি কেহ মোহবশে কর্ম্ম পরিত্যাগ করে,
তামসিক 'ত্যাগ' তাহা হইবে কীর্ত্তিত। (৭)

কায়-ক্লেশ-ভয়ে যদি কর্ম্ম পরিহার করে,
তাহাকে রাজস 'ত্যাগ' কহে বীরবর!
ত্যাগের যে মহা ফল না হয় এ ত্যাগে কভু,
নাহি করে ঊর্দ্ধগামী মানব-অন্তর। (৮)

যাহারা আসক্তি মোহ তেয়াগিয়া সমুদয়,
পরিহরি ফলাকাঙ্ক্ষা অনাসক্ত মন,
বিহিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম করে নিত্য সমাপন,
অর্জ্জুন! সাত্ত্বিক 'ত্যাগ' হেন আচরণ। (৯)

অকুশল কর্ম্ম প্রতি বিদ্বেষ নাহিক যার,
শুভদায়ী কর্ম্মে যার অনাসক্ত মন,
সত্ত্ব-সমাবিষ্ট যোগী, মেধাবী, সংশয়-হীন,
কর্ম্মত্যাগী নামে পার্থ! কথিত সে জন। (১০)

সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগ অসাধ্য শরীরিগণে,
এ দেহ ধারণে তাহা অতি অসম্ভব,
ফলত্যাগী যেই জন সুখে দুঃখে অনাসক্ত,
'ত্যাগী' নামে অভিহিত হয় সে মানব। (১১)

ইষ্ট ও অনিষ্ট, মিশ্র—ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল
লভিবেক নিরন্তর ফলাকাঙ্ক্ষী জন,
ফলাসক্তি-পরিত্যাগী নির্ম্মল সন্ন্যাসী জনে
কর্ম্মফল স্পর্শ নাহি করে কদাচন। (১২)

পঞ্চ কারণের দ্বারা নিষ্পাদিত সর্ব্ব কর্ম্ম,
তোমার জ্ঞাতব্য যাহা করিব বর্ণন,
বেদান্ত সিদ্ধান্ত সাংখ্যে বর্ণিত স্বরূপ তার,
শুন মহাবাহু! তার সর্ব্ব বিবরণ। (১৩)

অধিষ্ঠান—দেহ আর, কর্ত্তা—অহঙ্কার, বীর!
করণ—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আদি যত,
চতুর্থ বিবিধ চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন নানারূপ,
পঞ্চম অদৃষ্ট করে কর্ম্ম অবিরত। (১৪)

নরগণ মন, বাক্য, শরীরের যোগদ্বারা
ন্যায় বা অন্যায় কার্য্য করে সম্পাদন,
ঘোরে নিয়তির চক্রে নিয়ত কর্ম্মের তরে,
হে ভারত! মূল তার এ পঞ্চ কারণ। (১৫)

এ হেন কারণবশে সম্পাদিত করমেতে
আত্মাকে যে কর্ত্তাভাবে করে দরশন,
অবিবেকী সেই জন, মোহাবৃত বুদ্ধি তার,
প্রকৃত স্বরূপ নাহি নেহারে কখন। (১৬)

অহঙ্কারে কদাচন লিপ্ত নয় যার প্রাণ,
কর্ম্মাসক্ত নহে যার বুদ্ধি সুমার্জ্জিত,
বধিয়াও প্রাণিগণে নাহি বধে সেইজন
বিনাশজনিত পাপে নহে নিপতিত। (১৭)

কর্ম্ম-প্রবৃত্তির 'হেতু' ত্রিবিধ হে পরন্তপ!
জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা নাম হয় তার,
করণ কর্ত্তা ও কর্ম্ম ক্রিয়ার আশ্রয়স্থল,
নির্গুণ নির্লিপ্ত আত্মা অমৃত-আধার। (১৮)

জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, সদা বিভিন্ন সত্ত্বাদি গুণে,
বর্ণিয়াছে সেই তত্ত্ব করিয়া বিস্তার
জ্ঞানময় সাংখ্যশাস্ত্রে করি বহুবিধ ভাব,
শুন পার্থ! সবিশেষ বিবরণ তার। (১৯)

নেহারে বিভক্ত বিশ্বে অবিভক্ত পরমাত্মা,
অব্যয় স্বরূপ তার করে দরশন,
সর্ব্বভূতে একভাব জাগরূক সদা হৃদে,
সে জ্ঞান সাত্বিক জ্ঞান ভারতনন্দন! (২০)

যে জ্ঞানে পৃথক ভাব সতত উপজে মনে,
প্রতি দেহিগণে হেরে ভিন্ন ভিন্ন গুণ,
নানাভাবে ধরণীরে দরশন করে যাহে
হেন গুণ রাজসিক জানিও অর্জ্জুন! (২১)

যে জ্ঞান প্রকাশ করে 'আমি সকলের শ্রেষ্ঠ,'
অতত্বার্থ তত্ত্ব যাহে নহে প্রকাশিত,
অহেতুক্ কার্য্যাসক্ত অতি অল্প ক্ষুদ্রতর,
ধনঞ্জয়! সেই জ্ঞান তামস কথিত। (২২)

নিয়ত সঙ্গরহিত, বিশুদ্ধ হৃদয়ে নর
ফলাকাঙ্ক্ষা সমুদয় হ'য়ে বিরহিত,
রাগদ্বেষ পরিহরি যেই কর্ম্মে হয় রত,
সে কর্ম্ম সাত্বিক বলি আছে সুবিদিত। (২৩)

কর্ম্মফলকামী হয়ে, অহঙ্কার-সহকারে,
ধনমান-প্রাপ্তিতরে হ'য়ে যত্নবান্
অতি ক্লেশকর বোধে যে কর্ম্মে হইবে রত,
সেই কর্ম্ম রাজসিক জানিও ধীমান্! (২৪)

ভবিষ্যৎ পরিণাম এ চিন্তা নাহিক যাহে,
প্রাণি-হিংসা অর্থক্ষয় না করি বিচার,
না বুঝি সামর্থ্য স্বীয়, অজ্ঞানের বশ হয়ে
যে কর্ম্ম করিবে, নাম তামস তাহার। (২৫)

নিয়ত আসঙ্গত্যাগী, অগর্ব্বিত বাক্যাবলি,
ধৃতি ও উৎসাহে সদা ভূষিত হৃদয়,
লাভালাভে সমজ্ঞান, নির্ব্বিকার প্রাণ যার
তাঁহাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা কহে ধনঞ্জয়! (২৬)

কর্ম্মফলে অনুরাগী, ক্রোধযুক্ত লুব্ধমন,
হিংসায় আসক্ত সদা শৌচবিবর্জ্জিত,
হর্ষ কিম্বা শোক যারে প্রফুল্ল ব্যথিত করে,
রাজসিক কর্ত্তা বলি সে জন কীর্ত্তিত। (২৭)

অসভ্য, অসমাহিত, অনম্র, অলস, শঠ,
বিষাদী ও দীর্ঘসূত্র স্বভাব যাহার,
পরের পীড়নকারী, কঠিন হৃদয় অতি,
হে পার্থ! তামস কর্ত্তা আখ্যান তাহার। (২৮)

সত্বাদি ত্রিবিধ গুণে হে পার্থ! অশেষরূপে
বুদ্ধি, ধৃতি ভেদ আছে বহু প্রচারিত,
শুন তবে মহাবাহু! যত বিবরণ তার,
কহিব প্রকৃত তত্ব করি বিস্তারিত। (২৯)

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি আদি, কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য,
মোহের বন্ধন কিম্বা মুক্তি, মোক্ষধাম,
ভয় বা অভয় যাহা, যে বুদ্ধি জানিতে পারে,
অর্জ্জুন! সাত্বিক বুদ্ধি হয় তার নাম। (৩০)

কার্য্য কিম্বা অপকার্য্য ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যাহা,
যে বুদ্ধি বিদিত নাহি করে কদাচন,
যাহাতে অযথা কার্য্যে প্ররোচন করে সদা
রাজসিক বুদ্ধি সেই, হে কুরু-নন্দন! (৩১)

অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ভাবি অনুগামী হয় তার,
সকল বিষয় যার অতি বিপরীত,
মোহসমাবৃত সদা জানিও, বীরেশ! তুমি
তামসিক বুদ্ধি সেই তমে আবরিত। (৩২)

একান্ত যোগের দ্বারা পবিত্র শকতিবলে,
মনঃপ্রাণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমুদয়
করি স্থির সমাহিত যে ধৃতি ধারণ করে,
তাহাকে সাত্ত্বিক ধৃতি কহে ধনঞ্জয়! (৩৩)

কামনার অনুগামী, প্রসঙ্গতঃ ফলাকাঙ্ক্ষী,
ধর্ম্ম অর্থ যেই ধৃতি করিছে ধারণ,
অধীর চাপল্যময় তরঙ্গিত করে প্রাণ,
সে ধৃতি রাজসী বলি উক্ত সর্ব্বক্ষণ। (৩৪)

স্বপ্নে বিচলিত মন শোকভরে অবসন্ন,
বিষাদে আবৃত করে দুর্ব্বল হৃদয়,
যার বলে মূঢ় নর অহঙ্কারে মত্ত সদা,
তাহাকে তামসী ধৃতি কহে ধনঞ্জয়! (৩৫)

এখন ত্রিবিধ সুখ কহি বিস্তারিত রূপে,
শুন তুমি একমনে পুরুষ-প্রধান!
অভ্যাসেতে যেই সুখে আসক্তি বর্দ্ধিত হয়,
যে সুখ লভিলে হয় দুঃখ-অবসান, (৩৬)

অগ্রে যাহা লাগে প্রাণে বিষসম কটুকর,
পরিণামে সুখদায়ী অমৃত অধিক,
আত্মতত্ত্ব, বুদ্ধি, জ্ঞান প্রসাদে জনমে যার
সেই সুখ বীরবর! বিমল সাত্ত্বিক। (৩৭)

বিষয়-ইন্দ্রিয়যোগে যে সুখ বিকাশ হয়,
পূর্ব্বে যাহা হয় মনে অমৃতের সম,
পরিণামে বিষবৎ কুফল প্রদান করে,
তাহাকে রাজস সুখ কহে অরিন্দম! (৩৮)

অগ্রে যার অনুবন্ধে আত্মা বিমোহিত হয়,
প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা করে জন্মদান,
হেন যে বিকৃত সুখ, তামসিক কহে তায়,
অজ্ঞানে আবৃত করি রাখে মনঃপ্রাণ। (৩৯)

কি স্বর্গ অমরাবতী কিম্বা এ ধরণীরাজ্য,
ত্রিগুণ বিমুক্ত কিছু নহে ধনঞ্জয় !
কিবা দেব কি মানব সকলি ত্রিগুণজাত,
ত্রিগুণের বশ হয়ে কর্ম্মযুত হয়। (৪০)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আদি চারি জাতি,
বিচারিয়া সকলের স্বভাব প্রভাব,
যে ভাব প্রবল যাহে, সত্ত্বাদি ত্রিবিধ গুণে,
সেই অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়াছে লাভ। (৪১)

শম, দম, তপোনিষ্ঠা, আস্তিক ও সরলতা,
শৌচ, ক্ষমা-ব্রত আর জ্ঞান ও বিজ্ঞান,
ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্ম এই ধনঞ্জয় !
মহৎ কর্ম্মেতে হয় সুপবিত্র প্রাণ। (৪২)

শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্যগুণ, অসীম সাহস রণে,
ধর্ম্মভাব, দানে সদা মতি অচঞ্চল,
দক্ষতা সকল কর্ম্মে, জানিও হে বীরবর !
ক্ষত্রিয়ের স্বভাবতঃ কর্ম্ম এ সকল। (৪৩)

বাণিজ্য, গোরক্ষা আর কৃষিকার্য্য সমুদয়,
বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম্ম এই সব,
ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা, শুশ্রূষা ও সেবা আদি,
শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম, বীরর্ষভ। (৪৪)

আপন স্বভাবজাত জাতিগত কর্ম্ম যাহা,
তাহাতেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় নরগণ,
কি প্রকারে লভে সিদ্ধি স্বকর্ম্ম সাধন করি
শুন ধনঞ্জয় তার যত বিবরণ। (৪৫)

যাঁহা হ'তে প্রাণীদের প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়,
যাঁর দ্বারা পরিব্যাপ্ত বিশ্ব সমুদয়,
এ হেন পরমেশ্বরে স্বকর্ম্মেতে করি পূজা
নিয়ত মানবকুল সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (৪৬)

গুণযুক্ত পরধর্ম্ম যদিও হে ধনঞ্জয়!
নির্গুণ স্বধর্ম্ম শ্রেয়ঃ হয় সর্ব্বক্ষণ,
স্বভাব-নিয়ত কর্ম্ম সাধন করিলে পরে
বিন্দুমাত্র পাপ নাহি স্পর্শে কদাচন। (৪৭)

নহে কভু পরিত্যাজ্য ঘৃণাস্পদ কদাচন
যদিও সহজ কর্ম্ম মলিন নিগুর্ণ,
ধূমেতে অনল যথা রহে আবরিত সদা
সর্ব্বকর্ম্ম দোষযুক্ত তেমনি অর্জ্জুন! (৪৮)

বিশ্বমাঝে জ্ঞান বুদ্ধি অনাসক্ত রহে যবে,
জিতাত্মা বিগতস্পৃহ শান্ত সমাহিত,
পরম সন্ন্যাস ধর্ম্ম আচরণ করি সদা,
লাভ করে সর্ব্বসিদ্ধি মোহের অতীত। (৪৯)

যেরূপে লভিয়া সিদ্ধি পায় ব্রহ্ম সনাতন,
শুন তার মহাতত্ত্ব কহি সংক্ষেপতঃ,
শ্রেষ্ঠতম জ্ঞাননিষ্ঠা আছে যাহা প্রচারিত,
করিতেছি এ প্রসঙ্গে তাহাও বর্ণিত। (৫০)

বিশুদ্ধবুদ্ধিসংযুক্ত, নির্ম্মলহৃদয় যার,
সংযত ইন্দ্রিয় সর্ব্ব, আত্মা নিয়মিত,
শব্দাদি বিষয়ত্যাগী, বিরক্ত বিষয়-সুখে,
রাগদ্বেষ পরিহরি শান্ত সমাহিত,

সতত নির্জ্জনবাসী, অল্পাহারী যেই জন,
সংযত যাহার নিত্য বাক্য, কায়, মন,
পরম বৈরাগ্যগুণে বিভূষিত রহে যেই,
যে জন সতত ধ্যান-যোগ পরায়ণ ;

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ,
পরিহরি সমুদয় নির্ম্মম পরাণ,
শান্তির অতল নীরে নিমগ্ন থাকিয়া সদা
হেন জ্ঞানী পরব্রহ্মে করে অবস্থান। (৫১-৫৩)

সর্ব্বভূতে সমদর্শী অভেদ নেহারি বিশ্বে,
ব্রহ্মভূত, প্রসন্নাত্মা যোগী নিরমল,
নাহি যার অনুতাপ আকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত চিত,
আমাতে পরমভক্তি লভে অচঞ্চল। (৫৪)

সর্ব্বব্যাপী মম মূর্ত্তি এ সচ্চিদানন্দরূপ,
জানিয়া প্রভাব মম মহাশক্তিময়,
আমার পরমতত্ত্বে মন নিবেশিত করি
অন্তিমে আমাতে জীব লয় প্রাপ্ত হয়। (৫৫)

মম পরায়ণ হয়ে যে জন নিষ্কাম প্রাণে
বিহিত কর্ম্মের নিত্য করে অনুষ্ঠান,
আমার প্রসাদে লভি জ্ঞানালোক সমুজ্জ্বল
শাশ্বত অব্যয় পদে লভয়ে বিরাম। (৫৬)

অতএব ধনঞ্জয়! মম পরায়ণ হ'য়ে
আমাতে সকল কর্ম্ম কর সমর্পণ,
প্রভাময় বুদ্ধিযোগে আশ্রিত হইয়া নিত্য
হও মমগতচিত্ত নিরাসক্তমন। (৫৭)

হও মমগতচিত্ত আমার প্রসাদে পার্থ!
সংসারের মোহ-দুর্গ কর অতিক্রম,
যদি অহঙ্কারবশে অবহেলা কর মোরে,
নিশ্চয় বিনষ্ট তুমি হবে অরিন্দম। (৫৮)

অহঙ্কারে মুগ্ধ হ'য়ে গর্ব্বযুক্ত করি মন
'করিব না রণ' যদি ভাব ধনঞ্জয়!
বিফল সে মনোরথ, প্রকৃতি তোমারে বীর!
কর্ম্মের নিগড়ে বদ্ধ করিবে নিশ্চয়। (৫৯)

আপন স্বভাবজাত যে কর্ম্ম নিয়তি তব,
মোহে যদি তাহে রত না হও কখন,
তথাপি জানিও মনে স্বভাবের বশ হ'য়ে
অবশ্য সে কর্ম্ম তুমি করিবে সাধন। (৬০)

হে পার্থ! ধরণীতলে জীবের হৃদয়দেশে
সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর থাকি অবস্থিত,
মায়ায় মোহিত করি যন্ত্রারূঢ় বস্তু হেন
করিছেন জীবগণে নিয়ত চালিত। (৬১)

তাঁহার শরণ লও সর্ব্বভাবে হে ভারত!
লভিবে প্রসাদে তাঁর অমর জীবন,
শান্তিপূর্ণ সত্যানন্দ পরম শাশ্বত ধামে
বিহরিবে নিরন্তর সুখপূর্ণমন। (৬২)

গুহ্য হ'তে গুহ্যতম সুপবিত্র জ্ঞান এই
তোমার বিদিত তরে করিনু বর্ণন,
পুনঃ যদি নানাবিধ আলোচনে ইচ্ছা তব,
ধনঞ্জয়! সে বাসনা করহ পূরণ। (৬৩)

সর্ব্ব গুহ্যতম যাহা পরম বচন মম.
কহিতেছি পুনরায় করহ শ্রবণ,
মম প্রিয়তম তুমি তাই পার্থ বারবার
তোমার হিতের লাগি কহি এ বচন। (৬৪)

হও মমগতমন আমার পরম ভক্ত,
মদ্‌যাজী হইয়া মোরে কর নমস্কার,
আমার পরম প্রিয় ভক্ত তুমি বীরবর!
লভিবে আমায় তুমি প্রতিজ্ঞা আমার। (৬৫)

পরিহরি সর্ব্ব ধর্ম্ম আমার শরণ লও,
কর সুপবিত্র পার্থ! বাক্য কায় মন,
ত্যজ শোক অনুতাপ, সর্ব্বরূপ পাপ হ'তে
করিব তোমায় আমি মুক্ত অনুক্ষণ। (৬৬)

এই গূঢ়তত্ত্ব মম মহান্ এ উপদেশ
রাখিও হৃদয়মাঝে সতত গোপন,
অতপস্বী অবাচ্য যে অভক্ত বা শ্রদ্ধাহীন,
বলিবে না তাহাদের ইহা কদাচন। (৬৭)

আমার ভকতজনে এ পরম তত্ত্ব-জ্ঞান
শ্রদ্ধা সহকারে যেই করিবে কীর্ত্তিত,
লভি মম পরাভক্তি নিঃসংশয় ধনঞ্জয়।
অন্তিমে আমাতে সেই হইবে মিলিত। (৬৮)

কহি মম উপদেশ উপযুক্ত ভক্তজনে,
মম প্রিয়কারী হয় যেই মহাজন,
তদপেক্ষা প্রিয়তম নাহি আর ভূমণ্ডলে,
ভক্তিডোরে তাব আমি বদ্ধ সর্ব্বক্ষণ। (৬৯)

ভক্তিসহ গুহ্যতম পরম এ ধর্ম্মতত্ত্ব
নিয়মিত যেই জন করে অধ্যয়ন,
মম মতে জ্ঞানযোগে সে মোরে অর্চ্চনা করে,
বিশুদ্ধ জ্ঞানেতে তার সুপবিত্র মন। (৭০)

অসূয়ারহিত নব শ্রদ্ধাসমন্বিত হ'য়ে
আমার এ হেন যোগ করে যে শ্রবণ,
পুণ্য কর্ম্মকারী জন লভে যেই শুভলোক,
অনায়াসে সে তথায় করয়ে গমন। (৭১)

শুনিলে কি ধনঞ্জয় একাগ্র করিয়া চিত্ত
আমার এ জ্ঞানময় পুণ্য উপদেশ ?
অজ্ঞানের মোহ তব হইল কি বিদূরিত,
জীবনের অন্ধকার হয়েছে কি শেষ ? (৭২)

উল্লাসে প্লাবিতবক্ষ ভক্তিউছলিত-হিয়া
দুনয়নে অশ্রুধারা বহে ঝর ঝর,
কহিলেন ধনঞ্জয়—অচ্যুত ! অধম আমি,
তব কৃপাবচনের কি দিব উত্তর ?

তোমারি প্রসাদে নাথ ! বিদূরিত মোহ মম,
লভিয়াছি আজি স্মৃতি দীপ্ত সমুজ্জ্বল,
তব মহিমায় দেব ! বিগত সংশয়রাশি,
পালিব হে আজি তব আদেশ সকল। (৭৩)

কহিলা সঞ্জয়, ভূপ ! স্মরণে রোমাঞ্চ দেহ,
দেবরূপী বাসুদেব পার্থ মহাজন
উভয়ে উভয় প্রতি কহিলা যে বাক্যাবলী
অদ্ভুত অপূর্ব্ব তাহা করিনু শ্রবণ। (৭৪)

এ পরম গুহ্য যোগ ব্যাসের প্রসাদে নৃপ!
শুনিয়াছি প্রাণমন করিয়া শীতল,
মহাযোগেশ্বর সেই হরির মুখ-নিঃসৃত
মুক্তিপ্রদ বাক্যসুধা অতি নিরমল। (৭৫)

হে রাজন্! অত্যদ্ভুত কৃষ্ণার্জ্জুন-পুণ্যকথা
বার বার হৃদয়েতে করিয়া স্মরণ,
মুহুর্ম্মুহু হৃষ্ট অতি হইতেছে প্রাণ মম,
পুলকসাগরে যেন আছি নিমগন। (৭৬)

বিশ্বময় বিশ্বব্যাপী হরির অদ্ভুত রূপ
বার বার চিত্তপটে উঠিছে ভাসিয়া,
অসীম বিস্ময়ে হিয়া হইতেছে পরিপ্লুত,
আনন্দ-জলধি যেন উঠে উছলিয়া। (৭৭)

যথা যোগেশ্বর কৃষ্ণ তেজোময় সনাতন,
যথা পার্থ ধনুর্দ্ধর অমিতবিক্রম,
তথায় বিজয়, ভূতি, নীতি, লক্ষ্মী ধ্রুব সদা
অবিরত মম মত ইহা কুরূত্তম! (৭৮)

ভগবন্!

তব মুখ-বিনিঃসৃত অপূর্ব্ব অমূল্য গাথা
বিষাদ-বেদনাহারী পরম রতন;
কর আশীর্ব্বাদ দেব। এ অমৃত করি পান
লভুক অনন্ত শান্তি শোকী তাপী জন।

মোক্ষযোগনামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

গ্রন্থ সমাপ্ত।